মাসিক
ঢাকা কমার্স কলেজ দর্পণ
THE MONTHLY DHAKA COMMERCE COLLEGE

১ম বর্ষ ❑ ১ম সংখ্যা ❑ নভেম্বর ১৯৯৬ ❑ ২৪ পৃষ্ঠা

ঢাকা কমার্স কলেজ শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানরূপে বিবেচিত

দর্পণ রিপোর্ট।। জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ '৯৬ উপলক্ষে ঢাকা কমার্স কলেজ জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানরূপে বিবেচিত হয়েছে। এজন্য আগামী ৪ঠা নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে এ পুরস্কার প্রদান করবেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ১৯শে অক্টোবরের এক পত্রের মাধ্যমে এ সংবাদ জানা গেছে।

২৬শে অক্টোবর কলেজ অধ্যক্ষ এ পত্র পেয়ে সকল শিক্ষককে কনফারেন্স কক্ষে ডেকে এক সভা করেন। আনন্দঘন পরিবেশে সকল শিক্ষককে তিন বার অভিনন্দন জানিয়ে অধ্যক্ষ আনন্দে কেঁদে ফেলেন। অধ্যক্ষ শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে বলেন—"তোমাদের মত সৎ, কর্মনিষ্ঠ শিক্ষক পেয়ে আমি কৃতজ্ঞ, তোমরা দিয়েছ অনেক বেশী। তোমাদের শ্রম আর প্রচেষ্টাই এত অল্প সময়ে এ শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি বয়ে এনেছে।"

সভায় কলেজ উপাধ্যক্ষ বলেন, "শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক হয়ে আমি আনন্দিত। বিশ্বে কোন কলেজ এত কম সময়ে এ শ্রেষ্ঠত্বের সার্টিফিকেট পেয়েছে কিনা আমার জানা নেই।" এ সময়ে বক্তব্য রাখেন বাণিজ্য অনুষদের ডীন জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম চুন্নু, কলা অনুষদের ডীন জনাব মোঃ আব্দুল কাইয়ুম, মার্কেটিং বিভাগের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ জাহিদ হোসেন সিকদার, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক জনাব মোঃ ইলিয়াছ ও ইংরেজী বিভাগের প্রভাষক জনাব মোঃ জাকির হোসেন মজুমদার।

এইচ. এস. সি. পরীক্ষার ফলাফল

ঢাকা কমার্স কলেজের একক সাফল্য

দর্পণ রিপোর্ট ।। গত ১৭ই অক্টোবর '৯৬ এর এইচ. এস. সি. পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়। বিভিন্ন কারণে চলতি বছরের এইচ. এস. সি. পরীক্ষা ছিল ব্যতিক্রমী। এর মধ্যে বিশেষ দিকগুলো হলো — এই প্রথম বারের মতো সারা দেশে একই প্রশ্নের অধীনে একই সময় ও দিনে পরীক্ষা গৃহীত হয়। সারা দেশে মাত্র এক চতুর্থাংশ পরীক্ষার্থী পাশ করেছে। ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায় ফেল করা শিক্ষার্থীদের অনেকেই ইংরেজীতে ফেল করেছে। এবারের পরীক্ষায় অন্যান্য বিষয়ের প্রাপ্ত গড় নম্বরও আশানুরূপ নয়। কিন্তু ঢাকা কমার্স কলেজের পাশের হার এরপরও প্রশংসার দাবীদার। এ কলেজের পরীক্ষার্থীরা আবারো নিজেদের ধারাবাহিক শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ রাখলো।

মেধা তালিকায় ১৩ জন

মেয়েদের মেধা তালিকায় অতিরিক্ত ২জন সহ ঢাকা বোর্ডের বাণিজ্য বিভাগে ঢাকা কমার্স কলেজ থেকে এবার প্রথম স্থান সহ মোট ১৩ জন ছাত্র-ছাত্রী মেধা তালিকায় স্থান লাভ করে। যা ছিল মেধা স্থান অর্জনে বোর্ডে কোন কলেজের একক সর্বোচ্চ সংখ্যা।

ঢাকা কমার্স কলেজের দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্র মোঃ আবদুস সোবহান ৮২২ নম্বর পেয়ে ঢাকা বোর্ড তথা সারাদেশে বাণিজ্য বিভাগে মেধা তালিকায় প্রথম স্থান অধিকার করেছে। ঢাকা বোর্ডে ঢাকা কমার্স কলেজের অন্যান্য মেধাস্থানগুলো হলো ৭ম, ৮ম, ১০ম, ১১তম, ১৪তম, ১৫তম, ১৭তম, ১৮তম (২জন) ও ১৯তম। মেয়েদের মেধা তালিকায় সম্মিলিত তালিকার ২জন ছাড়াও ৯ম ও ১০ম রয়েছে। চলতি বছর উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ঢাকা কমার্স কলেজ থেকে ৬৯৬ জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। তন্মধ্যে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয় ৪৭০ জন, দ্বিতীয় বিভাগে ১৫১ জন। কোন তৃতীয় বিভাগ নেই। পাশের হার প্রায় ৯০%। ঢাকা বোর্ডের ৪৩ জন স্টার প্রাপ্ত ছাত্রী-ছাত্রীর মধ্যে ঢাকা কমার্স কলেজের পরীক্ষার্থীই ছিল ২৮ জন। স্টার প্রাপ্ত এ সংখ্যাটিও বোর্ডে কোন কলেজের একক সর্বোচ্চ সংখ্যা।

এ বছরের মতো গত বছরও (১৯৯৫ সাল) ঢাকা কমার্স কলেজ ঢাকা বোর্ডে বাণিজ্য বিভাগে একক সর্বোচ্চ মেধাস্থান ও ষ্টার মার্কস দখল করে। চলতি বছর বোর্ডে সামগ্রিক ফলাফল বিপর্যয় সত্ত্বেও ঢাকা কমার্স কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা কলেজের গত বৎসরের চমৎকার ও কলেজ প্রতিষ্ঠা পরবর্তী শ্রেষ্ঠ ফলাফলের রেকর্ড ভেঙ্গে আরো উজ্জ্বল, উন্নত ও শ্রেষ্ঠ রেকর্ড সৃষ্টির মাধ্যমে কলেজকে যেমন নিয়ে গেছে সম্মানের সুউচ্চ শিখরে ; তেমনি তারাও এই রেকর্ড সৃষ্টির গৌরবে গৌরবান্বিত।

বিগত ১৯৯৫ সালে বোর্ডের মেধা তালিকায় ২০ জনের মধ্যে প্রথম স্থানটি সহ এককভাবে ১০জনই ছিল ঢাকা কমার্স কলেজ থেকে। অন্যদিকে ঢাকা বোর্ডে মোট ৮৭ জন স্টার মার্কস প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে ৪৭ জনই ছিল ঢাকা কমার্স কলেজের ছাত্র-ছাত্রী। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বোর্ডের মেধা তালিকায় প্রথম স্থানটি চলতি বছর সহ পর পর ৩ বার এবং মোট ৪ বার প্রাপ্ত হয় ঢাকা কমার্স কলেজ।

৯– এর পাতায় দেখুন

ঢাকা কমার্স কলেজের ধারাবাহিক সাফল্য

[illegible] উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফলে ঢাকা বোর্ডের বাণিজ্য বিভাগে ঢাকা কমার্স কলেজ থেকে প্রথম স্থানসহ মোট ১৩ জন ছাত্র-ছাত্রী মেধা তালিকায় স্থান লাভ করে সর্বোচ্চ সাফল্যের পরিচয় দিয়েছে। একক কলেজ হিসেবে বাণিজ্য বিভাগের সম্মিলিত মেধা তালিকায় ১১ জন এবং মেয়েদের মেধা তালিকায় আরো ২ জনসহ সর্বমোট ১৩ জনের এই কৃতিত্ব অর্জন করেছে মাত্র [illegible] মিরপুরের ঢাকা কমার্স কলেজটি। সর্বমোট ৮২২ নম্বর পেয়ে কলেজের মেধাবী ছাত্র মোহাম্মদ আবদুস সোবহান বাণিজ্যের ১ম স্থানটি অধিকার করেছে। গত বছরও এ কলেজ থেকে প্রথম স্থানসহ মেধা তালিকায় ১০ জন স্থান পেয়েছিল। ঢাকা বোর্ডের বাণিজ্য মেধা তালিকায় প্রথম স্থানটি হ্যাট্রিকসহ মোট চারবার দখল করেছে ঢাকা কমার্স কলেজ। কলেজের শিক্ষাদান পদ্ধতি ও সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের অধ্যবসায়ই এই ঈর্ষণীয় সাফল্যের কারণ। এ [illegible] কলেজটিতে কোনো ছাত্র বা শিক্ষক রাজনীতি নেই। —ইনকিলাব

১৯-১০-৯৬ ইং

ঢাকা কমার্স কলেজ দর্পণ

নভেম্বর ১৯৯৬

পৃষ্ঠপোষক
প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইসলাম ফারুকী
অধ্যক্ষ
প্রফেসর মোঃ মুতিয়ুর রহমান
উপাধ্যক্ষ

উপদেষ্টা
মোঃ শফিকুল ইসলাম
ডীন, বাণিজ্য অনুষদ
মোঃ আব্দুল কাইয়ুম
ডীন, কলা অনুষদ
মোঃ রোমজান আলী
ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক (প্রশাসন)
মোঃ বাহার উল্যা ভূঁইয়া
ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক (শিক্ষা)
মোঃ সাইদুর রহমান মিঞা
ভারপ্রাপ্ত বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ

সম্পাদক
এস. এম. আলী আজম
প্রভাষক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ

সহযোগী সম্পাদক
সাদিক মোঃ সেলিম
প্রভাষক, ইংরেজী বিভাগ

বার্তা সম্পাদক
মোহাম্মদ সরওয়ার

প্রতিবেদক
মাওসুফা কেরদৌসী
প্রভাষক, ভূগোল বিভাগ
মোঃ ওয়ালী উল্লাহ
প্রভাষক, অর্থনীতি বিভাগ
মোঃ নূরুল আলম ভূঁইয়া
প্রভাষক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ
মোঃ ইউনুছ হাওলাদার
প্রভাষক, সেক্রেটারিয়েল সায়েন্স বিভাগ
মোঃ কামরুজ্জামান আকন
প্রভাষক, মার্কেটিং বিভাগ
সৈয়দা তপা হাশেমী
প্রভাষক, ফিন্যান্স বিভাগ
মোঃ শামীমুল হক
প্রভাষক, পরিসংখ্যান বিভাগ
মোঃ আফজালুর রশীদ
প্রভাষক, হিসাব বিজ্ঞান বিভাগ
শামীম আহসান
প্রভাষক, ইংরেজী বিভাগ
মোঃ আবদুর রহমান
প্রভাষক, কম্পিউটার বিজ্ঞান বিভাগ
মোঃ গোলাম কবীর
লাইব্রেরীয়ান
আবুল কালাম
হিসাব রক্ষক
আমানত বিন হাশেম মিথুন
ব্যবস্থাপনা (সম্মান) ২য় বর্ষ ও
সকল শ্রেণীর প্রথম ছাত্র প্রতিনিধি

সার্কুলেশন
মোঃ বেল্লাল ভূঁইয়া

সম্পাদকীয়

মাত্র সাত বছরেই জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠত্বের জয়টিকা লাভ করেছে ঢাকা কমার্স কলেজ। বোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফলাফলে এ কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা যেমন ঈর্ষান্বিত সাফল্য লাভ করছে, তেমনি সাহিত্য, সংস্কৃতি, ক্রীড়াসহ সর্বক্ষেত্রে তারা গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা রাখছে। এ কলেজে নিয়তই হয়ে থাকে কত অনুষ্ঠান, ঘটে যায় অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কলেজের কর্মক্ষেত্র, পরিধি ব্যাপকহারে সম্প্রসারিত হচ্ছে। কলেজের বর্তমান কর্মকাণ্ডের অনেকটাই সব বিভাগের ছাত্র, শিক্ষক, কর্মকর্তা বা অভিভাকদের জানা হয়ে উঠে না। তদুপরি শীঘ্রই এ কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত হতে যাচ্ছে। তখন এর কর্মপ্রবাহ আরো অনেক গুণ বেড়ে যাবে। আর তাই ছাত্র ছাত্রীদের নিকট কলেজের বিভিন্ন সফলতা ও কর্মকাণ্ড জানানোর লক্ষ্যে 'ঢাকা কমার্স কলেজ দর্পণ' এর প্রকাশনা।

ঢাকা কমার্স কলেজ পরিবারের সুন্দরতম ঘটনা, বেদনার্ত স্মৃতি, স্বপ্নময় ভবিষ্যত, রোমাঞ্চকর প্রেক্ষিতসহ হাজারো কর্মধারা ফুটে উঠবে দর্পণে। একসময় দর্পণ হবে 'স্মৃতিময় ঘটনার সমাহার'। 'দর্পণ' কলেজের ভবিষ্যত ছাত্র ছাত্রীদের নিকটও এক প্রামাণ্য দলিলরূপে পরিগণিত হবে বলে বিশ্বাস।

দর্পণে যেমন আমাদের মুখমণ্ডল দেখা যায়; 'ঢাকা কমার্স কলেজ দর্পণ'-এ তেমনি কলেজের চেহারা দেখা যাবে, কলেজের বর্তমান অবস্থা হয়ে উঠবে স্পষ্ট। এর মাধ্যমে কলেজের সাম্প্রতিক ঘটনার প্রকাশ ও বিকাশোন্মুখ প্রতিভার লালন সম্ভব হবে। দর্পণে সাহিত্যপ্রীতি ও মননশীলতার সুষ্ঠু বিকাশ ঘটবে। দর্পণ ছাত্র শিক্ষকদের উদ্বেলিত হৃদয়েরই প্রতিচ্ছবি।

দর্পণকে যিনি আলোকবর্তিকা নিয়ে আলোকিত করেছেন তিনি হলেন অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী ফারুকী স্যার। উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মুতিয়ুর রহমান স্যারের প্রেরণা প্রকাশনা কার্যে গতিশীলতা এনেছে। দর্পণ এর প্রথম সংখ্যা প্রকাশে জনাব মোহাম্মদ সরওয়ার সহ যাঁরা বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন তাঁদের নিকট আমি কৃতজ্ঞ এবং পরবর্তী সংখ্যাগুলো আরো আকর্ষণীয় ও ভালভাবে প্রকাশে ছাত্র শিক্ষকসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করছি। প্রথম সংখ্যা হিসেবে বিষয় নির্বাচন, লেখার মান ও শ্রেণীবিন্যাসগত ত্রুটি ও মুদ্রণ প্রমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থী।

কলেজের কর্মপরিধি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আগামীতে আরো সুন্দর ও সমৃদ্ধ কলেবরে 'ঢাকা কমার্স কলেজ দর্পণ' প্রকাশের শক্তি ও সাহস যোগানোর জন্য মহান আল্লাহ রাব্বুলের দরবারে প্রার্থনা।

'ঢাকা কমার্স কলেজ দর্পণ' তুমি যুগ যুগ জিও।

সবিনয়ে জিজ্ঞাসা

জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম,

স্যার, পত্রে আমার সালাম গ্রহণ করিবেন। এই অধম ছাত্রের বেয়াদবী যদি মাফ করেন স্যার, তাহলে দুইখান কথা কই। এই কলেজে যেইদিন প্রথম ক্লাসে আসি সেইদিন দেখিলাম গেইটে আপনিসহ ৪/৫ জন শিক্ষক চেয়ারে বসিয়া আছেন। ভাবিলাম আপনারা বুঝি আমাদের নবীন ছাত্রদের সংবর্ধনা দেওয়ার জন্য বসিয়া আছেন। কিন্তু না। মুহূর্তেই আমার স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। কলেজ ভবনে ঢুকিতেই পিছন থেকে কে যেন আমার শার্টের কলার ধরিয়া টান দিল। তাকাইয়া দেখি আপনি। রোষানলে আমার দিকে তাকাইয়া বজ্রকণ্ঠে বলিলেন, এই ছেলে তোমার চুল এত বড় কেন? আপনি আমার চুল স্কেল দিয়া মাপিয়া বলিলেন, "চুল সর্বোচ্চ দেড় ইঞ্চি লম্বা হবে, তোমার চুল সাড়ে তিন ইঞ্চি লম্বা আছে।" এরপর আমাকে বাহিরে ৫ মিনিট রৌদ্রে দাঁড়া করাইয়া রাখিলেন। এতেই শেষ নয়। পরিচয়পত্র রাখিয়া দিয়া বলিলেন, আগামীকাল দেড় ইঞ্চি চুল দেখাইয়া পরিচয়পত্র নিবা। বাসায় যাইয়া আম্মার কাছে চুল কাটার টাকা চাইলাম। আম্মা বলিলেন, 'তুইতো দুইদিন আগেই চুল কাটিয়েছিস, আবার কেন?' বলিলাম, 'চুল আরো ছোট না করিলে কলেজে যাওয়া যাইবে না।' আম্মা দীর্ঘক্ষণ উচ্চস্বরে হাসিয়া বলিলেন, 'এজন্যই তোকে ঢাকা কমার্স কলেজে ভর্তি করিয়েছি। তোকে এত বলেও যখন পারলাম না, তখন দেখ, তোর স্যারেরা তোকে কিভাবে সাইজ করে দেয়'। এরপর থেকে আমি কখনও চুল এক ইঞ্চির বেশী লম্বা রাখিনা।

স্যার, আপনি সেদিন আমাকে যেভাবে বাঘের মত ধরিয়াছিলেন সেই কথা ভাবিলে আজও আমার শরীর কাঁপিয়া উঠে।

স্যার, অনেক ইসলাম ধর্ম প্রধান দেশেও লম্বা চুল রাখিতে অসুবিধা নাই। আর আমার জীবনের সবচেয়ে বড় শখ ছিল লম্বা ফ্যাশনেবল চুল রাখা। এখন স্যার আপনার কাছে সবিনয়ে জানতেই চাই। লম্বা চুল রাখিতে অসুবিধা কোথায়?

মোঃ মামুন খন্দকার
দ্বাদশ শ্রেণী, রোল-২৬৫৩

শফিকুল ইসলাম ঃ ধন্যবাদ, মামুন, তুমি আমার কথা রক্ষা করে এখনও চুল ছোট রাখছো। চুল লম্বা রাখতে আসলে কোন অসুবিধা নেই, কোন বাধা থাকার কথা নয়। অনেক দেশেই ছেলেরা লম্বা চুল রাখছে। তবে অসুবিধা হল আমাদের দেশের সাংস্কৃতিক বাধা। আমাদের দেশের সংস্কৃতিতে লম্বা চুল রাখা গ্রহণযোগ্য নয়। মুরব্বীরা লম্বা চুলওয়ালাদের বেয়াদব মনে করেন। যেটা দেশের সংস্কৃতিতে, দেশের সকল লোকজনের নিকট গ্রহণযোগ্য নয়, সে আচরণ বা সে ধরনের কর্মকাণ্ড থেকে এ কলেজের ছাত্র ছাত্রীরা দূরে থাকবে বলে আমার বিশ্বাস।

কম্পিউটার কম্পোজ : স্টার কম্পিউটার
অঙ্গসজ্জা ও মুদ্রণে : জ্যোতি প্রসেস ও প্রভাতী প্রিন্টার্স
২৭, গোপী মোহন বসাক লেন, নবাবপুর, ঢাকা। ফোন : ২৩৫৩৭১
প্রকাশনায় : ঢাকা কমার্স কলেজ প্রকাশনা বিভাগ

সম্পাদকীয় কার্যালয়
ঢাকা কমার্স কলেজ ভবন
চিড়িয়াখানা রোড, মিরপুর
ঢাকা-১২১৬, ফোন : ৮০৫৬১০

শিক্ষা মন্ত্রীর বাণী

ভালো ফলাফল এবং শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশের কারণে অনেক আগে থেকেই ঢাকা কমার্স কলেজের কথা জানতাম। এ বছর এইচ. এস. সি. পরীক্ষার ফলাফলে ঢাকা বোর্ডে ঢাকা কমার্স কলেজের একক সাফল্যে আমি বিস্মিত ও অভিভূত হয়েছি। বোর্ড পরীক্ষায় যেখানে পাশের হার মাত্র ২৫ শতাংশ সেখানে ঢাকা কমার্স কলেজের ৯০ভাগ পরীক্ষার্থীর পাশ কলেজটিকে জাতীয় পর্যায়ে অন্যতম শ্রেষ্ঠ কলেজের আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিকট ঢাকা কমার্স কলেজ একটি অনুকরণীয় আদর্শ হবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

ঢাকা কমার্স কলেজের নিজস্ব নিয়মিত মাসিক পত্রিকা 'ঢাকা কমার্স কলেজ দর্পণ' এর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত খুশী হয়েছি। দর্পণ এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি রইলো আমার আন্তরিক অভিনন্দন।

এ এস এইচ কে সাদেক
মন্ত্রী
শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ
এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

শিক্ষা সচিবের বাণী

ঢাকা কমার্স কলেজের শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে ইতোমধ্যেই এক অনন্য সাধারণ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। ঢাকা বোর্ডের বাণিজ্য বিভাগে একচ্ছত্র প্রধান্য বিস্তারকারী এই কলেজের শিক্ষার্থীরা তাদের কার্যক্রমকে লেখাপড়ার পাশাপাশি শিক্ষা সম্পূরক বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তৃত করেছে যা প্রকৃত শিক্ষার বাস্তবতা। সাহিত্য-সংস্কৃতি, ক্রীড়া, শিক্ষা সফর, আনন্দ ভ্রমণ ও প্রকাশনার মতো বিষয়গুলো এ কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার মানকে বাড়িয়ে দিয়েছে অনেক গুণ।

ঢাকা কমার্স কলেজের নিজস্ব নিয়মিত মাসিক পত্রিকা 'ঢাকা কমার্স কলেজ দর্পণ' -এর প্রথম সংখ্যা প্রকাশ উপলক্ষ্যে ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকদের প্রতি রইলো আমার আন্তরিক অভিনন্দন। শুভ ও কল্যাণময় হউক এই প্রয়াস।

আবদুল্লাহ হারুন পাশা
সচিব
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

প্রতিভার প্রকাশ সামগ্রিক জ্ঞানের ভাণ্ডারকে করে সমৃদ্ধ। সাহিত্যের নিয়মিত চর্চা চিত্তের প্রশান্তি যেমনি দিতে পারে তেমনি বিকশিত করে জ্ঞানের পরিধি। জ্ঞানের চর্চা ও সাহিত্যের বিকাশের ক্ষেত্রে বইপত্র, সাময়িকী, পত্র-পত্রিকার ভূমিকা অগ্রগণ্য।

ঢাকা কমার্স কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের প্রাথমিক দায়িত্ব 'লেখাপড়া'র পাশাপাশি নানামুখী সৃজনশীল কর্মকাণ্ডে ইতোমধ্যেই নিজেদেরকে সুযোগ্যরূপে সর্বমহলে পরিচিত করতে সক্ষম হয়েছে। এই সাফল্যের পিছনে রয়েছে তাদের বহুমুখী কর্মকাণ্ডে সার্বক্ষণিক এক ঝাঁক তরুণ শিক্ষকের অনুপ্রেরণা, সাহায্য-সহযোগিতা ও আন্তরিকতা। ঢাকা কমার্স কলেজের চলতি বছর জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ কলেজের পুরস্কার প্রাপ্তি ছাত্র-শিক্ষকদের সার্বিক যোগ্যতারই যৌক্তিক স্বীকৃতি।

এমনই সময় ছাত্র-শিক্ষকদের সমন্বিত প্রয়াসে সহ-শিক্ষা কার্যক্রমের অংশ হিসাবে 'ঢাকা কমার্স কলেজ দর্পণ' নামে নিয়মিত মাসিক পত্রিকার প্রথম সংখ্যা বেরুচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। পত্রিকাটির নিয়মিত প্রকাশনা কলেজের প্রকাশনাকে আরো সমৃদ্ধ করবে। পাশাপাশি পত্রিকাটি কলেজ কার্যক্রমের একটি দলিলে পরিণত হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। আমি 'ঢাকা কমার্স কলেজ দর্পণ'-এর সাফল্য কামনা করি।

অধ্যাপক ডঃ শহীদ উদ্দীন আহমেদ
চেয়ারম্যান
ঢাকা কমার্স কলেজ পরিচালনা পরিষদ
ও
উপ-উপাচার্য
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বাণী

ঢাকা কমার্স কলেজের পত্রিকা 'ঢাকা কমার্স কলেজ দর্পণ' প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত হয়েছি। শিক্ষামান, একাডেমিক ব্যবস্থাপনা এবং সৃজনশীল তৎপরতায় ব্যতিক্রমধর্মী সাফল্যের জন্য ঢাকা কমার্স কলেজ ইতোমধ্যেই দেশের সুধীজনের সুপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এই পত্রিকাটি সেই সাফল্যের ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যোগ করবে। আমি এই প্রতিষ্ঠানের যেসব ব্যতিক্রমে বিশেষভাবে অভিভূত সেগুলো হচ্ছে একাডেমিক বা শিক্ষা-প্রশিক্ষণ মান, রাজনীতিমুক্ত শিক্ষা পরিবেশ এবং সৃজনশীল সম্ভাবনা বিকাশে ছাত্র-ছাত্রীদের মেধা ও মননকে কাজে লাগানোর উদ্যোগ। কলেজ পর্যায়ে এহেন সাহিত্যানুরাগ এবং লেখা, সম্পাদনা, মুদ্রন ও প্রকাশনার প্রতি আগ্রহ এবং অভিজ্ঞতা কর্মজীবনে ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যাপকভাবে উপকারে আসে। সত্যি বলতে কি, উচ্চ শিক্ষার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টিতেও সহায়ক হয় নিবন্ধ রচনা এবং প্রকাশনার এই আনন্দ।

আজকের সমাজে ঘৃণা এবং অজ্ঞতার যে মানসিক আধিপত্য চলছে তা থেকে সুশীল ও সৃজনশীল লোকসমাজকে পুনরুদ্ধার করতে হলে পেশী শক্তির মোকাবেলায় লেখনী শক্তির উদ্বোধন ঘটাতে হবে। প্রকৃত জ্ঞান ও বিদ্যা ঘৃণার অবসান এবং সহানুভূতির উত্থানে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে। সুনীতির জন্য তাই সুশিক্ষার কোনো বিকল্প নেই।

আমি এই মহান উদ্যোগের সাফল্য ও ধারাবাহিকতা কামনা করি।

এ. কে. এম. মহিউদ্দীন
মহাসম্পাদক
দৈনিক ইনকিলাব

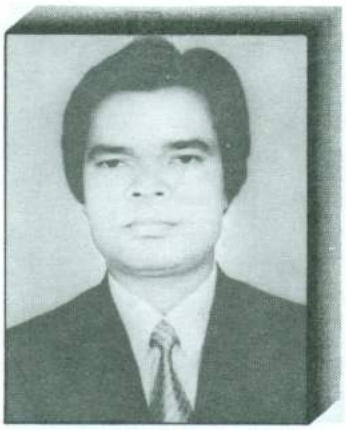

শুভেচ্ছা বাণী

অজস্র বাধার প্রাচীর ডিঙিয়ে প্রতিষ্ঠিত 'ঢাকা কমার্স কলেজ' আজ কর্মমুখী বাণিজ্য শিক্ষার একটি বিশেষায়িত ও ব্যতিক্রমধর্মী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই এ কলেজে প্রাত্যহিক শিক্ষাক্রম ছাড়াও ছাত্রদের নৈতিক ও গুণগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে নিয়মিত সভা, সেমিনার, বিতর্ক, দিবস উদযাপন, ভ্রমণ, বনভোজন, বার্ষিক ভোজ, ঈদ পুনর্মিলনী, বিভিন্ন প্রকাশনা ইত্যাদি নিয়মিত পালন করা হচ্ছে। এ কর্মধারারই নবতর ও বাড়তি সংযোজন 'ঢাকা কমার্স কলেজ দর্পণ'। আমি ঢাকা কমার্স কলেজ দর্পণ এর উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করি এবং এ পত্রিকার উদ্যোক্তাদের প্রতি রইল আন্তরিক শুভেচ্ছা।

এম. হেলাল
সম্পাদক
বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস

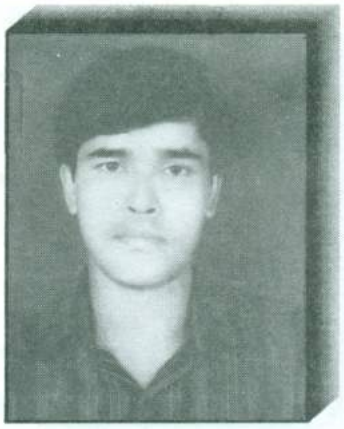

শুভেচ্ছা বাণী

জাতীয় উন্নয়নের জন্য শিক্ষা একটি অপরিহার্য উপাদান। শিক্ষিত ও দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি করে আগামী শতাব্দীর সভ্যতার উপযোগী জাতি হিসাবে টিকে থাকার জন্য এখনই সম্মিলিত ও ঐক্যবদ্ধ কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন। আমার জানামতে ঢাকা কমার্স কলেজ কেবল লেখাপড়ায়ই অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেনি, দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন সৃজনশীল কর্মকাণ্ডেও সফল হয়েছে। ইতোমধ্যেই 'ঢাকা কমার্স কলেজ দর্পণ' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। বিশাল সংবাদপত্র জগতে আরো এক যোগ্য সদস্য 'ঢাকা কমার্স কলেজ দর্পণ' অন্তর্ভুক্ত হল। আমি আরো জেনে আনন্দিত হয়েছি যে, এ পত্রিকার সম্পাদক হচ্ছেন অধ্যাপক এস এম আলী আজম যিনি আমার সম্পাদিত মাসিক বিশ্ববিদ্যালয় পরিক্রমায় দীর্ঘ দু'বছর বার্তা সম্পাদক হিসেবে সাংবাদিকতা করেছেন।

আমি 'ঢাকা কমার্স কলেজ দর্পণ' প্রকাশের উদ্যোগকে স্বাগত জানাই এবং কলেজের সঙ্গে সঙ্গে এ পত্রিকারও উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করি।

মোঃ জহিরুল ইসলাম রতন
সম্পাদক
বিশ্ববিদ্যালয় পরিক্রমা

উপাধ্যক্ষের কথা

তথ্যে সম্পৃক্ত থাকা সকলেরই একটি অধিকার। স্বচ্ছ প্রশাসনিক ব্যবস্থার পূর্বশর্ত হলো তথ্য প্রকাশ করা। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে প্রত্যহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাই ঘটে যায় প্রচারের অভাবে যা অনেকের কাছে অজ্ঞাত থাকে। ফলে সময়মত বিষয়াবলী অবহিত না থাকার কারণে সঠিক সিদ্ধান্তও নেয়া যায় না।

ঢাকা কমার্স কলেজ একটি অত্যন্ত গতিশীল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। বর্ধিষ্ণু বৃক্ষের বৃদ্ধির মতই তার কর্মপ্রবাহে নতুন নতুন গতি সঞ্চারিত হচ্ছে। বিশাল এ কর্মকাণ্ডের তথ্য প্রচারের গৌণ দাবীর কথা বিবেচনা করেই 'ঢাকা কমার্স কলেজ দর্পণ' প্রকাশ করা হচ্ছে। এ উদ্যোগের সাথে জড়িত সবাইকে আমার অভিনন্দন।

প্রফেসর মোঃ মুতিয়ুর রহমান
উপাধ্যক্ষ

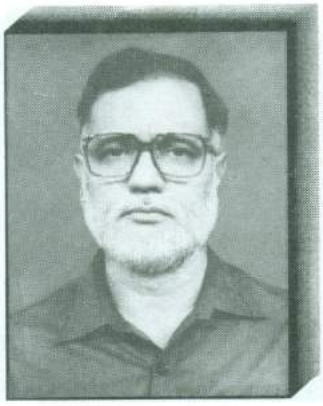

অধ্যক্ষের কথা

অতি অল্প সময়ের মধ্যেই শিক্ষা, সংস্কৃতি, প্রশাসন ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে ঢাকা কমার্স কলেজের ছাত্র ছাত্রীরা জাতীয়ভাবে সফলতা দেখিয়ে আসছে। কলেজের কার্যক্রম নিয়ে ঢাকা কমার্স কলেজ 'দর্পণ' নিয়মিত প্রকাশের এক অত্যাবশ্যকীয় উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এটি একটি ব্যতিক্রমী ও সাহসী প্রয়াস। এর মাধ্যমে ঢাকা কমার্স কলেজের ছাত্র–শিক্ষকদের চিন্তার বহিঃপ্রকাশ ঘটবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

ঢাকা কমার্স কলেজ দর্পণের অবিরত অগ্রযাত্রা আমার একান্ত কাম্য। দর্পণের সাথে জড়িত সকল ছাত্র–শিক্ষকের পরিশ্রম সার্থক হোক।

প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইসলাম ফারুকী
অধ্যক্ষ

কলেজ সংগীত

ঢাকা কমার্স কলেজ
আমরা একটি জাগ্রত পরিবার,
শিক্ষাঙ্গনে জ্বালবো প্রদীপ
এই আমাদের অঙ্গীকার।

শিক্ষাঙ্গনে ভরে গেছে দুনীতি আর সন্ত্রাস
মুক্ত করে হব একদিন প্রদীপ্ত ইতিহাস
দেশের জন্যে
জাতির জন্যে
গড়বো নতুন অহংকার।

শিক্ষার মাঝে ছাত্র-ছাত্রী জীবন গড়তে পারে
চলতে পারে সূর্যের মত নিগূঢ় অন্ধকারে
এই বিশ্বাসে
এই উচ্ছ্বাসে
চলবো সামনে দুর্নিবার।

গীতিকার ঃ মোঃ হাসানুর রশীদ
সুরকার ঃ সাইদ হোসেন সেন্টু

আমাদের আদর্শ

ঢাকা কমার্স কলেজের মৌলিক আদর্শ হলো শিক্ষা, কর্ম ও ধর্ম। অর্থাৎ প্রথমে জ্ঞান অর্জন করতে হবে, অতঃপর অর্জিত জ্ঞান বাস্তবে প্রয়োগের জন্য কাজ করতে হবে এবং এটাই হবে ধর্ম। কারণ আমরা মনে করি জ্ঞানহীন কাজ এবং কর্মবিমুখ ধর্ম প্রতারণারই নামান্তর।

আমাদের প্রত্যয়

নিয়মানুবর্তিতা, অনুশীলন ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে আমরা তোমাকে সুশিক্ষিত ও স্বশিক্ষিত করে গড়ে তুলবো, যা অনাগত জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তোমাকে নিয়ে যাবে সাফল্যের শিখরে।
তোমার ভবিষ্যত কর্মমুখর, সংগ্রামময় জীবনের শক্ত ভিত রচিত হোক আমাদের সযত্ন পরিচর্যায়। তোমার বর্তমান প্রস্তুতি ভবিষ্যতে নিজের, পরিবারের তথা জাতির জন্য একান্ত অপরিহার্য।

ঢাকা কমার্স কলেজ পরিচিতি

১। **প্রতিষ্ঠাকাল :** ১লা জুলাই ১৯৮৯ খৃঃ।
২। **উদ্দেশ্য :** তাত্ত্বিক শিক্ষার সাথে ব্যবহারিক শিক্ষার সমন্বয়ে শিক্ষার্থীদের সুশিক্ষিত ও স্বশিক্ষিত করে গড়ে তোলা।
৩। **শিক্ষক সংখ্যা :** সার্বক্ষণিক ৫০ জন এবং খণ্ডকালীন ও অনারারী ৫ জন।
৪। **কর্মচারী সংখ্যা :** ৩২ জন।
৫। **ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা :** একাদশ-৫০৬, দ্বাদশ-৫১৮ বি-কম (পাস) ১ম বর্ষ-১৩, বি. কম. (পাস) ২য় বর্ষ-২৯, স্নাতক (সম্মান) ১ম বর্ষ-২০০, স্নাতক (সম্মান) ২য় বর্ষ-৯৪, স্নাতকোত্তর ১ম পর্ব-৯২ জন = ১৪৫২ জন।
৭। **শিক্ষা কার্যক্রম ঃ** (ক) **পরীক্ষা :** ৬টি টার্মে বিভক্ত। প্রতি মাসে সাপ্তাহিক ও মাসিক পরীক্ষা। ৪টি টার্ম, ১টি বার্ষিক, ১টি প্রি-কোয়ালিফাইং এবং ১টি নির্বাচনী পরীক্ষা।
(খ) **উপস্থিতি :** কমপক্ষে ৯০% বাধ্যতামূলক।
(গ) **আসন বিন্যাস :** নির্ধারিত।
(ঘ) **সেকশন ও গ্রেড পরিবর্তন :** টার্ম পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে।
(ঙ) **ড্রেস :** উচ্চ মাধ্যমিক, অনার্স ও মাষ্টার্সের ছাত্র ছাত্রীদের জন্য পৃথক ও নির্ধারিত।
(চ) **সাধাণ জ্ঞান ক্লাশ :** প্রত্যহ সকল শ্রেণীতে ১৫ মিনিট সাধারণ জ্ঞান ক্লাস হয়।
(ছ) **শিক্ষা :** অডিও ভিডিও এবং প্রজেক্টর সিষ্টেমের আওতায় আনা হয়েছে।
(জ) **লাইব্রেরী :** কলেজের বিশাল লাইব্রেরী শীঘ্রই ইন্টারনেট সিস্টেম এর সাথে সংযোগ করা হবে।
(ঝ) **প্রশিক্ষণ :** প্রতি বছর শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।
(ঞ) ব্যবহাপনা, হিসাব বিজ্ঞান, মার্কেটিং ও ফিন্যান্সে অনার্স ও মাষ্টার্স কোর্স রয়েছে। শীঘ্রই কলেজে B.B.A ও M.B.A. কোর্স প্রবর্তন করা হবে এবং কলেজটিকে Bangladesh University of Business and Technoloyg (BUBT) নামে বাণিজ্য শিক্ষার একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করা হবে।
৮। **শিক্ষা সম্পূরক কার্যক্রম ঃ** শিক্ষা ও শিল্প সফর। সেমিনার, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বার্ষিক প্রকাশনা, দেয়ালিকা, মিলাদ, বার্ষিক ভোজ, দিবস পালন ইত্যাদি।
৯। **পুরস্কার :** ১৯৯৩ সালে এ কলেজের অধ্যক্ষ জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষক নির্বাচিত হন। ১৯৯৩ সালে এ কলেজের এক ছাত্র রাষ্ট্রপতি আব্দুর রহমান বিশ্বাস থেকে প্রেসিডেন্ট রোভার স্কাউট এওয়ার্ড লাভ করে। ১৯৯৫ সালে জাতীয় স্কেটিং-এ কলেজের ছাত্র দেলোয়ার হোসেন চ্যাম্পিয়ন হয়। ১৯৯৬ সালে এ কলেজ জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ কলেজ নির্বাচিত হয়।
৯। **নিয়ম শৃঙ্খলা :** এ কলেজে ধূমপান ও রাজনীতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। প্রথম ক্লাস শুরুর পর কলেজে কোন ছাত্র প্রবেশ করতে পারে না এবং সমস্ত ক্লাস শেষ না হওয়া পর্যন্ত কলেজ ত্যাগ করা যায় না।
১০। **পরিচালনা পরিষদ ঃ** ১৬ সদস্য বিশিষ্ট।
১১। **ভৌত ও অবকাঠামো :** ১১ তলা একাডেমিক ভবনের ৭ তলা, ৮ তলা প্রশাসনিক ভবনের ৩য় তলা ও ১১ তলা ষ্টাফ কোয়ার্টারের ৪র্থ তলার নির্মাণ কাজ চলছে। ২০ তলা বিশ্ববিদ্যালয় ভবনের পাইলিং সমাপ্তির পথে।

ঢাকা কমার্স কলেজে আগত অতিথিবৃন্দ

ঢাকা কমার্স কলেজে সমাজের বরেণ্য ব্যক্তি, শিক্ষাবিদ, শিক্ষানুরাগীসহ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সমাগম ঘটেছে বহুবার। এ যাবৎ কলেজে আগত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে রয়েছেন সাবেক শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ এ. কিউ. এম. বদরুদ্দোজা চৌধুরী ও শিক্ষামন্ত্রী ব্যারিস্টার জমির উদ্দিন সরকার, পূর্তমন্ত্রী ব্যারিস্টার রফিকুল ইসলাম মিয়া, সাবেক শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী অধ্যক্ষ মোহাম্মদ ইউনুছ খান, ক্রীড়া ও যুব উন্নয়ন মন্ত্রী জনাব সাদেক হোসেন, সাবেক শিক্ষা সচিব জনাব আ. ন. ম. ইউসুফ, সাবেক শিক্ষাসচিব জনাব সফিউল আলম, সাবেক শিক্ষা মহাপরিচালক প্রফেসর আব্দুর রশীদ চৌধুরী, শিক্ষা মহাপরিচালক প্রফেসর মোহাম্মদ ইউনুস মিয়া, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি ডঃ মনিরুজ্জামান মিঞা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক প্রো-ভিসি ডঃ ওয়াকিল আহম্মদ, হিসাব বিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর ডঃ হাবিবুল্লাহ, ব্যবস্থাপনা বিভাগের প্রফেসর ডঃ খন্দকার বজলুল হক, প্রফেসর এ.এ.এম. বাকের, প্রফেসর মইনুল হোসেন, ব্যারিষ্টার মইনুল হোসেন, ইতিহাস বিভাগের প্রফেসর ডঃ আনোয়ার হোসেন, কুমিল্লা বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান প্রফেসর শাফায়াত আহমেদ সিদ্দিকী, ব্যাংকার জনাব লুৎফর রহমান সরকার, কথাশিল্পী ডঃ হুমায়ূন আহমেদ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর মোহাম্মদ আব্দুল বারী, ইসলামিক উন্নয়ন ব্যাংক এর প্রতিনিধি মিঃ হাসান জেং, সাবেক শিক্ষা সচিব জনাব ইরশাদুল হক, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব এ. এস. এম. শাহজাহান, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডীন প্রফেসর আবু মোহাম্মদ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের শিক্ষক প্রফেসর সদরুদ্দিন আহমেদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শিক্ষক প্রফেসর ডঃ রফিক উল্লাহ খান, ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর ময়েজ উদ্দীন আহমেদ, ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের কলেজ পরিদর্শক প্রফেসর মোঃ আজহার আলী, ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ আব্দুস সাত্তার, উপাধ্যক্ষ প্রফেসর হোসনেয়ারা আক্তার, হিসাব বিজ্ঞান বিভাগের প্রধান প্রফেসর মাহফুজুর রহমান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেটিং বিভাগের প্রফেসর আঃ কুদ্দুস, ফিন্যান্স বিভাগের প্রফেসর ডঃ এ. এইচ. এম. হাবিবুর রহমান ও ব্যবস্থাপনা বিভাগের প্রফেসর মোহাম্মদ আলী মিয়া প্রমুখ।

ঢাকা কমার্স কলেজ পরিচালনা পরিষদ

সভাপতি

১। প্রফেসর ডঃ শহীদ উদ্দীন আহমেদ
উপ-উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সদস্য

২। প্রফেসর মোঃ আলী আজম
উপদেষ্টা, ইউনিসেফ ও
সাবেক চেয়ারম্যান, এন.সি.টি.বি

৩। জনাব এম. এ. খালেক, পি. এস. সি.
অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক

৪। জনাব মোঃ সামসুল হুদা, এফ. সি. এ.
পরিচালক (অর্থ)
নবাব আবদুল মালেক জুট মিলস্ লিঃ

৫। জনাব এ. বি. এম. আবুল কাশেম
উপ-সচিব
বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

৬। জনাব আহমেদ হোসেন
ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর
নবাব আবদুল মালেক জুট মিলস্ লিঃ

৭। জনাব বদরুল আহসান এফ. সি. এ.
সাবেক প্রেসিডেন্ট
ইন্সটিটিউট অব চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস্

৮। জনাব খন্দকার শাহ্ আলম
কর্মকর্তা, বাংলাদেশ রেলওয়ে

৯। অধ্যাপক শহীদুল হক
কর্মকর্তা, এন. সি. টি. বি.

১০। জনাব মোঃ মহিব উল্যা
কর্মকর্তা, বি. আই. এস. এফ.

১১। ডাঃ আবদুর রহমান, এম.বি. বি. এস.
প্রাইভেট প্র্যাকটিশনার

শিক্ষক প্রতিনিধি

১২। জনাব মোঃ রোমজান আলী
বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ

১৩। মোঃ জাহিদ হোসেন সিকদার
চেয়ারম্যান, মার্কেটিং বিভাগ

১৪। মোঃ আবু তালেব
বিভাগীয় প্রধান, সেক্রেটারীয়েল সায়েন্স বিভাগ

১৫। মোঃ ওয়ালী উল্লাহ
প্রভাষক, অর্থনীতি বিভাগ

অধ্যক্ষ/সদস্য সচিব

১৬। প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী

ঢাকা কমার্স কলেজ শিক্ষকবৃন্দ

ব্যবস্থাপনা বিভাগ

১। প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী, অধ্যক্ষ
২। মোঃ শফিকুল ইসলাম
৩। শেখ বশির আহমেদ
৪। বদিউল আলম
৫। মোঃ নূরুল আলম ভূঁইয়া
৬। সৈয়দ আবদুর রব
৭। মোঃ শরিফুল ইসলাম
৮। মোছাঃ হাসনা হেনা
৯। মোঃ ইসমাইল কাজী
১০। এস. এম. আলী আজম
১১। শাহানা ইয়াসমিন

মার্কেটিং বিভাগ

১। মোঃ জাহিদ হোসেন সিকদার
২। মোঃ কামরুজ্জামান আকন
৩। মোঃ আবদুস সাত্তার
৪। দেওয়ান জোবাইদা নাসীরন

অর্থনীতি বিভাগ

১। রওনাক আরা বেগম
২। মোঃ ওয়ালী উল্যাহ্
৩। আবু আবদুল্লাহ

বাংলা বিভাগ

১। মোঃ রোমজান আলী
২। মোঃ সাইদুর রহমান মিঞা
৩। মোঃ হাসানুর রশীদ
৪। নাঈম মোজাম্মেল
৫। মোঃ সিরাজুল ইসলাম

ভূগোল বিভাগ

১। মোঃ বাহার উল্যা ভূঁইয়া
২। মাওসুফা ফেরদৌসী

শর্টহ্যান্ড এণ্ড টাইপরাইটিং

১। মোঃ আবু তালেব
২। মোঃ ইউনুছ হাওলাদার

গণসংযোগ কর্মকর্তা

১। মোহাম্মদ সরওয়ার

হিসাববিজ্ঞান বিভাগ

১। প্রফেসর মোঃ মুতিয়ুর রহমান, উপাধ্যক্ষ
২। অধ্যাপক মোঃ সামসুল হুদা এফ.সি.এ. (অনা)
৩। অধ্যাপক বদরুল আহসান এফ.সি.এ (অনা)
৪। মোঃ আবদুছ ছাত্তার মজুমদার
৫। মোঃ নুর হোসেন
৬। মোঃ জাহাঙ্গীর আলম শেখ
৭। মোঃ আমিনুল ইসলাম
৮। মোঃ মঈন উদ্দীন
৯। মোঃ হারুন-অর-রশীদ
১০। মোশতাক আহমেদ
১১। মোঃ নুরুল আলম
১২। সাজনিন আহমদ
১৩। মোঃ আফজালুর রশিদ

ফিন্যান্স বিভাগ

১। মোঃ নুর হোসেন
২। মোঃ আক্তার হোসেন
৩। সৈয়দা তপা হাশেমী
৪। মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান

পরিসংখ্যান বিভাগ

১। মোহাম্মদ ইলিয়াছ
২। মোঃ শামীমূল হক

ইংরেজী বিভাগ

১। মোঃ আব্দুল কাইয়ুম
২। সাদিক মোহাম্মদ সেলিম
৩। মোঃ শাহাদাৎ হোসেন
৪। মোঃ মহসিন আলী
৫। মোঃ মঈন উদ্দীন আহমেদ
৬। শামীম আহ্সান
৭। মোঃ জাকির হোসেন মজুমদার

কম্পিউটার বিজ্ঞান বিভাগ

১। মোঃ আবদুর রহমান

লাইব্রেরীয়ান

১। এইচ. এম. গোলাম কবীর

এইচ. এস. সি. পরীক্ষার ফলাফল *প্রথম পৃষ্ঠার পর*

শিক্ষকদের প্রতিক্রিয়া

১৭ই অক্টোবর '৯৬ তারিখে ফলাফল প্রকাশের পর কলেজের বিভিন্ন বিভাগ ও কক্ষ থেকে শিক্ষকগণ অধ্যক্ষের কক্ষে এসে তাঁর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। অধ্যক্ষ শিক্ষকদেরকে ধন্যবাদ জানান। এ সময় অধ্যক্ষ কক্ষে এক অভূতপূর্ব আনন্দ দৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। কেউ কেউ আনন্দে কেঁদে ফেলেন।

বাণিজ্য বিভাগে ঢাকা বোর্ড ও ঢাকা কমার্স কলেজ-এর এইচ. এস. সি পরীক্ষা '৯৬-এর ফলাফলের তুলনা

বিষয়	ঢাকা বোর্ড	ঢাকা কমার্স কলেজ
মোট পরীক্ষার্থী	৩৯০৩২ জন	৬৯৬ জন
১ম বিভাগে উত্তীর্ণ	২৪৬৫ ,,	৪৭০ ,,
২য় বিভাগে উত্তীর্ণ	৬২৯৪ ,,	১৫১ ,,
৩য় বিভাগে উত্তীর্ণ	১৪১৭ ,,	— ,,
মোট পাশ	১০১৭৬ ,,	৬২১ ,,
স্টার প্রাপ্ত	৪৩ ,,	২৮ ,,
মেধা তালিকায় (সম্মিলিত)	৩৪ ,,	১১ ,,
মেধা তালিকায় (মেয়ে)	১২ ,,	০৪ ,,
পাশের হার	৩০.৫০%	৮৯.২২%

ফলাফল প্রকাশের দিন শেষ বিকেলে সবার প্রিয় সোবহান ফুল নিয়ে কলেজে আসে এবং সোবহান অধ্যক্ষকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান। অধ্যক্ষ সোবহানকে ধরে আনন্দে কেঁদে ফেলেন।

মিষ্টি বিতরণ

'৯৬-এর এইচ. এস. সি. পরীক্ষার সাফল্যে ঢাকা কমার্স কলেজে বেশ কয়েকদফা মিষ্টি বিতরণ করা হয়। ফলাফল ঘোষণার দিন শিক্ষক, সাংবাদিক ও আগত অতিথি এবং মেধাবী ছাত্রদের মাঝে মিষ্টি বিতরণ করা হয়। পরবর্তীতে ১৯ অক্টোবর শনিবার কলেজের সকল ছাত্র ছাত্রীকে মিষ্টিমুখ করা হয়। ২০ অক্টোবর শিক্ষক ও কর্মচারীদের বাসায় মিষ্টি প্রেরণ করা হয়।

অধ্যক্ষের আমন্ত্রনে ডিনার

১৯শে অক্টোবর কলেজ অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী ফারুকী কলেজের সকল শিক্ষক এবং দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্র আবদুস সোহ্‌হানকে এক ডিনার পার্টিতে আমন্ত্রন করেন। মিরপুর রোডের মিং হাউজ চাইনিজ রেষ্টুরেন্টের এই সান্ধ্য ভোজনে বক্তৃতাকালে উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মুতিয়ুর রহমান বলেন, "সোবহান আমাদের গর্ব, সোবহানের উপলক্ষেই আমাদের অধ্যক্ষ স্যার আজ বিশাল আয়োজন করেছেন। সোবহানের কৃতিত্বে আমরা সবাই খুশী।'

কৃতি ছাত্র জাহাঙ্গীরের পিতার আমন্ত্রনে ডিনার

কলেজ ছাত্র মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন মিলু এবার মেধা তালিকায় ১১ তম স্থান লাভ করে। তার পিতা জনাব মোঃ আলতাফ হোসেন কলেজের সকল শিক্ষককে ২৫শে অক্টোবর রাতে মহাখালিস্থ হোটেল জাকারিয়া ইন্টারন্যাশনালে এক ডিনারে আমন্ত্রণ করেন। এ অনুষ্ঠানে জাহাঙ্গীরের সাথে তার কৃতি বন্ধুরাও ছিল। জাহাঙ্গীরের ফলাফলে সন্তুষ্ট হয়ে তার পিতা শিক্ষকদের আমন্ত্রণ করেন তার এ নিজস্ব হোটেলে। ডিনারের পূর্বে অধ্যক্ষ জাহাঙ্গীরকে ফুলের শুভেচ্ছা প্রদান করেন।

শিক্ষক পরিষদের পক্ষ থেকে ভোজ

এইচ. এস. সি পরীক্ষা '৯৬-এ কলেজের সাফল্যে পরিচালনা পর্ষদ থেকে শিক্ষকদের ইনসেনটিভ বোনাস ঘোষণায় শিক্ষক পরিষদ অধ্যক্ষ ও জিবি সদস্যদের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে গত ৩১ শে অক্টোবর সাংহাই চাইনিজ রেস্টুরেন্ট-এ এক ডিনার পার্টির আয়োজন করে।

ভোজনে অধ্যক্ষ কাজী ফারুকী, মিসেস ফারুকী, উপাধ্যক্ষ মুতিয়ুর রহমান, মিসেস রহমান সহ সকল শিক্ষক অংশগ্রহণ করেন। ভোজের পূর্বে অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, মিসেস ফারুকী ও অধ্যাপক রোমজান আলী সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন এবং তারা প্রত্যেকেই বলেন এ রজনী তাদের জন্য এক আনন্দের ও স্মরণীয় রাত্রি হয়ে থাকবে। শিক্ষক পরিষদের পক্ষ থেকে উপাধ্যক্ষ অধ্যক্ষকে এবং মিসেস রহমান মিসেস ফারুকীকে ফুলের শুভেচ্ছা দেন।

শিক্ষা মন্ত্রীর সাথে কৃতী ছাত্র সোবহানের সাক্ষাত

গত ২৭ শে অক্টোবর ঢাকা কমার্স কলেজের দরিদ্র মেধাবী ছাত্র মোঃ আবদুস সোবহান সচিবালয়ে শিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী এ. এস. এইচ. কে সাদেক-এর সাথে সাক্ষাত করে। কলেজ অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী ফারুকী মন্ত্রীর পত্র পেয়ে সোবহানকে নিয়ে মন্ত্রীর সাথে সাক্ষাত করেন। এ সময়ে তাদের সাথে ঢাকা কমার্স কলেজ দর্পণ-এর সম্পাদক জনাব এস এম আলী আজম এবং এ পত্রিকার বার্তা সম্পাদক জনাব মোহাম্মদ সরওয়ার উপস্থিত ছিলেন। প্রতিভাবান সোবহান দারিদ্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে চলতি সালের এইচ এস সি পরীক্ষায় ঢাকা বোর্ডে বাণিজ্য বিভাগে প্রথম হয়। সংবাদপত্র থেকে এ খবর জানতে পেরে শিক্ষামন্ত্রী এ এস এইচ কে সাদেক সোবহানের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য অধ্যক্ষ কাজী ফারুকীকে পত্র লেখেন।

শিক্ষামন্ত্রী সকাশে কৃতী ছাত্র আবদুস সোবহান

শিক্ষামন্ত্রী এ এস এইচ কে সাদেক বলেন, দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের মেধার বিকাশে তাহাদের লেখাপড়ার সুযোগ সৃষ্টি করিতে সরকার সম্ভব সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করিতেছে। গতকাল তিনি তাঁহার দফতরে চলতি সালে ঢাকা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত এইচ এস সি পরীক্ষায় বাণিজ্য বিভাগে প্রথম স্থান অধিকারী দরিদ্র ছাত্র মো: আবদুস সোবহানের সাথে কথা বলিতেছিলেন। **ইত্তেফাক ২৮/১০/৯৬**

উল্লেখ্য, পত্র-পত্রিকায় দারিদ্র্য পীড়িত পরিবারের করুণ অবস্থার কথা হইতে এইচ এস সি পরীক্ষায় আবদুল সোবহানের এই ধরনের সাফল্যের উচ্চ প্রশংসা করা হইয়াছে। ঢাকা কমার্স কলেজের অধ্যক্ষ কাজী ফারুকীর সার্বিক সহযোগিতায় আবদুল সোবহান এইচ এস সি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ পায়। মন্ত্রী তাহার লেখাপড়ার সরকারের পক্ষ হইতে সম্ভব সকল সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

—তথ্য বিবরণী

সাক্ষাৎকালে মন্ত্রী প্রথমেই সোবহানকে অভিনন্দন জানিয়ে জানতে চাইলেন তার এ ভাল ফলাফল কিভাবে সম্ভব হয়েছে। সোবহান বলল, আমি নিয়মিত ক্লাস লেকচার ফলো করে কয়েকটি পাঠ্য বই মিলিয়ে নোট করে অধ্যক্ষ স্যার সহ অন্যান্য স্যারদের দেখাতাম এবং স্যারদের আন্তরিকতা আমাকে ভাল ফলাফলে সহায়তা করেছে। সোবহান কোন কোচিং-এ যেত না। তার কোন প্রাইভেট টিউটরও ছিল না জেনে মন্ত্রী অত্যন্ত খুশী হন। মন্ত্রী সোবহানকে বলেন, "তোমার যখন দরকার তখনই আমার সাথে মন্ত্রণালয় বা বাসায় দেখা করবে, আমি তোমাকে যথাসম্ভব সাহায্য করব।"

পরে মন্ত্রী অধ্যক্ষ ফারুকী থেকে ঢাকা কমার্স কলেজের শিক্ষাদান পদ্ধতি ও অবকাঠামোগত অবস্থা জেনে আশ্চার্যান্বিত হয়ে বলেন, সম্পূর্ণ বেসরকারী উদ্যোগেও এত কিছু করা সম্ভব! দীর্ঘক্ষণ আন্তরিকতার সাথে কথা বলে তিনি অধ্যক্ষকে বলেন, আমি অপনার কলেজে যেতে পারলে খুশি হব। অধ্যক্ষ বলেন, 'আপনি কলেজে আসলে আমরাও ধন্য হব। আমরা আপনাদের বা সরকারের কাছে কোনরূপ আর্থিক সাহায্য চাই না, তবে আপনাদের দোয়া পেলে আমরা ইনশাআল্লাহ আরো ভাল করব।'

পরে তারা শিক্ষা সচিব আবদুল্লাহ হারুন পাশা, উপসচিব মোঃ মোসলেম আলী, সিনিয়র সহকারী সচিব এস. এম. এবাদুর রহমান এবং বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন উপ-সচিব এ. বি. এম. আবুল কাশেম এর সাথে সাক্ষাত করেন।

বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস

সম্পাদকের আমন্ত্রণে কৃতী ছাত্র সোবহান

গত ২৯ শে অক্টোবর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস সম্পাদক এম. হেলালের আমন্ত্রণে তাঁর কার্যালয়ে ঢাকা কমার্স কলেজের কৃতী ছাত্র মোঃ আবদুস সোবহান উপস্থিত হয়। এ সময়ে ঢাকা কমার্স কলেজ দর্পণ সম্পাদক জনাব এস এম আলী আজম ও বার্তা সম্পাদক জনাব মোহাম্মদ সরওয়ার উপস্থিত ছিলেন। জনাব হেলাল বলেন, আমি সোবহানের মত অনেক কষ্ট ও পরিশ্রম করে লেখা-পড়া করেছি। তিনি সোবহানকে 'শত মনীষীর কথা' নামক গ্রন্থ উপহার দিয়ে বলেন, আমি চাই তুমি এদের একজন বা এরও চেয়ে বড় মাপের এক মনীষী হও। দীর্ঘক্ষণ আন্তরিকতার সঙ্গে কথা বলে তিনি সোবহানের ফলাফলে সন্তুষ্টি প্রকাশ করে উপস্থিত সকলকে মিষ্টি বিতরণ করেন।

বোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয়ের চূড়ান্ত পরীক্ষায় ঢাকা কমার্স কলেজের ফলাফল

শ্রেণী	পরীক্ষার সন	পরীক্ষার্থী	প্রথম বিভাগ	দ্বিতীয় বিভাগ	তৃতীয় বিভাগ	পাশের হার	মেধা তালিকায় স্থান	ষ্টার
HSC	১৯৯১	৬১	৪৩	১৬	০২	১০০%	২য় ও ১৫তম = ২জন	০৪
	১৯৯২	৫৬	৪০	১৩	০৩	১০০%	১ম ও ১৬তম = ২জন	০২
	১৯৯৩	২৪৭	১৬৯	৬২	০৭	৯৭%	২, ৮, ১১, ১৪ ও ১৬ = ৫জন	১৪
	১৯৯৪	৫০৮	৩৬৬	১০৮	—	৯৩%	১ম, ৫ম, ১৪তম ও ১৬তম = ৪ জন	৩০
	১৯৯৫	৫০৮	৪৪৪	৫৬	—	৯৮%	১,৩,১০(২),১২,১৩(২),১৪,১৬,১৯ = ১০	৪৭
	১৯৯৬	৬৯৬	৪৭০	১৫১	—	৯০%	সম্মিলিত ঃ ১,৭,৮,১০,১১,১৪,১৫,১৭ ১৮, (২), ১৯; মেয়ে ঃ সম্মিলিত ২ জন ছাড়াও ৯ম ও ১০ম = ১৩ জন	২৮
BCom	১৯৯১	১৬	—	০৪	০৪	৫০%	—	—
	১৯৯২	৪৮	—	২৯	১৯	১০০%	বিশ্ববিদ্যালয়ে কেউ ১ম বিভাগ পায়নি	—
	১৯৯৩	৪৩	০১	৩৪	০৬	৯৬%	৬ষ্ঠ = ১ জন	—
	১৯৯৪	৩৯	০৩	৩৪	০২	১০০%	২য়, ৬ষ্ঠ, ও ৭ম = ৩ জন	—
	১৯৯৫	৩২	—	২১	০৯	৯৪%	—	—
	১৯৯৬	২৯	৯ নভেম্বর থেকে পরীক্ষা শুরু					

প্রবন্ধ

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা

প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী
অধ্যক্ষ, ঢাকা কমার্স কলেজ

যে জাতি শিক্ষালাভে বঞ্চিত হয়, সে জাতি কেবল শিক্ষা-দীক্ষায়ই নয় অর্থনৈতিকভাবেও হয় পশ্চাৎপদ এবং পরনির্ভর। কারণ শিক্ষা মানুষকে পথ দেখায় স্বনির্ভরতার ও অর্থনৈতিক উন্নতির, শিল্প স্থাপনে এবং দেশের কল্যাণে ব্রতী হতে।

বাংলাদেশ একটি স্বাধীন দেশ। কেবল তাই নয়, অতীত ইতিহাস হতে জানা যায়, সুদূর অতীত কাল হতেই অর্থনৈতিক স্বাবলম্বীতার কারণেই নয়, জাতিগত ভাবেই এ অঞ্চলের মানুষের প্রকৃতি ছিল স্বাধীন মনোভাবাপন্ন।

তাই বিভিন্ন সময়ে বিদেশীদের লুণ্ঠনে চিরস্বাধীন বাঙালী জাতি সহায় সম্পদ হারালেও নিজেদের স্বকীয়তা ও কৃষ্টিচ্যুত হয়নি কখনও। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে এসে বিদেশী অপসংস্কৃতি, উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং আশেপাশের দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি, এদেশের মানুষের মন ও মানসিকতার পরিবর্তন ঘটিয়েছে ব্যাপকভাবে। কেবল তা-ই নয়, দেশের কূপমণ্ডুক লোভী রাজনীতিবিদদের অযোগ্যতার করুণ শিকারে পরিণত হয়েছে এদেশের নিরীহ মানুষগুলো। তাছাড়া যৎসামান্য সংখ্যক শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর সুবিধাবাদী মনোভাবও জনগণকে আরো হতদরিদ্র এবং অশিক্ষিত থাকতে বাধ্য করেছে। ফলশ্রুতিতে জনসংখ্যা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেলেও শিক্ষার হার সে পরিমাণে মোটেই বৃদ্ধি পায়নি।

সবচাইতে আশ্চর্যের বিষয় হলো দেশের শিক্ষা সম্প্রসারনের জন্য কোন প্রকার উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ বা পরিকল্পনা আজও তৈরী হয়নি। অথচ দেশের জনগণকে সম্পদে পরিণত করার জন্য সর্বপ্রথম ও প্রধান শর্তই হলো পরিকল্পিত উপায়ে শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা। যা করা হয়েছে আমাদের আশেপাশের দেশ শ্রীলংকা, পাকিস্তান, ভারত, বার্মা, থাইল্যাণ্ড, মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুরে। একারণে এ দেশগুলোতে শিক্ষিতের হার বৃদ্ধির সাথে সাথে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিও দ্রুততর হয়েছে। বাংলাদেশ বিশ্বের অষ্টম জনসম্পদে সমৃদ্ধ দেশ। বাংলাদেশের এই জনসম্পদকে কাজে লাগিয়ে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটাতে হলে, সর্বপ্রথম প্রয়োজন একটি কার্যকর মানবসম্পদ পরিকল্পনা।

এই দুরূহ কাজটি সুচারুরূপে করতে হলে মানবসম্পদ পরিকল্পনার প্রধান শর্ত হিসেবে দেশের চাহিদাভিত্তিক একটি কার্যকর শিক্ষা পরিকল্পনা তৈরি করা একান্ত প্রয়োজন। তবে এই শিক্ষা পরিকল্পনাটি হতে হবে দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সামাজিক এবং অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে, বিদেশী কোন তন্ত্র-মন্ত্র বা ফরমুলার ভিত্তিতে নয়। কারণ আমাদের হতদরিদ্র আর্থসামাজিক অবস্থাকে উপেক্ষা করে অতীতে বহুবার উন্নত বিশ্বের শিক্ষা পরিকল্পনার চাকচিক্যময় কতিপয় উপাদান বেখাপ্পাভাবে এই দেশে চালু করার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। যা 'কাকের গায়ে ময়ূরের পুচ্ছ' লাগানোর মতই হাস্যকর হয়েছে। ফলে আমরা বার বার হয়েছি ব্যর্থ এবং অর্থনৈতিকভাবে হয়েছি ক্ষতিগ্রস্থ।

এ সমস্যাগুলো আমাদের নিজস্ব পরিমণ্ডল ও সুযোগ সুবিধার ভিত্তিতে সমাধানের জন্য শিক্ষার্থীকে তার মেধানুযায়ী মাধ্যমিক স্তরে নিজস্ব পছন্দমত শাখাভিত্তিক বিষয় নির্বাচনের সুযোগ দিতে হবে। দিতে হবে পড়ালেখার ন্যূনতম সুবিধা। তবেই শিক্ষা হবে জ্ঞানমুখী—সনদ বা চাকরীমুখী নয়। এখানে উল্লেখ্য যে, আমাদের দেশের উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে অধীত অধিকাংশ বিষয়ের সাথে মাধ্যমিক স্তরে অধীত জ্ঞানের কোন সম্পর্কই থাকে না। এটা কি জাতীয় মেধার অপচয় নয়? সুতরাং আমার প্রস্তাব হলো—মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা পরিকল্পনা অবশ্যই উচ্চমাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার সাথে সম্পর্ক রেখে প্রণয়ন করতে হবে। যা হবে দেশের চাহিদানুযায়ী প্রাপ্ত সুযোগ সুবিধার ভিত্তিতে। তবেই আমাদের দেশে দক্ষ জনশক্তি গড়ে উঠার সুযোগ সৃষ্টি হবে। এতে করে অর্থনৈতিক উন্নতিও গতি লাভ করবে।

বর্তমানে বিভিন্ন কারণে আমাদের শিক্ষাঙ্গনে অস্থিরতা বিরাজ করছে। এই জন্য ঢালাওভাবে আমরা শিক্ষার্থীদের ঘাড়ে দোষ চাপাচ্ছি। প্রকৃত ঘটনা কি তাই? নিশ্চয়ই না। আমি দীর্ঘ অভিজ্ঞতা হতে বলতে পারি, এই জন্য আমরা অভিভাবক, শিক্ষক, সমাজপতি এবং রাজনীতিবিদরাই দায়ী। কারণ তরুণ শিক্ষার্থীদেরকে আমরা দিতে পারিনি কোন কার্যকর ও পরিকল্পিত শিক্ষা ব্যবস্থা এবং শিক্ষাঙ্গনে অনুকূল শিক্ষার পরিবেশ। ফলশ্রুতিতে দিকভ্রষ্ট হচ্ছে আমাদের প্রাণপ্রিয় সন্তানেরা। এটা কি জাতি হিসাবে আমাদের ব্যর্থতা নয়?

বর্তমানে বিভিন্ন কারণে আমাদের শিক্ষাঙ্গনে অস্থিরতা বিরাজ করছে। এই জন্য ঢালাওভাবে আমরা শিক্ষার্থীদের ঘাড়ে দোষ চাপাচ্ছি। প্রকৃত ঘটনা কি তাই? নিশ্চয়ই না। আমি দীর্ঘ অভিজ্ঞতা হতে বলতে পারি, এই জন্য আমরা অভিভাবক, শিক্ষক, সমাজপতি এবং রাজনীতিবিদরাই দায়ী।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে আমি বলবো যে, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে হলে শিক্ষিতের হার অবশ্যই দ্রুত বৃদ্ধি করতে হবে। আর এই জন্য আমাদেরকে কালবিলম্ব না করে প্রাপ্ত সুযোগ সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে দেশের আর্থ সামাজিক চাহিদানুযায়ী কার্যকর একটি স্বল্পমেয়াদী ও একটি দীর্ঘময়েদী শিক্ষাপরিকল্পনা অবিলম্বে প্রণয়ন করতে হবে — শিক্ষার প্রাথমিক স্তর হতে উচ্চতর স্তর পর্যন্ত।

শিক্ষার হার দ্রুত বৃদ্ধি করে আর্থ সামাজিক উন্নয়ন সাধন করতে হলে শিক্ষার পরিবেশ উন্নতির সাথে সাথে পাঠ্যক্রমকেও দেশের চাহিদানুযায়ী যুগোপযোগী করা একান্ত দরকার। প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যক্রম এমনভাবে সাজাতে হবে যাতে করে শিক্ষার্থীগণের মধ্যে আদর্শ, জাতীয় এবং ধর্মীয় মূল্যবোধের উন্মেষ ঘটে। তাছাড়া পাঠ্যক্রমে কৃষি ও স্বাস্থ্য সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান অর্জনের সুযোগ থাকা উচিত। কারণ প্রাথমিক শিক্ষা লাভের পর প্রচুর সংখ্যক শিক্ষার্থী শিক্ষাঙ্গন ত্যাগ করে। পাঠ্যপুস্তকে এসকল বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকলে বাস্তবজীবনে তারা তা প্রয়োগ করার সুযোগ পাবে।

৬ষ্ঠ হতে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্যক্রমে অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়ের সাথে কৃষি, ক্রয়-বিক্রয়, স্বাস্থ্য, কাঠের কাজ, কুটির শিল্প ইত্যাদি বিষয় থাকা উচিত। নবম ও দশম শ্রেণীতে বর্তমানে প্রচলিত বিজ্ঞান ও মানবিক এ দু'টি ধারার পরিবর্তে মানবিক, বিজ্ঞান, বাণিজ্য, কৃষি, গার্হস্থ্য অর্থনীতি প্রভৃতি শাখাগুলো চালু করলে উচ্চমাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থীগণ নিজ নিজ পছন্দ অনুযায়ী জ্ঞান লাভ করতে পারবে। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে মেধা ভিত্তিক বিষয় পছন্দের সুযোগ থাকলে একদিকে মেধার বিকাশ সম্ভব হবে এবং অন্যদিকে শিক্ষার্থীরা অর্জিত জ্ঞান কর্মক্ষেত্রে কাজে লাগিয়ে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে পজেটিভ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। অধিকন্তু দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নের জন্য স্বল্পমেয়াদী কারিগরী, ভকেশনাল ও ট্রেড কোর্সের প্রবর্তন ব্যাপকভাবে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে হওয়া উচিত। এতে করে ব্যক্তি উন্নয়নের মাধ্যমে আঞ্চলিক উন্নয়ন তথা সমগ্র দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে।

এছাড়া আমাদের দেশে প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তন একান্ত প্রয়োজন। বর্তমান প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় বিভাগ/শ্রেণীর পরিবর্তে ক, খ, গ প্রভৃতি গ্রেড ভিত্তিতে মেধার মূল্যায়ন করা উচিত। এ পদক্ষেপগুলোর সাথে শিক্ষকগণ একাত্ম হয়ে নিয়মিত ক্লাশ নেয়া, পরীক্ষা গ্রহণ ও ফল প্রকাশে সহযোগিতা করলে অচিরেই বর্তমানে দেশের শিক্ষাঙ্গনে বিরাজমান জটিলতা ও অস্থিরতা দূরীভূত ও অপসারিত হবে। এ বিষয়ে অভিভাবক এবং রাজনীতিবিদদের আন্তরিক মনোযোগ ও সহযোগিতা দেশের শিক্ষা বিস্তারে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদেরকে ব্যাপকভাবে উৎসাহিত করবে। মোটকথা, আমাদের দেশের শিক্ষাঙ্গনে বিরাজমান প্রতিকূল পরিবেশকে অনুকূল পরিবেশে পরিণত করে দ্রুত শিক্ষাবিস্তার করতে হলে অভিভাবক, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, রাজনীতিবিদ ও প্রশাসনের দায়িত্বে নিয়োজিত সকলের ঐক্যমত ও আন্তরিক সহযোগিতা অপরিহার্য। কারণ সকলের সমন্বিত প্রচেষ্টা ও সহযোগিতা ছাড়া কার্যকর শিক্ষা পরিকল্পনা তৈরী ও বাস্তবায়ন আদৌ সম্ভব নয়।

প্রশংসা করতে না চাইলে চুপ করে থেক, কিন্তু নিন্দা করো না

– লর্ড জ্যাকি

রচনা

অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত ও বাংলাদেশ

আমানত বিন হাশেম মিথুন
ব্যবস্থাপনা, সম্মান, ২য় বর্ষ, রোল ঃ এম ২৩

বর্তমান বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশ তাদের নিজেদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জোর প্রচেষ্টায় লিপ্ত। বাংলাদেশেও এই ধারাটির ব্যতিক্রম ঘটেনি। কিন্তু অর্থনৈতিক উন্নয়নের জোর প্রচেষ্টার পর অর্থনৈতিক উন্নয়নের সংজ্ঞা অনুযায়ী বাংলাদেশ কি অর্থনৈতিক উন্নয়ন করতে পারছে? অপর দিকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত অনুযায়ী বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভবিষ্যতই বা কি? এই প্রশ্ন আমাদের মনে আসাটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। আর এই প্রশ্নের উত্তর দেয়ার উদ্দেশ্যেই প্রবন্ধটি লেখা হয়েছে।

কোন দেশের জনগণের মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি হল সে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন। বিখ্যাত অধ্যাপক মায়ার ও বল্ড উইনের মতে অর্থনৈতিক উন্নয়ন হল একটি প্রক্রিয়া যা দ্বারা অর্থনীতির প্রকৃত জাতীয় আয় দীর্ঘকাল ধরে বৃদ্ধি পেতে থাকে। মতামতটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিম্নোক্ত তিনটি বিষয়ের সাথে জড়িত।

(১) পদ্ধতি ঃ এক্ষেত্রে পদ্ধতি বলতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য একটা পদ্ধতির নির্দেশ করে যা নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক শক্তির কার্যকলাপের সাথে জড়িত।
(২) প্রকৃত জাতীয় আয় বৃদ্ধি ঃ এটা দ্বারা দেশের মোট উৎপাদনের পরিমাণকে বুঝানো হয়েছে।
(৩) সুদীর্ঘ সময়ের পরিব্যপ্তি ঃ এটি দ্বারা ২৫ বছর পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে জাতীয় আয় বৃদ্ধিকে বুঝানো হয়েছে।

পরিশেষে বলা যায় যে, উপরোক্ত বিষয়গুলোর সমন্বয়কে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলে।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত

কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন কতগুলো উপাদানের উপর নির্ভরশীল। এই উপাদানগুলো অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করে বলে এগুলোকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত বলা হয়। এই পূর্বশর্তগুলো নিম্নরূপ ঃ

(১) প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্যতা (২) দক্ষ জনশক্তির উপস্থিতি (৩) পুঁজি গঠনের সুযোগ (৪) কারিগরি দক্ষতা অর্জন ও উৎপাদনে প্রয়োগ (৪) উদ্যোক্তার সৃষ্টি ও তাদের দক্ষতা (৬) শিক্ষিত জনগোষ্ঠী (৭) জনগণের আত্মপ্রত্যয়ী দৃষ্টিভঙ্গী (৮) সুদৃঢ় অর্থনৈতিক কাঠামো (৯) রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা (১০) কুসংস্কার মুক্ত সমাজ (১১) পর্যাপ্ত বিনিয়োগ ইত্যাদি।

বাংলাদেশ ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভ করার পর হতে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত ২৫ বছর অতিক্রান্ত করেছে। কিন্তু নির্দিষ্ট পদ্ধতির মাধ্যমে জাতীর প্রকৃত আয়ের তেমন বৃদ্ধি করতে পারেনি। তাই মায়ার ও বল্ডউইনের সংজ্ঞানুযায়ী বাংলদেশ অর্থনৈতিক দিক দিয়ে তেমন উন্নতি লাভ করতে পারেনি।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশে বিদ্যমান পূর্বশর্ত

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য দুটি পূর্বশর্ত বিদ্যমান। তাহলো (ক) প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদের উপস্থিত ও (খ) সহজলভ্য শ্রম। কিন্তু এই দুটি পূর্বশর্ত দিয়ে বাংলাদেশ তেমন উন্নতি লাভ করতে পারবে না বলে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম্ভাবনা উজ্জ্বল নয়।

সুপারিশ

যেহেতু দুটি পূর্বশর্ত দ্বারা বাংলাদেশ অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব হচ্ছে না বলে মনে হচ্ছে। তাই অনুপস্থিতি পূর্বশর্ত পূরনের জন্য নিম্নোক্ত সুপারিশগুলো পদক্ষেপ হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে—

(১) দক্ষ জনশক্তি গঠনের জন্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র তৈরী ও বেকার জনসমষ্টিকে কারিগরি জ্ঞান দানের মাধ্যমে জন সমস্যাকে জনসম্পদে রূপান্তর করতে হবে।
(২) পুঁজি সংগঠকদের পুঁজি গঠনে বিভিন্ন সুবিধা দিতে হবে যাতে তারা সহজে পুঁজি গঠন করতে পারে। এজন্য সরকারের সুদৃষ্টি জরুরী দরকার।
(৩) জনগণকে শিক্ষিত করে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
(৪) উদ্যোক্তা সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন উদ্যোক্তা প্রেষণামূলক কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে।
(৫) অর্থনৈতিক কাঠামোর দ্রুত সংস্কার ও গঠন করা দরকার।
(৬) রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আনার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ।
(৭) অবকাঠামোগত উন্নয়ন করতে হবে।
(৮) জনগণকে আত্মপ্রত্যয়ী করে তুলতে হবে।

বাংলাদেশের উপরোক্ত চিত্রটি বিবেচনা করে যে কোন অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মসূচী প্রণয়ন করলে তা অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

বিদেশে শিক্ষা

জাপানে উচ্চ শিক্ষা

জাপানী ভাষা ছাড়া জাপানে উচ্চ শিক্ষার কোন সুযোগ নেই। বিশেষ করে আন্ডার গ্রাজুয়েট কোর্সে পড়তে চাইলে অবশ্যই জাপানী ভাষায় পড়াশুনা করতে হবে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে মাষ্টার্স বা ডক্টরেট কোর্সে ইংরেজীতে পড়াশুনা করা সম্ভব। বাংলাদেশ থেকে আন্ডার গ্রাজুয়েট ও পোষ্ট গ্রাজুয়েট উভয় কোর্সের জন্য জাপানে যাওয়া যায়। আন্ডার গ্রাজুয়েট কোর্সে যারা পড়তে চান তাদের প্রাথমিক যোগ্যতা হল এইচ. এস. সি. পাশ হতে হবে। জাপান যেতে হলে আপনি প্রয়োজনীয় পরামর্শ পেতে পারেন বাংলাদেশস্থ জাপানী দূতাবাসের শিক্ষা বিষয়ক উপদেষ্টার কাছ থেকে।

জাপানে আন্ডার গ্রাজুয়েট ও পোষ্ট গ্রাজুয়েট কোর্সে দু'ভাবে যাওয়া যায়। (১) বৃত্তি নিয়ে (২) ব্যক্তিগত খরচে। জাপানে জীবন যাত্রা বা শিক্ষা অত্যন্ত ব্যয়বহুল। আর এখানে দু'ভাবে বৃত্তি নিয়ে যাওয়া যায়। জাপান সরকার প্রদত্ত ম'নবসু' বৃত্তি বা ব্যক্তিগতভাবে চেষ্টার মাধ্যমে বৃত্তি সংগ্রহ করা যায়। মনবসু বৃত্তির সংখ্যা খুব সীমিত। এ বৃত্তির জন্য বাংলাদেশের শিক্ষা মন্ত্রণালয় সাধারণত এপ্রিল থেকে জুলাই এর মধ্যে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে দরখাস্ত আহ্বান করে।

জাপানে শিক্ষা বৃত্তির প্রায় সবই বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের এবং রিসার্স ছাত্রদের জন্য। তবে আপনি ব্যক্তিগতভাবে জাপানের বিভিন্ন অধ্যাপকদের সাথে চিঠির মাধ্যমে যোগাযোগ করেও বৃত্তি সংগ্রহ করতে পারেন। আপনি যে বিষয়ে পড়তে চান সে বিষয়ের শিক্ষকদের সাথে যোগাযোগ করলে তারা আপনাকে ভর্তির ব্যাপারে এমনকি বৃত্তির ব্যাপারেও সাহায্য করতে পারেন এবং করেও থাকেন। জাপান দূতাবাসের ছাত্রবিষয়ক উপদেষ্টার কাছে আপনি জাপানের শিক্ষকদের নামের তালিকা পাবেন। তাঁর ঠিকানা—

Student Advisor, *Embassy of Japan, H-10, R-96, Gulshan.*

এছাড়াও বিদেশী শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ এবং সহায়তা প্রদান করার জন্য Association of International Education, Japan (AIEJ) নামে একটি সংস্থা রয়েছে। **AIEJ এর ঠিকানা**

4-5-29 KOMABA, MEGURO-KU, Tokyo 153, Japan.

জাপানের সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়

The University of Tokyo
7-3-1 Hongo, Bunkyo-ku
Tokyo 113, Japan.

Osaka University
1-1 Rokkodai-Cho
Nada Ku, Kobe-Shi
Hyogo 657, Japan.

Chiba University
1-33 Yayoi-Cho
Chiba-Shi
Chiba-260, Japan.

জাপানের প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়

Waseda University
1-6-1 Nishiwaseda
Shinjuku-KU
Tokyo-169, Japan.

Asia University
5-24-10 Sakai
Musashino-Shi
Tokyo-180, Japan.

Daito Bunka University
1-9-1 Takashimadaria
Itabashi-Ku, Tokyo-175, Japan

মনিরুজ্জামান টিপু

দর্পণ কার্টুন

লেখাপড়া

ভূগোলে ভালো করতে হলে

মোঃ বাহার উল্যা ভূঁইয়া
সহকারী অধ্যাপক, ভূগোল বিভাগ

বাণিজ্যিক ভূগোল একটি গতিশীল বিষয়। বছর বছর এর পরিসংখ্যান ছকের পরিবর্তন ঘটে। এ বিষয়ে ভালো নম্বর পেতে হলে সঠিক বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয় চিত্র এবং পরিসংখ্যান ছকও দিতে হবে।

শিক্ষার্থীদের কখনো কম প্রশ্ন পড়ে বা অসমাপ্ত উত্তর শিখে পরীক্ষার হলে যাওয়া ঠিক নয়। ছাত্র-ছাত্রীদের সমগ্র বই সম্পর্কে ভালো ধারণা থাকা দরকার।

১। বাণিজ্যিক ভূগোলে আশানুরূপ নম্বর পেতে হলে সঠিক বর্ণনার পাশাপাশি চিত্র, মানচিত্র এবং ছক সংযোজন করতে হবে। উপস্থাপন অবশ্যই প্রশ্নানুযায়ী হতে হবে।

২। প্রত্যেকটি চিত্র সঠিকভাবে এঁকে চারদিকে বক্স দিতে হবে। পরীক্ষার খাতায় প্রায়ই দেখা যায় ছাত্র-ছাত্রীরা চিত্রের চারদিকের বর্ডার দেয় না এবং সূচক দিতে ভুলে যায়। অবশ্য বাণিজ্যিক ভূগোলে চিত্রের জন্য নির্দিষ্ট কোনো নম্বর বরাদ্দ থাকে না। কিন্তু চিত্র সম্বলিত প্রশ্নোত্তরের জন্য অধিক কৃতিত্ব প্রদান করার স্পষ্ট নির্দেশ থাকে। চিত্র সঠিক হলে অধিক নম্বর পাওয়া যায়। তবে ভুল হলে কোনো নম্বর কাটা হয় না।

৩। সঠিক চিত্র অঙ্কনের জন্য বিশ্ব মানচিত্র এবং বিভিন্ন দেশের মানচিত্র সম্পর্কে একটা স্বচ্ছ ধারণা থাকতে হবে। এ ক্ষেত্রে ছাত্র ছাত্রীরা প্রথমে ছাপ দিয়ে, পরে দেখে দেখে এবং অবশেষে না দেখে চিত্র আঁকা শিখতে হবে। তবে নিয়মিত চিত্র আঁকা চর্চা করতে হবে।

৪। বড় প্রশ্নে সব বিষয় সন্নিবেশের পাশাপাশি চিত্র ও পরিসংখ্যান তালিকা যুক্ত করতে হবে।

৫। ছোট প্রশ্নে উত্তর প্রশ্নানুযায়ী সংক্ষিপ্ত করতে হবে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত লেখা বর্জন করতে হবে।

৬। শিক্ষার্থীরা প্রায়ই দেখা যায় পরীক্ষার প্রশ্নে যে যে বানান থাকে তাও ভুল করে। এটা কোনো অবস্থাতেই ক্ষমার যোগ্য নয়। তাছাড়া কোনো বানানই ভুল করা ঠিক নয়।

৭। প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তরে প্রাসঙ্গিক চিত্র অবশ্যই দিতে হবে।

৮। বাণিজ্যিক ভূগোলের প্রত্যেকটি বড় প্রশ্ন ২৫ মিনিট এবং ছোট প্রশ্নের উত্তর ৭ মিনিটের মধ্যে লিখে শেষ করতে হবে। এ বিষয়ে প্রায়ই দেখা যায় অনেক জানা জিনিসও সময়ের অভাবে পরীক্ষার্থীরা লিখে শেষ করতে পারে না।

ব্যক্তিত্ব

অধ্যাপক ডঃ শহীদ উদ্দীন আহমেদ

[এ বিভাগে ঢাকা কমার্স কলেজ শিক্ষক, অভিভাবক, পরিচালনা পরিষদের সদস্য এবং মেধাবী ছাত্র ছাত্রীদের সম্পর্কে আলোকপাত করা হবে। ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক, জিবি সদস্যসহ এ কলেজের বিরাট পরিবারের এক সদস্য অন্য সদস্যকে অনেকটাই জানা হয় না। ঢাকা কমার্স কলেজ পরিবারের সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাশোনা, পরিচিত হওয়া এবং সম্পর্ক উন্নয়নের লক্ষ্যেই এ বিভাগ। সংশ্লিষ্ট যে কেউ এ বিভাগে লিখতে পারেন। ঢাকা কমার্স কলেজ দর্পণ-এর শুরু সংখ্যায় এ কলেজ পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডঃ শহীদ উদ্দীন আহমেদ সম্পর্কে লেখা হল।]

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, শিক্ষক, শিক্ষা প্রশাসক অধ্যাপক ডঃ শহীদ উদ্দীন আহমেদ বর্তমানে ঢাকা কমার্স কলেজ পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য।

ডঃ শহীদ উদ্দীন আহমেদ ১৯৪৭ সালের ৩১শে জানুয়ারী ফেনী জেলার তৎকালীন ছাগলনাইয়া থানাস্থ দক্ষিণ আনন্দপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মরহুম আলহাজ্ব ছালেহ আহাম্মদ সাউদি এরাবিয়াতে বিদেশী সংস্থায় হিসাব কর্মকর্তা হিসেবে চাকুরী করতেন। মাতা নূরজাহান বেগম একজন সুশিক্ষিত, ধার্মিক ও অতিথি পরায়ন সুগৃহিনী, ৫ ভাই ৩ বোনের মধ্যে ডঃ শহীদ উদ্দীন আহমেদ জ্যেষ্ঠ। তার সহধর্মিনী জনাবা খোদেজা বেগম বর্তমানে ঢাকা সিটি কলেজের প্রভাষক। তাঁদের ১ ছেলে ও ২ মেয়ে।

জনাব আহমেদ ১৯৬৭ ও ১৯৬৮ সালে ব্যবস্থাপনায় সম্মান ও মাষ্টার্স ডিগ্রী অর্জন করেন। ১৯৮১ সালে লন্ডনের ব্রুনেল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি.এইচ.ডি ডিগ্রী অর্জন করেন। ডঃ আহমেদের শিক্ষকতা জীবন শুরু হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা বিভাগে লেকচারার হিসেবে যোগদানের মাধ্যমে। তিনি ১৯৭০ সালের জানুয়ারীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। উল্লেখ্য, ভারতের পাটিয়ালাস্থ পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে তিনি সেখানে ভিজিটিং ফেলো হিসাবে শিক্ষকতা করেছেন।

অধ্যাপনার পাশাপাশি তিনি বিভিন্ন প্রশাসনিক পদেও কাজ করেছেন নিষ্ঠার সাথে। ডঃ শহীদ উদ্দীন ব্যবস্থাপনা বিভাগের চেয়ারম্যান, সূর্যসেন হলের প্রভোষ্ট, গ্রন্থসংস্থার কোষাধ্যক্ষ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন সুনাম ও নিষ্ঠার সাথে। তিনি বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (প্রশাসন) এর গবেষণা একাডেমীর উপদেষ্টা কমিটির সদস্যও ছিলেন। তিনি গ্রীনল্যাণ্ডস এসোসিয়েশন ইংল্যাণ্ডের আজীবন সদস্য।

ডঃ শহীদ উদ্দীন বেশ কিছু গ্রন্থ লিখিছেন এবং পত্র পত্রিকায় তাঁর অনেক লেখা প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর লিখিত বইগুলোর অন্যতম হল বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন, ই জি সি কর্তৃক প্রকাশিত Introduction to Enterpreneurship, Enterpreneurship Development. তিনি দেশ বিদেশের বিভিন্ন সভা, সেমিনার-সিম্পোজিয়ামে যোগ দিয়েছেন। ১৯৭৯ সালে তিনি যুক্তরাজ্যের অক্সোনে ম্যানেজমেন্ট কলেজে এক সেমিনারে যোগ দেন।

তিনি বলেন, **আদর্শবাদ মেনে চললে এদেশ উপহার দিতে পারবে বিভিন্ন ক্ষেত্রের জন্য ভবিষ্যতের বুদ্ধিদীপ্ত পরিচালক ও রাষ্ট্রনায়ক।**

শব্দার্থ বনাম সংক্ষিপ্ত নাম

কোন কোন ইংরেজী শব্দ রয়েছে যেগুলো কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত নাম, বাংলায়ও যার সুন্দর অর্থ রয়েছে।

ইংরেজী শব্দ	শব্দের বাংলা অর্থ	যে সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের নাম	
		ইংরেজীতে	বাংলায়
WHO	কে	World Health Organisation	বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা
AIR	বাতাস	All India Radio	রেডিও ভারত
CARE	যত্ন নেয়া	Co-operative for American Relief Everywhere	আমেরিকান ত্রাণ সহযোগিতা
SALT	লবণ	Stratigic Arms Limitation Talks	কৌশলগত সামরিক অস্ত্র সিমীতকরণ চুক্তি
DIG	খনন করা	Deputy Inspector General	উপ মহাপরিদর্শক
EAT	খাওয়া	European Army treaty	ইউরোপীয় সামরিক চুক্তি
DO	করা	Demy official (Letter)	আধা প্রাতিষ্ঠানিক (পত্র)

এফবিসিসিআই নির্বাচন

আবদুল্লাহ হারুণ প্রেসিডেন্ট

গত ১৭ অক্টোবর অনুষ্ঠিত এফবিসিসিআই নির্বাচনে প্রখ্যাত চার্টার্ড একাউন্ট্যান্ট জনাব ইউসুফ আবদুল্লাহ হারুন ১৯৯৬-৯৮ সালের জন্য প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন। ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন এসোসিয়েশন গ্রুপের জনাব কাজী মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম। ফেডারেশনের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী এ নির্বাচনে চেম্বার গ্রুপ প্রেসিডেন্ট এবং এসোসিয়েশন গ্রুপ ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করার সুযোগ পায়।

এম. হারুন

অরাজনৈতিক ফোরাম এফবিসিসিআই'র নির্বাচন ছিল মূলত ব্যক্তিত্বের লড়াই। জনাব হারুন পেয়েছে ১৭১ ভোট এবং তাঁর একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী জনাব লতিফুর রহমান পেয়েছেন ৭০ ভোট। ১৯৯৪ সালে ব্যাপক প্রচার ও আলোড়ন সৃষ্টি করে এফবিসিসিআই প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন জনাব সালমান. এফ. রহমান। ১৮৭৩ সালে এফবিসিসিআই গঠিত হয়।

এফবিসিসিআই সংবিধান অনুযায়ী কার্যনির্বাহী পরিষদের চেম্বার গ্রুপ থেকে ১৫ জন এবং এসোসিয়েশন গ্রুপ থেকে ১৫ জন করে মোট ৩০ জন সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। জনাব আবদুল্লাহ হারুন পূর্ণ প্যানেলসহ জয়লাভ করে রেকর্ড সৃষ্টি করেছেন। ইসি সদস্য পদে এবারও এসোসিয়েশন গ্রুপের জনাব মোহাম্মদ আলী সর্বোচ্চ ভোট লাভ করেন।

বাটেক্সপো '৯৬

গত ৩ থেকে ৫ অক্টোবর বাংলাদেশ এ্যাপারেল এ্যান্ড টেক্সটাইল এক্সপোজিশন (বাটেক্সপো) '৯৬ অনুষ্ঠিত হয়। উদ্যোক্তা, আমদানীকারক ও রপ্তানিকারকদের বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে হোটেল সোনারগাঁও'র বলরুমের সুবিশাল চত্বর ও তার করিডোর জুড়ে দেশের সর্ববৃহৎ এ প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়।

বিজেএমইএ'র উদ্যোগে আয়োজিত এ মেলায় প্রায় ৪ শ' বিদেশী Buyer (ক্রেতা) অংশ নেন। ১৯৯০ সাল থেকে প্রতি বছর বাটেক্সপো অনুষ্ঠিত হচ্ছে। প্রদর্শনী থেকে প্রায় ৩ কোটি ১০ লাখ ডলারের তাৎক্ষণিক রপ্তানী অর্ডার পাওয়া গেছে। আগামী ৩ মাসের মধ্যে আরো ২০ কোটি ডলারের রপ্তানি অর্ডার পাওয়া যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

এবারের মেলার সবচেয়ে আকর্ষণীয় ও গুরত্বপূর্ণ দিক হল, অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিরোধী দলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া। বিজিএমইএ প্রেসিডেন্ট জনাব রেদোয়ান আহমেদ বলেন, দুই নেত্রীর ঐক্যতা ও উপস্থিতি বৈদেশিক বাণিজ্যে সহায়তা করবে।

ইউরোপীয় ফ্যাশন শো-তে আড়ং

দেশীয় বস্ত্রের ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের জন্য আড়ং সম্প্রতি সুইজারল্যাণ্ডের জুরিখ শহরে ইউরোপীয় ফ্যাশন শো-তে অংশগ্রহণ করেছে। আড়ং ব্র্যাক প্রতিষ্ঠিত একটি আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন উপহার বিপণি।

জাতীয় রপ্তানী ট্রফি বিতরণ

গত ১৩ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে ৬৯ জন কৃতি রপ্তানীকারকদের মধ্যে 'জাতীয় রপ্তানী ট্রফি' ও ১৯৯০-৯৩ সনদপত্র বিতরণ করেন। ট্রফি লাভকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে এক্সপোর্ট ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল, এ্যাপেক্স টেনারী, লকপুর ফিস প্রসেসিং, ইস্পাহানী লিঃ, কেডিএস গার্মেন্টস, কোর-দি জুট ওয়ার্কস, মুন্নু সিরামিক ইত্যাদি।

ফিন্যান্সিয়াল টার্মস

হিসাব চক্র (Accounting Cycle) :
হিসাব রক্ষণ ও হিসাব বিজ্ঞান একটি বিধিবদ্ধ কর্মপ্রক্রিয়া। তাই স্বীকৃত নির্দিষ্ট রীতি অনুযায়ী হিসাব প্রক্রিয়া চক্রাকারে অবিরত চলতে থাকে। যেমন-লেনদেনের জাবেদাকরনের মাধ্যমে হিসাব রক্ষণের কাজ আরম্ভ হয়ে পুনরায় জাবেদাতে এসে কাজটি শেষ হয়। এবং এভাবে চক্রাকারে ধারাবাহিকভাবে হিসাবে কাজ চলতে থাকে। তাই হিসাব রক্ষণ ও হিসাব বিজ্ঞানের কার্যাবলীর পর্যায়ক্রমিক আবর্তনকে 'হিসাব চক্র' বলে।

আর্থিক বাজার (Financial Market) :
আর্থিক বাজার বলতে মুদ্রা ও পুঁজি বাজারকে বুঝানো হয়, এ বাজার থেকে কোম্পানী তার স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী মূলধন তুলতে পারে।

মুদ্রা বাজার (Money Market) :
যে বাজারে স্বল্প মেয়াদী ঋণপত্র সমূহ আদান প্রদান হয়।

বিনিয়োগ ফাঁক (Investment Gap) :
অনুন্নত দেশগুলোতে এ ধরনের ফাঁক বেশি দেখা যায়। কোন দেশের অভ্যন্তরীণ জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে যে ধরনের বিনিয়োগ প্রয়োজন সেটা যদি জাতীয় সঞ্চয় থেকে উঠে না আসে তবে বিনিয়োগ ও সঞ্চয়ের মধ্যে একটা দূরত্ব সৃষ্টি হয়। অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগ যখন অভ্যন্তরীণ সম্পদ থেকে পূরণ করা সম্ভব না হয় তখন বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভর করতে হয়।

মোঃ আকতার হোসেন

বাণিজ্যিক শব্দাবলী
(Commercial Terms)

Above par (অধিক মূল্যে বা উচ্চ হারে) :
বাজারে পণ্যদ্রব্য প্রচলিত মূল্যের চেয়ে বেশি মূল্যে বেচা-কেনাকে বুঝাবার জন্যে 'অধি মূল্য' শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

Advice Note (নির্দেশ চিঠা) :
আমদানীকারকের নিকট পণ্য রপ্তানী সম্বন্ধে রপ্তানীকারক প্রেরিত বিবরণীকে বুঝায়।

Bank rate (ব্যাংক হার) :
যে হারে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর বিলসমূহ পুনঃ বাটা করে বা কর্জের উপর সুদ দেয় ও নেয় তাকে ব্যাংকের হার বলে।

Charter Party (নৌ-ভাটক) :
পণ্য প্রেরণের জন্যে জাহাজের মালিক বা প্রতিনিধির সাথে পণ্য প্রেরকের জাহাজ ভাড়া করার চুক্তিকে নৌ ভাটক বলে।

Dumping (কম দামে বিক্রয়) :
দেশীয় পণ্যের তুলনায় বাজারে বিদেশী পণ্যের আমদানী বেশী হলে এবং কম দামে বিক্রি হলে ঐ অবস্থাকে Dumping বলে।

Earnest Money (বায়না অর্থ) :
প্রতিশ্রুতি/চুক্তি পালনে বাধ্য করার জন্যে যে অগ্রিম অর্থ গ্রহণ করা হয় তাকে Earnest Money বলে।

বাণিজ্য-পরিভাষাকোষ
(Terminology of Commerce)

Abate (অ্যাবেইট) : হ্রাস, বাদ, বাট্টা, কমানো।
Acceptance (অ্যাকসেপট্যান্স) : গ্রহণ, স্বীকার, স্বীকারপত্র, শর্ত অনুমোদন।
Account (অ্যাকাউন্ট) : হিসাব।
Accountancy (অ্যাকাউন্ট্যান্সি) : হিসাব রক্ষণ বিদ্যা।
Accountant (অ্যাকাউন্ট্যান্ট) : হিসাবক, হিসাবরক্ষক।
Accounting (অ্যাকাউন্টিং) : হিসাবনিকাশ।
Bankrupt (ব্যাংক্রাপ্ট) : দেউলিয়া, ঋণশোধে অক্ষম ব্যক্তি।

বাণিজ্যিক শব্দ সংক্ষেপ
(Commercial Abbreviations)

@ = for ; At the rate of = (জন্য, তে, প্রতি, হারে)
A/A = Articles of Association = (পরিমেল নিয়মাবলী)
A/C = Account Current (চলতি হিসাব)
A.C. A/C = Account (হিসাব)
Amt = Amount (পরিমাণ)
C/o. D = Cash on Delivery (সরবরাহের সাথে নগদ দেয়)

ব্যবস্থাপনা বিভাগের শিক্ষক ও সম্মান দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীদের কাফকো পরিদর্শন

ইসমাইল কাজী ॥ গত ২৯ নভেম্বর আমরা ব্যবস্থাপনা বিভাগের তিন জন শিক্ষক, উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মুতিয়ুর রহমান ও ব্যবস্থাপনা সম্মান ২য় বর্ষের ৪২ জন ছাত্র-ছাত্রী ৪ দিনের শিক্ষা ও শিল্প সফরে চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার যাই। আমাদের দলে ছিলেন বিভাগীয় শিক্ষক জনাব মোঃ নুরুল আলম ভূঁইয়া ও শাহানা ইয়াসমিন।

৩০ নভেম্বর আমরা কর্ণফুলী ফার্টিলাইজার কোম্পানী লিঃ (কাফকো) পরিদর্শন করি। এটি বাংলাদেশের বৃহত্তম সার কারখানা। এটি ১৭৮.৯৫ একর ভূমিতে অবস্থিত। সম্পূর্ণ কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত কাফকোতে ৬০২ জন লোক কাজ করে। ১৯৮১ সালে এটি প্রাইভেট লি: কোং তে এবং ১৯৮৮ সালে পাবলিক লি: কোং তে পরিণত হয়। ১৯৯৪ এর ১৫ ডিসেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে প্রথম এমোনিয়া এবং ২৭ ডিসেম্বর ইউরিয়া সার উৎপাদন শুরু হয়। এখানে বার্ষিক ৫,৭৪,৪২৫ মেট্রিক টন ইউরিয়া এবং ১,৬৬,৫০০ মেট্রিক টন এমোনিয়া উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়। ৩০ সেপ্টেম্বর '৯৬ পর্যন্ত সর্বমোট উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ইউরিয়া ৬,৩৮,৫৫৭ মেঃ টন এবং এমোনিয়া ৬,৪৩,৮০০ মে: টন। কাফকো এক নিয়মতান্ত্রিক ও উন্নত ব্যবস্থাপনার নিদর্শন। মানব সম্পদ বিভাগের জিএম জনাব আমিনুল হক ইংরেজীতে আমাদেরকে সম্পূর্ণ প্রকল্প সম্পর্কে অবহিত করেন। কোম্পানীর Scottish সিকিউরিটি অফিসার Mr. Singer-এর তত্ত্বাবধানে আমরা প্রকল্পটি ভ্রমণ করি। এখানে কর্মচারীরা অত্যন্ত কর্মঠ, তারা তাদের পেশায় সচেতন ও সময়ানুবর্তী। আর এজন্য তারা পর্যাপ্ত পারিশ্রমিক ও সুযোগ সুবিধাও পেয়ে থাকেন।

হিসাববিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক ও এম কম প্রথম পর্ব ছাত্র-ছাত্রীদের কক্সবাজার ও সেন্টমার্টিন ভ্রমণ

মোশতাক আহমেদ ॥ গত ১৪ থেকে ১৭ নভেম্বর আমরা ঢাকা কমার্স কলেজের কয়েকজন শিক্ষক ও হিসাববিজ্ঞান এম কম পার্ট-১ এর ছাত্র ছাত্রীবৃন্দ দেশের অন্যতম আকর্ষণীয় পর্যটন স্থান কক্সবাজার ও সেন্টমার্টিন ভ্রমণ করি। আমাদের সফরসঙ্গীরা হলেন হিসাব বিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আবদুছ ছাত্তার মজুমদার, মিসেস রাবেয়া মজুমদার, ছাত্র রানা, বাবু, জাহিদ, সাগর ও মিনহাজ এবং ছাত্রী ঝিনুক, সুতপা, প্রাচী, কাকলী, পাপিয়া, স্নিগ্ধা, মিতু, মিলু, সুস্মিতা ও রিয়া।

১৪ নভেম্বর সকালে রওয়ানা করে রাতে আমরা কক্সবাজার পৌঁছি। রাতে আমরা সড়ক জনপথের রেস্ট হাউসে অধ্যক্ষ কাজী ফারুকী স্যার, প্রভাষক বদিউল আলম ও মাওসুফা ফেরদৌসির সাথে দেখা করি। তারা ঐ দিনই বিকালের ফ্লাইটে কক্সবাজার পৌঁছেন। রাত ১২টায় আমার সমুদ্র সৈকতে যাই। ১৫ নভেম্বর সকালে কক্সবাজার শহরের বার্মিজ মার্কেটে যাই। পরে টেকনাফ। ১৬ নভেম্বর অধ্যক্ষ স্যারের নেতৃত্বে আমরা একটি বড় স্পীডবোর্ডে সেন্টমার্টিন দ্বীপে যাই। সেখান থেকে আমরা কক্সবাজার হয়ে ১৭ নভেম্বর ঢাকা ফিরে আসি।

মার্কেটিং বিভাগের শিক্ষক, সম্মান প্রথম বর্ষ ও বি কম (পাস) প্রথম বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীদের তাবানী বেভারেজ কোম্পানী পরিদর্শন

কামরুজ্জামান আকন/আমিনুল ইসলাম বিপু ॥ গত ২০ নভেম্বর আমরা মার্কেটিং বিভাগের শিক্ষকগণ, মার্কেটিং সম্মান প্রথম বর্ষ ও বি কম (পাস) প্রথম বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ বিশ্বখ্যাত তাবানী বেভারেজ কোম্পানী, বাংলাদেশ পরিদর্শন করি। আমাদের সফর দলের নের্তৃত্ব দেন মার্কেটিং বিভাগের চেয়ারম্যান জনাব জাহিদ হোসেন সিকদার। উক্ত কোম্পানী পৌঁছালে কর্মকর্তাগণ অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে আমাদের সাথে কথা বলেন, আপ্যায়ন করেন এবং গিফ্ট দেন। আমরা প্রতিষ্ঠানের বৃহদাকার ওয়াশিং মেশিন, মান নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমসহ পানীয় উৎপাদনের বিভিন্ন দিক পরিদর্শন করি। আন্তরিকতার সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন প্রশ্নোত্তর দেন মহাব্যবস্থাপক (মার্কেটিং) জনাব ওয়াহিদুর রহমান ও উপমহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন)। ছাত্র-ছাত্রীরা এ ভ্রমণের মাধ্যমে একটি আন্তর্জাতিক কোম্পানীর মার্কেটিং কৌশল জ্ঞাত হল।

তাবানী ভেবারেজ কোং (কোকা কোলা) পরিদর্শনে বি. কম (পাস) প্রথম বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ

লায়ন নজরুল ইসলাম মহাবিদ্যালয় শিক্ষকদের ঢাকা কমার্স কলেজ পরিদর্শন

জোবাইদা নাসরীন ॥ গত ২১ নভেম্বর টাঙ্গাইলের নব প্রতিষ্ঠিত লায়ন নজরুল ইসলাম মহাবিদ্যালয় এর অধ্যক্ষ সুজাত আলী মিয়াসহ ২৩ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা ঢাকা কমার্স কলেজ পরিদর্শন করেন। তারা অত্র কলেজের ছাত্র শিক্ষকদের সাথে মত বিনিয়ম করেন। শিক্ষক কনফারেন্স কক্ষে এক সভায় দু'কলেজের শিক্ষকবৃন্দ স্ব স্ব পরিচয় দেন।

অধ্যক্ষ মিয়া বলনে, আমরা পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়ন ও শিক্ষাসংক্রান্ত মত বিনিময়ের জন্য এই শ্রেষ্ঠ কলেজে এসেছি। অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী ফারুকী পরিদর্শনকারী শিক্ষকদের বিভিন্ন প্রশ্নোত্তর দেন। বক্তব্য রাখেন উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মুতিয়ুর রহমান। পরে অতিথি শিক্ষকগণ কলেজ লাইব্রেরী পরিদর্শন করে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

নোয়াখালী কলেজের ছাত্র শিক্ষকদের ঢাকা কমার্স কলেজ পরিদর্শন

সাজনিন আহমদ ॥ গত ১১ নভেম্বর নোয়াখালী সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের হিসাব বিজ্ঞান বিভাগের মাস্টার্স (প্রিলিমিনারী) কোর্সের ২২জন ছাত্র-ছাত্রী, হিসাবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান জনাব হোসাইন আহমদ, শিক্ষক জনাব স্বপন কুমার রায় ও জনাব শফিকুর রহমান ঢাকা কমার্স কলেজ পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকারী দল এ কলেজের মাস্টার্স (প্রিলি:) ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে মত বিনিময় করেন। তারা কলেজের হিসাববিজ্ঞান বিভাগ, কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী পরিদর্শন করেন। শেষে শিক্ষক কনফারেন্স কক্ষে এক সভায় বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক হোসাইন আহমদ, অধ্যক্ষ কাজী ফারুকী, উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মুতিয়ুর রহমান, বাণিজ্য অনুষদের ডীন মোঃ শফিকুল ইসলাম ও হিসাববিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান আবদুছ ছাত্তার মজুমদার।

মুখোমুখি–১

মোঃ জাহিদ হোসেন সিকদার

● **এ কে এম মুনির আহসান, বিকম (পাস) ১ম বর্ষ :** স্যার, মার্কেটিং বিষয়ে আপনার লেখাপড়া করার কারণ কি?

জনাব সিকদার : *ব্যবসা–বাণিজ্যের উন্নতির সাথে সাথে বিশ্ব জুড়ে মার্কেটিং বিষয়ের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই—।*

● **মাসুদ ইবনে মাহমুব, বি. কম. পাস, ১ম বর্ষ :** মার্কেটিং বিষয়ে ডিগ্রীধারীদের কর্মক্ষেত্রে সুযোগ কেমন এবং মার্কেটিং পেশাটাই বা কেমন?

জনাব সিকদার : *মার্কেটিং বিষয়ে যারা উচ্চতর শিক্ষাগ্রহণ করছে দেশ–বিদেশে তাদের কর্মসংস্থানের প্রচুর সুযোগ রয়েছে। আমার ধারণা মার্কেটিং–এ পাশ করা বেকার খুব একটা নেই। তদপুরি মার্কেটিংকে আগে তেমন সম্মানজনক পেশা মনে করা না হলেও বর্তমানে এটি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ, সম্মানজক ও অধিক সুবিধাজনক পেশা।*

● **ফাতিমা রহমান অর্পণা, মার্কেটিং সম্মান ১ম বর্ষ :** স্যার, ঢাকা কমার্স কলেজে মার্কেটিং বিভাগের চেয়ারম্যান হয়ে আপনার কেমন লাগছে?

জনাব সিকদার : *৫ মে ১৯৯০ থেকে অত্র কলেজে শিক্ষকতা করছি। চেয়ারম্যান হওয়ায় দায়িত্বের সঙ্গে দায়ও বেড়েছে। অতএব অনুভূতিটা মিশ্র।*

● **মোঃ মাসুদ কামাল, দ্বাদশ ২৭৮০ :** শিক্ষক না হলে আপনি কি করতেন?

জনাব সিকদার : *পাশ করার পরই এ কলেজে চাকুরী হল। তাই বিকল্প ভাবার সুযোগ হয়নি।*

● **ইমরানুল হক, একাদশ ৩২৬৩ :** আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে কিছু বলুন।

জনাব সিকদার : *দেশের অনেক কিছুতেই যেখানে অব্যবস্থা চলছে, সেখানে শিক্ষা ব্যবস্থাও বাদ পড়েনি। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে আধুনিক বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে পরিবর্তন করা দরকার। যেমন দু'যুগ পূর্বে প্রবর্তিত কুদরত–ই–ক্ষুদা শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট বর্তমানে অনেকটা অনুপযোগী।*

● **দেবাশিষ সরকার, দ্বাদশ ২৬৯৬ :** আর মাত্র ৬ মাসের মধ্যেই আমরা ইনশাল্লাহ্ এইচ এস সি দিয়ে অত্র কলেজ ত্যাগ করব। এ সময়ের মধ্যে আপনার বিয়ে খেতে পারব কি, স্যার?

জনাব সিকদার : *হায়াত, রিজিক, বিয়ে আল্লাহর হাতে। দেখা যাক। আর এসময়ের মধ্যে না হলে যেদিনই আমার বিয়ে হোক না কেন তুমি আমন্ত্রণ পাবে অবশ্যই। অফিস থেকে তোমার ঠিকানা সংগ্রহ করে রাখব।*

মুখোমুখি–২

মোহাম্মদ ইলিয়াছ

ঢাকা কমার্স কলেজ দর্পণ–এর পরবর্তী সংখ্যায় ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবকদের মুখোমুখি হবেন পরিসংখ্যান বিভাগীয় প্রধান ও কলেজ পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক জনাব মোহাম্মদ ইলিয়াছ। ৩০ শে ডিসেম্বরের মধ্যে নিম্নঠিকানায় জনাব ইলিয়াছের নিকট যে কোন গুরুত্বপূর্ণ, আকর্ষণীয় বিষয়ে যে কেউ প্রশ্ন করতে পারেন। **মুখোমুখি–২**, ঢাকা কমার্স কলেজ দর্পণ, ঢাকা কমার্স কলেজ, চিড়িয়াখানা রোড, ঢাকা–১২১৬।

কুইজ–১

উত্তর ঃ

১। বাংলাদেশের ক্রীড়া সঙ্গীতের প্রথম দু'চরণ : বাংলাদেশের দুরন্ত সন্তান/আমরা দুর্বার দুর্জয়। [এর রচয়িতা সেলিনা রহমান ও সুরকার খন্দকার নুরুল আলম।]

২। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত ১৯২১ সালে।

৩। ১৯৯৬–৯৭ বর্ষে শিক্ষাখাতে মোট রাজস্ব বরাদ্ধ ২,২৩৫.২৭ কোটি টাকা। [এছাড়া শিক্ষা খাতে উন্নয়ন বরাদ্ধ ১,৭১৬.৬৭ কোটি টাকা। অর্থাৎ শিক্ষাখাতে মোট বরাদ্ধ ৩,৯৫১.৯৪ কোটি টাকা।]

৪। ইসরাইলের বর্তমান প্রধান মন্ত্রীর নাম বেনজামীন নেতানিয়াহু।

৫। বিচারপতি সাহাবুদ্দিন বাংলাদেশের ১৩ তম প্রেসিডেন্ট।

সঠিক উত্তরাদাতা :

জেসমিন আক্তার জুঁই, একাদশ–৩০৭৯, আবুল খায়ের, বি.কম–ডি ৩২১, জান্নাতুল ফেরদৌস নৌ, একাদশ–৩০৮৫, নুসরাত জাহান, এম. কম. (ব্যবস্থাপনা) ১ম পর্ব –এম এম ১২, আবিদ আহমেদ খান, ব্যবস্থাপনা (সম্মান) ২য় বর্ষ– এম ১০, সাদিকুর রহমান, দ্বাদশ–২৫৮৪, আমিনুল হাসান জয়, একাদশ– ৩৪৬৯ ও মশিউর রহমান, একাদশ – ৩৩৮৯।

কুইজ–২

১। ভানুসিংহ কার ছদ্ম নাম?

২। ৪, ৯, ১৯, ৩৯, [?]

৩। জাতিসংঘের বর্তমান মহাসচিবের নাম কি?

৪। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান ভিসির নাম কি?

৫। বিশ্ব খাদ্য শীর্ষ সম্মেলন '৯৬ কবে কোথায় হয়।

উপরোক্ত কুইজের সঠিক উত্তরদাতাদের নাম পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশ করা হবে। ৩০ ডিসেম্বর '৯৬–এর মধ্যে ***কুইজ–২, ঢাকা কমার্স কলেজ দর্পণ*** *বরাবরে উত্তর পাঠাতে হবে।*

প্রতিনিধি আবশ্যক

ঢাকা কমার্স কলেজ দর্পণ–এর জন্য দেশের কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে প্রতিনিধি নিয়োগ করা হবে। আগ্রহীরা বায়োডাটা, ১ কপি সত্যায়িত ছবি ও সাম্প্রতিক কোন সংবাদসহ সম্পাদক বরাবরে লিখুন।

লেখা আহ্বান

ঢাকা কমার্স কলেজ দর্পণে প্রকাশের জন্য শিক্ষা, বিজ্ঞান, লেখাপড়া, অর্থনীতি, আর্ন্তজাতিক, গল্প কবিতা প্রবন্ধ ইত্যাদি বিষয়ে যে কেউ লেখা পাঠাতে পারেন। ভাল লেখার জন্য সম্মানী দেয়া হয়।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা ঃ
সম্পাদক, ঢাকা কমার্স কলেজ দর্পণ,
ঢাকা কমার্স কলেজ ভবন,
চিড়িয়াখানা রোড, ঢাকা – ১২১৬।

ঢাকা কমার্স কলেজে সাধারণ জ্ঞান ক্লাস

ঢাকা কমার্স কলেজ 'সাধারণ জ্ঞান'কে নিয়মিত পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করেছে বর্তমান শিক্ষা বর্ষ (১৯৯৬–৯৭) থেকে। অধ্যক্ষ মহোদয়ের পরামর্শক্রমে ইংরেজী বিভাগের প্রভাষক জনাব শামীম আহসান এটিকে বাস্তবায়িত করছেন। এ উদ্যোগ নিঃসন্দেহে প্রসংশনীয়। এতদিন যাবৎ উক্ত সাধারণ জ্ঞান ক্লাশ পত্রিকা পাঠের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছে। সাধারণ জ্ঞানের পরিধি আরও প্রসার লাভ করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে সাধারণ জ্ঞান চর্চার জন্য ছাত্র/ছাত্রীদিগকে সাহিত্য, সংস্কৃতি, ঐতিহাসিক ঘটনাবলী, ভৌগোলিক বিষয়াদি, বিজ্ঞান, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয়াদি প্রভৃতিতে বিস্তার লাভ করতে হবে।

শিক্ষকের অভিমত

আমাদের স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে আমরা পৌছেছি। একবিংশ শতাব্দীর দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। সারা বিশ্ব জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিক্ষা, চিকিৎসা, সাহিত্য, সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। একবিংশ শতাব্দীর সাথে সমানে তাল মিলিয়ে বিশ্বের সাথে এগিয়ে যেতে হলে আমাদিগকে সব বিষয়ে সমৃদ্ধি লাভ করতে হবে। এরই অংশ হিসাবে সাধারণ জ্ঞানেও অগ্রসর হওয়া দরকার। এজন্য সর্বাগ্রে ছাত্র/ছাত্রীদের মধ্যে উৎসাহ সৃষ্টি করতে হবে। আগামী দিনে প্রতিযোগীতামূলক বিশ্বে যোগ্য নাগরিক হিসাবে ছাত্র/ছাত্রীদিগকে গড়ে তোলার জন্যই ঢাকা কমার্স কলেজের এ 'সাধারণ জ্ঞান' ক্লাশ। এটি আরও সময়োপযোগী করে এগিয়ে নেওয়ার জন্য সকলের সহযোগীতার প্রয়োজন। তবে 'সাধারন জ্ঞান' চর্চা করতে গিয়ে কোন অবস্থাতেই পাঠ্য বিষয় থেকে বিচ্যুত হওয়া যাবে না। কলেজের বর্তমান পাঠ্যসূচীকে ঠিক রেখে 'সাধারণ জ্ঞান'কে পত্রিকা পাঠের সাথে সাথে অন্যান্য বিষয়ে সংযোজনের সুপারিশ করছি।

মোঃ বাহার উল্যা ভূইয়া
বিভাগীয় প্রধান, ভূগোল বিভাগ

কবিতা

যুদ্ধ চিত্র

হুসনে জাহান আরজু
এম. কম (ব্যবস্থাপনা) পার্ট–১, রোল : এম এম ৭৯

আমার মা আমাকে যখন যুদ্ধের কথা বলে,
তখন আমি তাঁর চোখে দেখতে পাই কষ্টের রোষানল।
আমার সামনে ভেসে উঠে এক বিভীষিকাময় যুদ্ধ চিত্র।
যার মাঝে আমি দেখি এক অসহায় রমণীর
ক্রন্দন ভরা কণ্ঠে, সতীত্ব রক্ষার মিনতি,
এক কিশোরের রক্ত চক্ষু,
একটি বোবা মেয়ের আর্তনাদ,
অতৃপ্ত আত্মার বোবা কান্না,
শান্ত যুবার শক্ত পেশী,
স্বচ্ছ জলের চঞ্চল ধারা,
পিয়ালের বনে অশান্ত হাওয়া,
নূপুরের রিনিঝিনি শব্দে মেশিনগানের তালে তালে
ফেটে পড়া অপরাজিতার ঘ্রাণে বারুদের গন্ধ।
দেশ এখন পঁচিশের উর্বশী যৌবনা
বর্ষার দীঘির মতো স্বচ্ছ টলটলে
আমার মায়ের শান্ত নিঃশ্বাস আজ
মিশে যায় সোনার বাংলার সোনালী সীমানায়।

বাংলায় ভাল করার ১০ কৌশল

শুধু বাংলায় কেন, যে কোন বিষয়ে ভাল করতে হলে পরীক্ষার্থীকে কতগুলো নিয়মকানুন মেনে চলতে হয়। রপ্ত করতে হয় নানা কলাকৌশল। নিম্নে তা কিছুটা আলোকপাত করা হল।

১. **পরিচ্ছন্ন খাতা :** একজন পরীক্ষক পরীক্ষার্থীকে প্রত্যক্ষ করেন না। প্রত্যক্ষ করেন তার খাতা। খাতাই একজন ছাত্রকে Represent করে। তাই খাতাটা প্রথম দর্শনেই ভাল লাগার মত হওয়া চাই। (ক) খাতা কাটা-ছেঁড়া, কালির দাগ, দুমড়ানো – মোচড়ানো হওয়া যাবে না। (খ) খাতায় মার্জিন দিতে হবে। উপরে দেড় ইঞ্চি, বাম পাশে এক ইঞ্চি এবং ডানে ও নীচে সামান্য মার্জিন রাখা ভাল। (গ) ভাল কালির কলম ও ভাল পেন্সিল ব্যবহার করা দরকার।

২. **হাতের লেখা :** পরীক্ষায় ভাল নম্বর পাবার পূর্বশর্ত হাতের লেখা। সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন হাতের লেখা পরীক্ষককে সহজে আকৃষ্ট করে। লেখা আহামরি সুন্দর হতে হবে এমন কোন শর্ত নেই। লেখা হতে হবে সুস্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন।

৩. **শুদ্ধ বানান :** অধিক সুন্দর হাতের লেখাও সাফল্য বয়ে আনতে ব্যর্থ হয়, যদি তা ভুল বানানে ভরা থাকে। কিছু বিশেষ ক্ষেত্রে বানানের ব্যাপারে অধিক সতর্ক থাকতে হয়। যেমন—গল্প, প্রবন্ধ বা কবিতার শিরোনাম, লেখক বা কবির নাম, চরিত্রের নাম, বহুল প্রচলিত শব্দ।

৪. **ভাষারীতি :** একই প্রশ্নে সাধু ও চলিত ভাষার মিশ্রণ অবশ্যই পরিহার করতে হবে। তবে প্রশ্নের উত্তর চলিত ভাষায় দেয়াই উত্তম।

৫. **বাক্যরীতি :** কঠিন বা দূর্বোধ্য শব্দে উত্তর লেখার মধ্যে কোন বাহাদুরী নেই। বরং সহজ ও প্রচলিত শব্দে সরল বাক্যে উত্তর করাই ভাল। এতে বাক্য আকর্ষণীয় ও হৃদয়গ্রাহী হয়।

৬. **অনুচ্ছেদ :** প্রশ্নের উত্তর অনুচ্ছেদ (প্যারা) করে লেখা বাঞ্চনীয়। অনুচ্ছেদ উত্তরপত্রকে যেমন দৃষ্টি নন্দন করে তেমনি বক্তব্যকে সহজবোধ্য ও যথাযথ করে। এতে পরীক্ষকও স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন।

৭. **উদ্ধৃতির ব্যবহার :** বিশেষ করে বড় প্রশ্নের উত্তরকে সমৃদ্ধ ও তথ্যবহুল করার জন্য প্রয়োজনীয় উক্তি ও উদ্ধৃতির ব্যবহার করা যায়। উদ্ধৃতি দুই রকম হতে পারে--(ক) পাঠ্য বইয়ের গল্প-প্রবন্ধ বা কবিতার সরাসরি উদ্ধৃতি ও (খ) পাঠ্য বইয়ের বাইরের কোন লেখক বা সমালোচকের উক্তি বা মতামত।

৮. **যথার্থ উত্তর :** প্রশ্নের উত্তর হবে যথাযথ বা To the point. পয়েন্ট বা উত্তর বাড়াতে গিয়ে একই প্রসঙ্গের অহেতুক অবতারণা অবশ্যই বর্জনীয়।

৯. **কারুকার্য :** পরীক্ষকের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য প্রয়োজন অনুসারে আণ্ডার লাইন (নিম্নরেখা) দেয়া যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে হালকা রং (সাইন পেন) ব্যবহার করা যায়।

১০. **সার্বিক সচেতনতা :** একজন পরীক্ষার্থীকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে, একজন পরীক্ষক তার চেয়ে অধিকতর জ্ঞানী। কোনভাবে গোজামিলের আশ্রয় নেওয়া চলবে না। বরং খাতায় সততা ও আন্তরিকতার ছাপ রাখতে হবে। এতে পরীক্ষকের মন জয় করে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য লাভ করা সম্ভব।

নাঈম মোজাম্মেল
প্রভাষক, বাংলা বিভাগ

বই পরিচিতি

An Easy Approach to H. S. C. English

নভেম্বর '৯৬-এ প্রকাশিত হয়েছে ঢাকা কমার্স কলেজের ইংরেজী বিভাগের প্রধান জনাব আবদুল কাইয়ুম-এর উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য রচিত 'An Easy Approach to H. S. C, English', বইটি ছাত্র-ছাত্রীদেরকে টেক্সট বই ভিত্তিক যে কোন রকম grammatical problem-এর মুখোমুখী হতে সাহসী করে তুলবে বলেই আমার বিশ্বাস। অত্যন্ত সুচিন্তিতভাবে এবং সহজবোধ্য উপায়ে জনাব কাইয়ুম তার বইটি বিন্যস্ত করেছেন। grammatical problems এর ধারাবাহিক সজ্জায়নই বইটিকে বাজারে প্রচলিত অন্যান্য যে কোন গ্রামার বই থেকে মানগত উচ্চাসন এনে দিয়েছে। বইটির প্রচ্ছদ করেছেন লেখক নিজেই। বইটির প্রকাশক ভেনাস প্রকাশনী। এর বহি মূল্য ৫০ টাকা। কিছু মুদ্রণ ত্রুটি ব্যতীত লেখকের প্রথম প্রচেষ্টা হিসাবে বইটি প্রশংসার দাবীদার।

শামীম আহসান
প্রভাষক, ইংরেজী বিভাগ

একাদশ/দ্বাদশ শ্রেণী
হিসাব রক্ষণ

প্রশ্ন ঃ দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি দ্বিগুণ কাজ বুঝায় কি?

উত্তর ঃ দু'তরফা দাখিলা হিসাব রক্ষণ পদ্ধতি একটি পূর্ণাঙ্গ ও বিজ্ঞান সম্মত হিসাব ব্যবস্থা। হিসাব রক্ষণের এই বিজ্ঞান সম্মত ব্যবস্থা সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান ও ধারণা না থাকার কারণে কেহ কেহ দু'তরফা দাখিলা হিসাব রক্ষণ পদ্ধতিকে দ্বিগুণ কাজ মনে করে থাকে। বস্তুতপক্ষে তাদের এ ধারণা মোটেই সত্য নয়। কারণ কাজের পরিমাণ হতে দুই তরফা দাখিলা পদ্ধতির উৎপত্তি হয় নাই। সুতরাং কাজের পরিমাণের সহিত দুই তরফা দাখিলা পদ্ধতির কোন সম্পর্কও নাই।

দুই তরফা দাখিলা পদ্ধতিতে প্রত্যেকটি লেনদেনের ডেবিট ও ক্রেডিট এই দুইটি দিক আছে। হিসাবের বহিতে এই দিক দুইটি লিপিবদ্ধ না করলে হিসাব রক্ষণ পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না। লেনদেনের এই দুইটি দিক লিপিবদ্ধ করার নামই দুই তরফা দাখিলা পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে হিসাব না রাখলে হিসাব রক্ষণ বিজ্ঞান সম্মত হয় না এবং ভুল ভ্রান্তির অবকাশ থাকে প্রচুর, ফলে হিসাব মিলাতে গিয়ে অনেক সময় ঝামেলা বেড়ে যায়। সুতরাং দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি বলতে দ্বিগুণ কাজ বুঝায় না, বরং কোন কোন ক্ষেত্রে এই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ব্যবহার করার ফলে কাজের পরিমাণ কমে যায়।

দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি যে দ্বিগুণ কাজ বুঝায় না, এই প্রসঙ্গে H. Banerjee বলেন, 'There is a wrong impression in the mind of some other traders that, Double Entry means double work. Where as the system of Book keeping known as Double Entry does not arise from the quantity of work to be done but from the necessity of giving perfect reflaction to each transaction which involve two partis.'

মোট কথা দু'তরফা দাখিলা হিসাব রক্ষণ পদ্ধতি হলো একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও নির্ভরযোগ্য হিসাব ব্যবস্থা। এর দ্বারা কাজের পরিমাণকে বুঝায় না। তাই হিসাব রক্ষণ পদ্ধতি দ্বারা দ্বিগুণ কাজকেও বুঝায় না। প্রসঙ্গতঃ প্রখ্যাত হিসাব বিজ্ঞান ফিল্ড হার্ডজ এর মতে, 'This system does not arise from the quantity of work involved but from the necessity to perfectly record every transation.' অর্থাৎ দু'তরফা দাখিলা হিসাব পদ্ধতি বলতে অতিরিক্ত কাজ বুঝায় না, বরং প্রতিটি লেনদেনকে সম্পূর্ণভাবে লিপিবদ্ধকরণকে বুঝায়।

মোঃ নুরুল আলম
প্রভাষক, হিসাব বিজ্ঞান বিভাগ

বাণিজ্যিক শব্দাবলী

Face Value (আক্ষরিক মূল্য) ঃ শেয়ার বা সিকিউরিটির গায়ে লিখিত মূল্যকে Face Vale বলে।

Free Trade (অবাধ বাণিজ্য) ঃ কোন প্রকার শুল্ক বা বাটা ছাড়া বিভিন্ন দেশের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য চললে তাকে অবাধ্য বাণিজ্য বলে।

Haggling (দর কষাকষি) ঃ পণ্যের ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে ক্রয় বিক্রয় বিষয়ে প্রস্তাব ও পাল্টা প্রস্তাবকে Haggling বলে।

Indent (ফরমায়েশ) ঃ পণ্য ক্রয়ের ফরমায়েশ পত্র।

Invoice (চালান) ঃ বিক্রেতা পণ্যের ওজন, পরিমাণ, মূল্য ও অন্যান্য খরচাদির বর্ণনা দিতে ক্রেতাকে যে বিল পাঠান তাকে চালান বলে।

Market Price (বাজার দর) ঃ পণ্য দ্রব্য বর্তমান বাজারে যে দরে বেচা-কেনা হয় তাকে বাজার দর বলে।

দর্পণ কার্টুন

নভেম্বর '৯৬-এর গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাপঞ্জী

১.১১.৯৬
• সপ্তম জাতীয় সংসদের শীতকালীন অধিবেশন শুরু।
• শ্রীলংকার প্রথম নির্বাহী রাষ্ট্র প্রধান রিচার্ড জুলিয়াস জয়বর্ধন ৯০ বছর বয়সে একটি বেসরকারী হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন।
২.১১.৯৬
• ২৫তম জাতীয় সমবায় দিবস পালিত।
• জাতীয় স্বেচ্ছায় রক্তদান ও মরনোত্তর চক্ষুদান দিবস পালন।
• জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ '৯৬ শুরু।
৩.১১.৯৬
• বর্তমানে ইসরাইলের অস্ত্র রপ্তানীর পরিমাণ বছরে ১.৫ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে। ইসরাইলের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিদায়ী মহাপরিচালক এ কথা বলেন।
৪.১১.৯৬
• মন্ত্রীসভা ইনডেমনিটি (বাতিল) আইন, ১৯৯৬ এর খসড়া অনুমোদন করে।
• ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার কসবা থানার শালদা নদীর নিকটে দেশের ২০তম গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে বলে এক সরকারী হ্যান্ড আউটে জানানো হয়।
০৫.১১.৯৬
• যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ভোট গ্রহণ সম্পন্ন হয়।
• পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ফারুক আহমেদ লেঘারী প্রধানমন্ত্রী বে-নজীর ভুট্টোকে বরখাস্ত করেন এবং পার্লামেন্ট বাতিল করেন। পাকিস্তানের পরবর্তী পালামেন্ট নির্বাচন ৩রা ফেব্রুয়ারী ১৯৯৭।
০৬.১১.৯৬
• যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা। ক্লিনটন ৫৫ শতাংশ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বি বব ডোল পেয়েছেন ৪২ শতাংশ ভোট।
• প্রফেসর এম. এ. মান্নান চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিযুক্ত।
০৭.১১.৯৬
• সারাদেশে জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস পালিত।
• জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ১৯৯৬ সালে ডিগ্রী পরীক্ষা শুরু।
• ফেব্রুয়ারী '৯৭ এ পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনে ইমরান খান তেহরিক-ই-ইন্সাফ পার্টি থেকে অংশ নেবেন বলে ঘোষণা।
০৯.১১.৯৬
• ৪৩ দিন বন্ধ থাকার পর ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় পুনরায় খোলা হয়।
১০.১১.৯৬
• মিয়ানমার আসিয়ানে যোগদান করতে প্রস্তুত বলে আসিয়ান মহাসচিবের ঘোষণা।
১১.১১.৯৬
• বেইজিং-এ বাংলাদেশ চীন যৌথ অর্থনৈতিক কমিশনের নবম অধিবেশন শুরু।
• ঐতিহাসিক তে-ভাগা আন্দোলনের নেত্রী ইলা মিত্র (ঢাকায়) সংবর্ধিত।
১২.১১.৯৬
• জাতীয় সংসদে সর্বসম্মতিক্রমে ইনডেমনিটি (বাতিল) বিল '৯৬ পাশ।
• ডঃ মোহাম্মদ হোসেন কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন উপাচার্য নিযুক্ত।
১৩.১১.৯৬
• ইটালীর রোমে বিশ্বখাদ্য সম্মেলন শুরু। 'রোম ঘোষণা' গৃহীত।
• আগামী মার্চ '৯৬-এ ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে স্থানীয় সরকার মন্ত্রী জিল্লুর রহমানের ঘোষণা।
১৪.১১.৯৪
• প্রেসিডেন্ট ইনডেমনিটি (বাতিল) বিল '৯৬ তে সম্মতি প্রদান করেন।
• পাকিস্তান সরকার কর্তৃক দুর্নীতি দমন বিল পাশ।
১৫.১১.৯৬
• বাংলাদেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ও উন্নয়নে ইন্দোনেশিয়ার ক্রমাগত সহায়তার বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী প্রেডিসেন্ট সুহার্তোর আশ্বাস।
১৬.১১.৯৬
* 'Individual Country Observation Mission'-এ যোগ দেয়ার উদ্দেশ্যে ৮-সদস্যের এফবিসিসিআই প্রতিনিধি দলের জাপানের উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ।
১৭.১১.৯৬
• বিশ্ব খাদ্য সম্মেলন সমাপ্ত।
১৮.১১.৯৬
• পাকিস্তানে দুর্নীতি দমন আইনে শাস্তি প্রাপ্ত রাজনীতিবিদের নির্বাচনে অংশগ্রহণের অযোগ্য ঘোষণা।
১৯.১১.৯৬
• মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক ডিভি-৯৮ লটারীর ঘোষণা প্রদান।
• কাঠমুণ্ডুতে 'নেপাল ইউরোপীয়ান কমিউনিষ্ট যৌথ কমিশন'-এর প্রথম বৈঠক শুরু।
২০.১১.৯৬
• জাতীয় সংসদে ব্যাংক কোম্পানী (সংশোধনী) এ্যাক্ট উপস্থাপন করা হয়।
২১.১১.৯৬
• সশস্ত্র বাহিনী দিবস পালিত।
• বিশিষ্ট ব্যাংকার লুৎফর রহমান সরকারকে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্ণর নিয়োগ।
• স্পেনের রাণী সোফিয়া ৬ দিনের এক সফরে বাংলাদেশে আসেন।
২২.১১.৯৬
• গ্রীসের আইরিন সক্লিভা বিশ্বসুন্দরী নির্বাচিত।
• সৌদি তেল রফতানী আয় ২৫% বৃদ্ধি।
২৪.১১.৯৬
• বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন শ্রীলংকা ক্রিকেট দলের অধিনায়ক অর্জুনা রানা তুঙ্গা ও বিশ্বের সবচেয়ে আলোচিত মারমুখী ব্যাটসম্যান জয় সুরিয়া ঢাকা মোহামেডানে খেলার উদ্দেশ্যে ঢাকায় আসেন।
২৫.১১.৯৬
• এপেক শীর্ষ সম্মেলন '৯৬ শুরু।
২৬.১১.৯৬
• ইরাকের আন্তর্জাতিক বাজারে তেল বিক্রির অনুমতি লাভ।
২৭.১১.৯৬
• প্রফেসর ডঃ মোহাম্মদ ইকবাল-এর বুয়েটের নতুন ভিসি হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ।
• ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতিবসু পানি নিয়ে আলোচনার জন্য ৬ দিনের সফরে বাংলাদেশে আসেন।
২৮.১১.৯৬
• সার্ক দেশ সমূহের স্ত্রীরোগ ও ধাত্রীবিদ্যা বিশেষজ্ঞদের প্রথম সম্মেলন পাকিস্তানের লাহোরে শুরু।
২৯.১১.৯৬
• সীমান্তে উত্তেজনা প্রশমনে ভারত চীন চুক্তি স্বাক্ষরিত।
৩০.১১.৯৬
• সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ এস এম মোস্তাফিজুর রহমান এর ইন্তেকাল।

ইতিহাসের পাতায় নভেম্বর মাস

১ নভেম্বর
১৯৪৩ ঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আমেরিকান বাহিনী সলোমন দ্বীপপুঞ্জে অবতরণ করে।
১৯৭৬ ঃ লী শিয়েন নিয়েন চীনের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত।
২ নভেম্বর
১৯২০ ঃ পিটার্সবার্গে পৃথিবীর প্রথম নিয়মিত বেতার কেন্দ্র চালু।
১৯৩০ ঃ হাইলে সেলাসী ইথিওপিয়ার সম্রাটে অভিষিক্ত হন।
৩ নভেম্বর
১৯৫৭ ঃ প্রথম প্রাণী বহনকারী সোভিয়েত উপগ্রহ স্পুতনিক-২ উৎক্ষেপণ করা হয়।
১৯৭০ ঃ সালভাদর আলেন্দে চিলির প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত।
৪ নভেম্বর
১৯৪২ : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানদের পরাজয়ের মাধ্যমে মিসরে আল-আলামীন যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে।
১৯৪৬ : ইউনেস্কো প্রতিষ্ঠিত হয়।
৫ নভেম্বর
১৯৭৭ : ভারত ও বাংলাদেশ ২৫ বছরের মতবিরোধের পর গঙ্গায় পানি বন্টন চুক্তি স্বাক্ষর করে।
১৯৮২ : ব্রাজিল ও প্যারাগুয়ে সরকার প্রধানরা টাইপু বাঁধে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ পানি বিদ্যুৎ প্রকল্পের উদ্বোধন করেন।
৬ নভেম্বর
১৭৯২ : চার্লস ডেমেরিয়েজের নেতৃত্বে ফরাসী বাহিনী ডেসাপেসের কাছে অস্ট্রীয় বাহিনীকে পরাজিত করে ব্রাসেলস দখল করে।
৭ নভেম্বর
১৯১৭ : রাশিয়ান সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব শুরু।
১৯৮২ : বাংলাদেশে প্রথম উপজেলা প্রতিষ্ঠা।
৯ নভেম্বর
১৯০৮ : এডিনবরা শহরে বৃটেনের প্রথম মহিলা মেয়র গ্যারেট এ্যান্ডারসন নির্বাচিত হন।
১৯১৮ : জার্মানীতে ২য় উইলিয়ামের সিংহাসন ত্যাগ ও জার্মান প্রজাতন্ত্র-ঘোষণা করা হয়।
১০ নভেম্বর
১৯৪৯ : চীনে বিপ্লব সংঘটিত হয়।
১৯৫৯ : দুইটি আণবিক রিএক্টরসহ প্রথমবারের মত একটি সাবমেরিন চালু করা হয়।
১১ নভেম্বর
১৯১৮ : প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়।
১৯৬৮ : মালদ্বীপ প্রজাতন্ত্রে পরিণত হয়।
১২ নভেম্বর
১৯৯৩ : ডুরান্ট চুক্তির মাধ্যমে আফগানিস্তান ও ভারতের সীমান্ত নির্দিষ্ট করা হয়।
১৯৭০ : বাংলাদেশে প্রবল জলোচ্ছ্বাস ও ঝড়ে দেড় লাখ লোক নিহত ও বিশ লাখ লোক গৃহহারা হয়।
১৩ নভেম্বর
১৯৮০ : ভয়েজার ১ প্রথমবারের মতো শুক্র গ্রহের ক্লোজআপ ছবি পাঠায়।
১৪ নভেম্বর
১৯৭০ : জেমস বর নীল নদের উৎস আবিষ্কার করেন।
১৯৫৭ : বাহরাইন স্বাধীনতা লাভ করে।
১৫ নভেম্বর
১৯১৩ : রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।
১৯৩৬ : বার্লিনে প্রথমবারের মত একটি ফুটবল ম্যাচ টেলিভিশনে প্রদর্শিত হয়।
১৬ নভেম্বর
১৮৬৯ : পোর্ট সৈয়দে আনুষ্ঠানিকভাবে সুয়েজ খালের উদ্বোধন করা হয়।
১৯০১ : প্রথমবারের মত কোনো মোটর গাড়ী ১ মাইলের গতি অর্জন করে।
১৭ নভেম্বর
১৯৭০ : চাঁদে চলাচলের উপযোগী চন্দ্রযানসহ লুনা-১৭ চাঁদে অবতরণ করে।
১৮ নভেম্বর
১৮২০ : তনবি পাসার অ্যান্টার্কটিকা আবিষ্কার করেন।
১৯৫৭ : চট্টগ্রামে সিপাহীরা বিদ্রোহ ঘোষণাকরে।
১৯ নভেম্বর
১৮৬৩ : আব্রাহাম লিংকন তাঁর বিখ্যাত গেটিসবার্গ বক্তৃতা দেন।
১৯৪৬ : প্যারিসে ইউনেস্কোর প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।
২০ নভেম্বর
১৯১৪ : প্রথমবারের মত পাসপোর্টে ছবির ব্যবহার শুরু।
১৯৪৫ : নুরেমবার্গে নাৎসী যুদ্ধাপরাধীদের বিচার শুরু।
২১ নভেম্বর
১৭৮৩ : ফ্রাঁসোয়া রোজিয়ার ও মার্কি দ্য অবল্যান্ড প্যারিসে প্রথমবারের মত বেলুনে আরোহন করেন।
২২ নভেম্বর
১৯৬৩ : মার্কিন প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডি আততায়ীর হাতে নিহত হন।
২৩ নভেম্বর
১৫৪২ : মুঘল সম্রাট আকবর জন্মগ্রহণ করেন।
২৪ নভেম্বর
১৬৩৯ : জেরিমিয়াহ হরক প্রথমবারের মত শুক্র গ্রহের গতিবিধ পর্যবেক্ষণ করেন।
২৫ নভেম্বর
১৮৯২ : পিয়ের দ্য কুবার্তো অলিম্পিক পুনরায় প্রবর্তনের প্রস্তাব দেন।
১৯৭৫ : সুরিনাম স্বাধীনতা লাভ করে।
২৬ নভেম্বর
১৯২৮ : বৃটেনে প্রথমবারের মত সিজারিয়ান অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে যমজ সন্তানের জন্ম হয়।
১৯৪৩ : রুজভেল্ট, চার্চিল ও স্টালিনের মধ্যে তেহরান বৈঠক শুরু হয়।
২৭ নভেম্বর
১০০১ : পেশোয়ারের কাছে গজনীর সুলতান মাহমুদ রাজা জয়পালকে পরাজিত করেন।
১৯৭১ : কঙ্গোর নাম পাল্টে জায়ারে রাখা হয়।
২৮ নভেম্বর
১৯১৪ : প্রথমবারের মত কোনো প্রত্রিকা লন্ডনের দি টাইমস শক্তিচালিত ছাপাখানা ব্যবহার করে।
১৯১৯ : ইংল্যান্ডের প্রথম মহিলা এমপি পার্লামেন্টে আসন গ্রহণ করেন।
২৯ নভেম্বর
১৯৭৮ : রাওয়ালপিন্ডিতে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে।
৩০ নভেম্বর
১৮৪৪ : ইংল্যান্ডের প্রথম গোয়েন্দা গল্প প্রকাশিত।
১৮৭২ : পৃথিবীর প্রথম আন্তর্জাতিক ফুটবল ম্যাচ ইংল্যান্ড ও স্কটল্যান্ডের মধ্যে অনুষ্ঠিত।

মাসিক
ঢাকা কমার্স কলেজ দর্পণ

বিজয় দিবস সংখ্যা ১৯৯৬

স ॥ম্পা ॥দ ॥কী ॥য়

পঁচিশ বছরের শিক্ষা

বিজয়ের পঁচিশ বছর কেটে গেল। অনেক চড়াই-উৎড়াই এর মধ্য দিয়ে শিক্ষা ব্যবস্থায় অনেক পরিবর্তন এসেছে। সংবিধানে শিক্ষাকে মৌলিক অধিকারস্বরূপ স্থান দেয়া হয়েছে। প্রচুর সরকারী-বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরি হয়েছে। বাজেটে শিক্ষা খাতকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। '৯০-এ থাইল্যান্ডের জমতিয়ন ঘোষণায় স্বাক্ষর করে বাংলাদেশ সরকার 'সবার জন্য শিক্ষা' বাস্তবায়নে ওয়াদাবদ্ধ। '৯৩ থেকে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন কার্যকর হল।

এতকিছুর পরও বিজয়ের রজত জয়ন্তীতে এসে ভাবতে অবাক লাগে আজো এদেশের ৮ কোটিরও বেশী লোক নিরক্ষর। এ দীর্ঘ সময়েও এ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার তেমন গুণগত পরিবর্তন হয়নি। বৃটিশ আমলের কেরানী বানানোর ঘুণে ধরা পচা-বাসী শিক্ষা পদ্ধতি আজো প্রচলিত। পুঁথিগত শিক্ষার সাথে বাস্তব জীবনের অনেকাংশে মিল নেই। আজো অবহেলিত বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থা। দু'যুগ পুরনো কুদরত-ই-ক্ষুদা শিক্ষা কমিশনের অপরিবর্তিত রিপোর্ট আজ জনগণকে গিলতে বলা হচ্ছে। স্বাধীনতার পঁচিশ বছরেও রক্তে অর্জিত ভাষা 'বাংলা'-র মানোন্নয়ন সম্ভব হয়নি। আবার তথাকথিত বাংলা প্রিয়দের কবলে ছাত্র-সমাজের ঘাড়ে চেপে বসেছে 'কঠিন ইরেজী' নামক ভূত। ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা পদ্ধতির কারণে ৮০ শতাংশ শিক্ষার্থীকে আজ ইংরেজীতে ফেল করতে হচ্ছে। ছাত্রদের পাঠে অনাগ্রহ ও দলীয় রাজনীতিতে লোভ, কিছু শিক্ষকের ব্যবসায়িক মানসিকতা, কতিপয় শিক্ষা ব্যবস্থাপকের দুর্নীতি ও ঢিলেমী শিক্ষা মানোন্নয়নে বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আজো একটি যুগোপযোগী ও স্বয়ংসম্পূর্ণ 'শিক্ষানীতি' জুটেনি এদেশবাসীর কপালে। 'সীমিত আসন' ব্যবস্থার মাধ্যমে উচ্চ শিক্ষার দ্বার বন্ধ করে রাখা হয়েছে। সেশন জ্যামের মধ্যে বহু কষ্টে মাস্টার্স ডিগ্রীর সিঁড়ি পাড় হয়েও চাকুরী নামক সোনার হরিণ-এর পিছনে হন্যে হয়ে ছুটতে হচ্ছে। যদ্দরূন হচ্ছে মেধা পাচার, জনসম্পদ পাচার। দেশ হতে যাচ্ছে অলস লোকদের আশ্রয় কেন্দ্র, হচ্ছে পরনির্ভরশীল।

একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বিশ্ব দরবারে শির উঁচু করে দাঁড়াতে বাস্তবমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন দরকার। আর এজন্য বিগত ব্যর্থতাকে ঝেড়ে ফেলে সাফল্যকে অনুকরণ করে ছাত্র-শিক্ষক-জনগণকে সরকারের সহায়ক হতে হবে।

চিঠিপত্র

সোবহানের নম্বর জানতে চাই

এইচ এস সি পরীক্ষা '৯৬-এ বাণিজ্যে প্রথম স্থান অধিকারী ঢাকা কমার্স কলেজের ছাত্র মোঃ আব্দুস সোবহান কোন্ বিষয়ে কত নম্বর পেয়েছেন তা জানতে আমরা অনেকেই আগ্রহী।

মোঃ রায়হান উদ্দীন
দ্বাদশ শ্রেণী, ঢাকা সিটি কলেজ

পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, ঢাকা কমার্স কলেজ : সোবহানের বিষয়ভিত্তিক প্রাপ্ত নম্বর নিম্নরূপ : বাংলা ১ম পত্র ৬৩, বাংলা ২য় পত্র ৭১, ইংরেজী ১ম পত্র ৭৫, ইংরেজী ২য় পত্র ৫৩, বাণিজ্যনীতি ১ম পত্র ৭২, বাণিজ্যনীতি ২য় পত্র ৭২, অর্থনীতি ও বাণিজ্যিক ভূগোল ১ম পত্র ৭৩, অর্থনীতি ও বাণিজ্যিক ভূগোল ২য় পত্র ৬৯, হিসাবরক্ষণ ও হিসাববিজ্ঞান ১ম পত্র ৮৪, হিসাবরক্ষণ ও হিসাববিজ্ঞান ২য় পত্র ৮৩, চতুর্থ বিষয় (পরিসংখ্যান ১ম পত্র ৬৫ + ২৪ = ৮৯, পরিসংখ্যান ২য় পত্র ৭৩ + ২৫ = ৯৮) + ১০৭ = সর্বমোট ৮২২ নম্বর।

বিষয়ভিত্তিক প্রশ্নোত্তর চাই

ঢাকা কমার্স কলেজ দর্পণের লেখাপড়া পাতায় বিভিন্ন বিষয়ের বিভিন্ন প্রশ্নের মানসম্মত প্রশ্নোত্তর দেয়া হলে আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদের অনেক উপকার হত।

মোঃ গোফরান চৌধুরী
একাদশ শ্রেণী, তেজগাঁও কলেজ

বিভাগীয় সম্পাদক, লেখাপড়া বিভাগ : এ সংখ্যা থেকে দেখ।

অভিমত

ঢাকা কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অল্প সময়ের ব্যবধানে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছে। দক্ষ নেতৃত্বের কারণে তা সম্ভব হয়েছে। শিক্ষা-মনস্কতা, নিয়মানুবর্তিতা ও রাজনীতিমুক্ত পরিবেশ কলেজটিকে একটি স্বতন্ত্র মর্যাদা দিয়েছে। এ কলেজের পত্রিকা দর্পণ -এর প্রথম সংখ্যা দেখে আমি অভিভূত।

ওয়াকিল আহমদ, অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ ও
প্রাক্তন উপ-উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ঢাকা কমার্স কলেজের ছাত্র-শিক্ষক মাসিক ঢাকা কমার্স কলেজ দর্পণ নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেছেন। পত্রিকাটির মেকআপ, গেটআপ অত্যন্ত সুন্দর ও সময়োপযোগী হয়েছে। পত্রিকাটিতে কলেজের অতীত ইতিহাস, ফলাফল, ক্রম-ইতিহাস ইত্যাদি পড়ে শুধু মাত্র কলেজ ছাত্ররা নয়, যারাই এ পত্রিকাটি পড়বে তারাই উপকৃত হবে।

মাহবুবুল আলম তারা, সম্পাদক, সাপ্তাহিক অগ্রযাত্রা ও
সাবেক হুইপ, জাতীয় সংসদ।

ঢাকা কমার্স কলেজ দর্পণ-এর প্রথম সংখ্যা হাতে পেয়ে প্রীত হয়েছি। এতে একদিকে আছে এই শিক্ষায়তন সম্পর্কে নানারকম খবরাখবর। অন্যদিকে আরো কিছু জ্ঞাতব্য তথ্য। আশা করি, আরেকটু সযত্ন প্রচেষ্টার ফলে এর পরবর্তী সংখ্যাগুলো আরো আকর্ষণীয়, তথ্যপূর্ণ ও মননশীল হয়ে উঠবে।

আনিসুজ্জামান, অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ঢাকা কমার্স কলেজ দর্পণের প্রথম সংখ্যা হাতে পেয়ে আনন্দিত হয়েছি। এতে কলেজ কার্যাবলীর সাথে অন্যান্য সংবাদও প্রকাশিত হয়েছে। তবে পত্রিকাটির একটি চিত্তাকর্ষক, উন্নত, পৃথক প্রচ্ছদ হলে আরো ভাল হত।

আবদুল কুদ্দুস, প্রফেসর, মার্কেটিং বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ঢাকা কমার্স কলেজের প্রকাশনা দর্পণ-এর প্রথম সংখ্যা সম্পর্কে একথায় বলব, ভালো। দর্পণ-এর চেহারা সুন্দর। তবে প্রথম পৃষ্ঠায় ছাত্র-ছাত্রীদের কর্মতৎপরতার ছবি সন্নিবেশ করলে ভালো হয়। ধীরে ধীরে এই প্রকাশনায় প্রতিভাবান শিক্ষার্থীদের নির্বাচিত সাক্ষাৎকার, তাদের আশা আকাংখার কথা প্রকাশ করা যেতে পারে। তারা ছোটখাট লেখাও ছাপাতে পারেন। অন্যান্য বিষয়, যেমন কলেজের বিভিন্ন কর্মকান্ডের খবরাখবর ঠিকই আছে। ছাপা ভালো। তবে অক্ষরগুলো কোথাও কোথাও খুবই ছোট।

আবদুল্লাহ্ আল-মামুন, নাট্যকার, অভিনেতা ও প্রযোজক।

ঢাকা কমার্স কলেজ দর্পণ প্রকাশের জন্য উদ্যোক্তাদের অভিনন্দন জানাই। পত্রিকাটির অনেক কিছুই ভাল লেগেছে। তবে ডিজাইন ও লেখার বিষয় বিন্যাসে ও শিরোনাম নির্ধারণে আরো যত্নশীল হওয়া দরকার।

এম এস আলম, পরিচালক, বাংলাদেশ উন্নয়ন পরিষদ।

শিক্ষাজগতে নন্দিত একটি প্রতিষ্ঠান ঢাকা কমার্স কলেজ হতে প্রকাশিত ঢাকা কমার্স কলেজ দর্পণ নামক মাসিক পত্রিকাটির ১ম সংখ্যাটি পৃথক স্বকীয়তায় স্বাতন্ত্র্যধর্মী। পত্রিকাটির সর্বত্র মনোযোগ, যত্ন এবং সৌন্দর্যজ্ঞানের লক্ষণ সুস্পষ্ট। বিষয় বৈচিত্র্যের বাহুল্য এর আরেকটি নজরকাড়া দিক। শিক্ষা বিস্তার, আনন্দ দান, জ্ঞান বিস্তার প্রভৃতি সকল বিষয়েই পত্রিকাটি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হবে বলে আমি আশাবাদী।

ইসহাক বাড়ৈ, ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক, সাপ্তাহিক অহরহ, পাক্ষিক স্বর্গমর্ত।

শ্রেষ্ঠ কলেজ ঢাকা কমার্স কলেজ ঢাকা কমার্স কলেজ দর্পণ প্রকাশ করে আর এক শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করল। তবে দেশে এরূপ অনেক পত্রিকাই বের হয়, কয়েক সংখ্যা প্রকাশের পরই যার মৃত্যু ঘটে। সংশ্লিষ্ট সকলকে এ নেগেটিভ বিষয়টিও ভাবতে হবে।

জাকির হোসেন, সহাযোগী অধ্যাপক, ফিন্যান্স এণ্ড ব্যাংকিং বিভাগ, রাজশাহী বিশ্বঃ

সম্পাদক, ঢাকা কমার্স কলেজ দর্পণ ঃ ঢাকা কমার্স কলেজ দর্পণ সম্বন্ধে যাঁরা উপরোক্ত মতামত জানিয়েছেন ও স্থানাভাবে যাঁদের অভিমত প্রকাশ করা গেল না এবং যাঁরা বিভিন্ন সময়ে সাক্ষাতে, ফোন করে পরামর্শ দিয়েছেন তাঁদের সকলের নিকট আমরা কৃতজ্ঞ। আপনাদের পরামর্শ ও সহযোগিতা দর্পণ-এর মানোন্নয়ন ও নিয়মিত প্রকাশনায় সহায়ক হবে নিশ্চয়।

মাসিক
তথ্য ও তত্ত্ববহুল
ঢাকা কমার্স কলেজ দর্পণ
THE MONTHLY DHAKA COMMERCE COLLEGE DARPON

১ম বর্ষ ❑ ২য় সংখ্যা ❑ ডিসেম্বর ১৯৯৬ ❑ ৮ পৃষ্ঠা

ঢাকা মহানগরী জোন আন্তঃকলেজ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা
ঢাকা কমার্স কলেজের সাফল্য

চারটি ইভেন্টে বিজয়ী শোয়াইব

নূরুল আলম ভূঁইয়া ।। গত ১৪ নভেম্বর মিরপুর জাতীয় স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ঢাকা মহানগরী জোন আন্তঃকলেজ উচ্চ মাধ্যমিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ১৯৯৬-৯৭-এ ৫টি ইভেন্টে ঢাকা কমার্স কলেজের ছাত্ররা বিজয়ী হয়েছে। ৪০০ মিটার দৌড়ে প্রথম হয়েছে মোঃ শোয়াইব হোসেন, ১৫০০ মিটার দৌড়ে দ্বিতীয় মোঃ শোয়াইব হোসেন, ৮০০ মিটার দৌড়ে ৩য় মোঃ মনিরুল ইসলাম, ৪ × ১০০ মিঃ রিলে দৌড়-এ ঢাকা কমার্স কলেজ দল ৩য় এবং উচ্চ লম্ফে ৩য় মোঃ শোয়াইব হোসেন। উল্লেখ্য, একাদশ ১ম বর্ষের ছাত্র শোয়াইব ৪টি বিষয়ে অংশ গ্রহণ করে প্রত্যেকটিতেই পুরস্কার লাভ করেছে।

সাধারণ জ্ঞান ক্লাব গঠিত

দর্পণ রিপোর্ট।। গত ২০ নভেম্বর ঢাকা কমার্স কলেজ সাধারণ জ্ঞান ক্লাবের প্রথম উপদেষ্টা ও কার্যকরী পরিষদ গঠন করা হয়।

ক্লাবের প্রধান পৃষ্ঠপোষক : প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইসলাম ফারুকী, পৃষ্ঠপোষক : প্রফেসর মোঃ মুতিয়ুর রহমান, উপদেষ্টা : সকল বিভাগীয় প্রধান/চেয়ারম্যানগণ এবং মডারেটর : শামীম আহসান।

কার্যকরী পরিষদের মনোনীত সদস্যগণ

সভাপতি : মোহাম্মদ ইলিয়াছ, সহ-সভাপতি : মোঃ জাহাঙ্গীর আলম শেখ, সাধারণ সম্পাদক : মোহাম্মদ সরওয়ার, যুগ্ম সম্পাদক : এস এম আলী আজম, সহ-সাধারণ সম্পাদক : কামরুজ্জামান আকন, কোষাধ্যক্ষ : নাঈম মোজাম্মেল, দপ্তর সম্পাদক : এইচ এম গোলাম কবীর, প্রচার সম্পাদক : শামীমুল হক, বহিঃযোগাযোগ সম্পাদক : আফজালুর রশীদ, সামাজিক কর্মকাণ্ড ও আপ্যায়ন সম্পাদক : সৈয়দা তপা হাশেমী ও শাহানা ইয়াসমিন, কার্যকরী সদস্য (শিক্ষক) : মোঃ ওয়ালি উল্যাহ, মাওসুফা ফেরদৌসি, ইউনুছ হাওলাদার ও আব্দুর রহমান, কার্যকরী সদস্য (ছাত্র) : প্রতি শ্রেণী/শাখা থেকে ১জন করে।

ঢাকা কমার্স কলেজ
জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

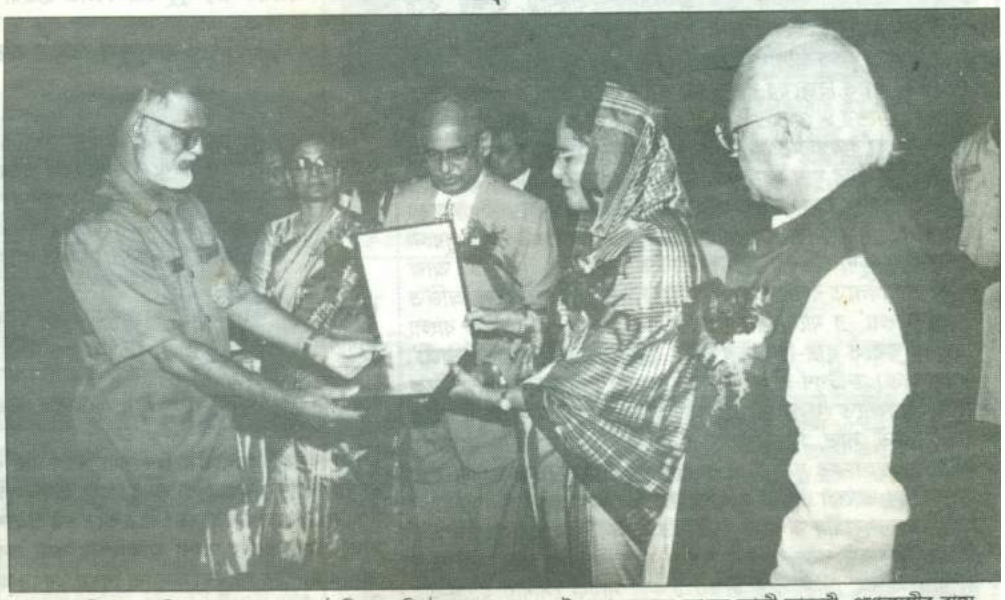
প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছ থেকে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সনদ ও ক্রেষ্ট গ্রহণ করছেন অধ্যক্ষ কাজী ফারুকী, প্রধানমন্ত্রীর বামে শিক্ষামন্ত্রী এ এস এইচ কে সাদেক, ডানে শিক্ষা সচিব আব্দুল্লাহ হারুন পাশা ও অতিরিক্ত সচিব অধ্যাপিকা তাহমিনা হোসেন

দর্পণ রিপোর্ট।। জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ '৯৬ উপলক্ষে ঢাকা কমার্স কলেজ জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে নির্বাচিত হয়েছে। গত ৪ নভেম্বর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিকট থেকে ঢাকা কমার্স কলেজ-এর সনদপত্র ও ক্রেষ্ট গ্রহণ করেন কলেজ অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইসলাম ফারুকী।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে আয়োজিত জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহের এ পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী এ এস এইচ কে সাদেক। বক্তৃতা করেন শিক্ষা সচিব আবদুল্লাহ হারুন পাশা ও অতিরিক্ত শিক্ষা সচিব অধ্যাপিকা ডঃ তাহমিনা হোসেন। প্রধানমন্ত্রী অনুষ্ঠানে দেশের ৩০টি শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৪৪ জন শ্রেষ্ঠ শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় বিজয়ী দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১২৬ জন ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে পদক ও প্রশংসাপত্র বিতরণ করেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'শিক্ষিত জাতি গড়ে তোলার জন্য সরকার গুণীজনের মেধা ও কর্মের স্বীকৃতি দিতে সব সময়ই অকুণ্ঠ। যাঁরা শিক্ষাক্ষেত্রে কৃতিত্বপূর্ণ অবদান রাখবেন তাদেরকে স্বীকৃতি দিতে সরকারের কোন কার্পণ্য থাকবে না। পুরস্কারপ্রাপ্তদের অভিনন্দন জ্ঞাপন করে তিনি বলেন, একটি কথা মনে রাখবেন, শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন যেমন কঠিন তা ধরে রাখাও তেমন কঠিন।

অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী ফারুকী শ্রেষ্ঠত্বের পুরস্কার গ্রহণ করে কলেজে আসলে এক আনন্দঘন পরিবেশের সৃষ্টি হয়। একই দিনে শিক্ষক কনফারেন্স কক্ষে এক আনন্দ সভায় শিক্ষক পরিষদের পক্ষ থেকে শিক্ষক পরিষদের সচিব জনাব বদিউল আলম অধ্যক্ষকে ফুলের শুভেচ্ছা জানান। এ সময়ে বক্তব্য রাখেন অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ ও বাণিজ্য অনুষদের ডীন।

ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারী সম্মিলন

জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পুরস্কার লাভের কারণে গত ৬ নভেম্বর কলেজ ভবনে ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারী সম্মিলন হয়। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী ফারুকী, উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মুতিয়ুর রহমান, বাণিজ্য অনুষদের ডীন শফিকুল ইসলাম, কলা অনুষদের ডীন আব্দুল কাইয়ুম, প্রাক্তন শিক্ষক ফেরদৌসী খাঁন ও কামরুন নাহার সিদ্দিকী, অফিস সহকারী আলী আহাম্মদ ও আরো অনেকে। অনুষ্ঠানের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন বাংলা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত বিভাগীয় প্রধান মোঃ সাইদুর রহমান মিঞা। অনুষ্ঠানে বক্তাগণ তাদের বক্তব্যে কলেজের পুরানো দিনের কথা, ইতিহাস, সুখ-দুঃখের ঘটনার অবতারণা করেন। অনুষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা ও শিক্ষা সম্পূরক বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন অধ্যক্ষ কাজী ফারুকী। অধ্যক্ষ শেষে সকল শিক্ষককে ফুলের

ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারী সম্মিলনে বক্তব্য রাখছেন অধ্যক্ষ

হিসাববিজ্ঞান বিভাগের

অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সপ্তাহ

গত ৩ থেকে ৯ই অক্টোবর ঢাকা কমার্স কলেজ হিসাববিজ্ঞান বিভাগের অভ্যন্তরীন ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পালিত হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

৩রা অক্টোবর কলেজ হলরুমে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, চলচ্চিত্র পরিচালক অধ্যাপক ডঃ হুমায়ূন আহমেদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন কলেজ অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী। সভাপতিত্ব করেন হিসাব বিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আবদুছ ছাত্তার মজুমদার। বক্তব্য রাখেন বিভাগীয় শিক্ষক জনাব মোঃ নূর হোসেন, বাণিজ্য অনুষদের ডীন জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম।

কলেজ উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ মুতিয়ুর রহমান বলেন, হিসাব বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র শিক্ষকগণ কেবল হিসাব নিকাশ করার কাজই করেনা ; তারা আনন্দ বিনোদনও করে।

অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী ফারুকী বলেন, ডঃ হুমায়ূন আহমেদকে এ কলেজে আনার জন্য আমি অনেক আগেই সিদ্ধান্ত নিয়েছি। হিসাব বিজ্ঞান বিভাগ জনাব আহমেদকে আমন্ত্রণ করায় আমি আনন্দিত।

প্রধান অতিথি ডঃ হুমায়ূন আহমেদ ছাত্র শিক্ষক সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, আমি আগে কখনও ভাবতে পারিনি মিরপুরে এমন এক বিশাল কলেজ রয়েছে। শাড়ি পরা ছাত্রীদের দ্বারা ফুলের পাঁপড়ি ছিটানো ও চাকচিক্যময় মঞ্চ সাজানো দেখে আমি সত্যিই অভিভূত। তিনি বিভিন্ন উদাহরণ দিয়ে বুঝালেন—লেখকের চলাফেরা, সুরতহাল আর লেখার মাধ্যমে ব্যবধান রয়েছে। লেখক যা লিখেন তিনি হয়তো তা নাও করতে পারেন। তিনি বলেন, আমি অনেক গল্প লেখক, হাস্য কৌতুক অভিনেতার-লেখা দেখেছি যারা বাস্তবে নিরস বা রুঢ় ব্যবহার করেন।

জনাব আহমেদ বলেন, "আমার লিখিত 'এবং হিমু' ও 'বিড়াল' উপন্যাস পড়ে এক সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে 'হিমুর মত এবং এক ক্যাডেট ছেলে বিড়ালের মত আচরণ শুরু করে দেয় এবং শেষ পর্যন্ত তাদের চিকিৎসা করতে মনোবিজ্ঞানী হয়ে আমাকেই যেতে হয়।"

তিনি তাঁর বক্তব্যের Moral টেনে বলেন, "**আমার বিশ্বাস ছাত্র ছাত্রীরা কোন উপন্যাস বা গল্প পড়ে মানসিক ভারসাম্য হারাবে না। এগুলো আসলে** সাময়িক আনন্দ, সমাজ ব্যবস্থাকে জানা ও আত্মসচেতন করার জন্য।"

হিসাব বিজ্ঞান বিভাগের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন ডঃ হুমায়ূন আহমেদ

পরে অধ্যক্ষ প্রধান অতিথির হাতে হিসাব বিজ্ঞান বিভাগের মনোগ্রাম খচিত ক্রেষ্ট তুলে দেন। বিভাগীয় চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আবদুছ ছাত্তার মজুমদার বলেন, আমরা এ ধরনের এক অনুষ্ঠান করতে পেরে সত্যি আনন্দিত। অনুষ্ঠান শেষে আসার পথে জনাব আহমেদ সুন্দর কলেজ সংগীত রচনার জন্য জনাব হাসানুর রশীদকে ধন্যবাদ জানান। পরে জনাব আহমেদ কলেজের বিভিন্ন কক্ষ ও লাইব্রেরী ঘুরে দেখেন। সবশেষে কনফারেন্স কক্ষে শিক্ষকদের সঙ্গে এক চা চক্রের উপস্থিত হয়ে জনাব আহমেদ বলেন, সত্যিই আমি আপনাদের ব্যবহারে মুগ্ধ।

ক্রীড়া অনুষ্ঠান

হিসাব বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র ছাত্রীবৃন্দ গত ৩ থেকে ৯ অক্টোবর বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। ক্যারম একক-এ ১ম হয়েছে নূরে আলম সিদ্দিকী (A ৩৪), দাবা (ছেলে) ১ম জসিম উদ্দিন সরকার (MA ১২), টেবিল টেনিস একক ১ম সালাহ উদ্দিন আহমেদ (A ৭৭), সাইক্লিং-এ ১ম- হায়দার আলী (A ৪৬), শ্যুটিং এ ১ম হান্নান মিয়া (A ৬১), দাবা (মেয়ে) ১ম আলী ফাতেমা কামরুন নাহার (MA ২৬), ক্যারম (মেয়ে) আসমা আক্তার উর্মি (A ৭৬), শ্যুটিং (মেয়ে) আসমা আক্তার উর্মি।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

হিসাব বিজ্ঞান বিভাগ আয়োজিত সাং
অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বিষয়ে ছাত্র ছাত্রীরা প্রতি
অংশগ্রহণ করে। কোরআন তেলোওয়াত এ
ও নাত-এ ১ম মোঃ মাহফুজ আলম (
ধারাবাহিক গল্প বলায় ১ম রোকসানা জাফ
(A ৫৯), আবৃত্তিতে ১ম আফরোজা সুলত
(A ৮), দেশাত্ববোধক গান ও রবীন্দ্রসংগী
বিষয়ে ১ম মোহসেন আরা সালাম (A ৯৭)।

সেমিনার

হিসাব বিজ্ঞান বিভাগের উদ্যোগে গত ১৩
'দৈনন্দিন জীবনে হিসাব রক্ষনের প্রয়ো
বিষয়ে সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে
পাঠ করেন হিসাব বিজ্ঞান বিভাগের প্রভা
জাহাঙ্গীর আলম শেখ। প্রবন্ধটি রচনা করেন
শিক্ষক জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম শেখ
আফজালুর রশিদ।

সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন ঢাকা
হিসাব বিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যা
মাহফুজুর রহমান। অধ্যাপক রহমান
প্রাত্যহিক জীবনে সকলেরই হিসাব সচে
হয়। যার হিসাব জ্ঞান নেই তাকে অবশ্য
সায়াহ্নে কষ্ট ও দুঃখ ভোগ করতে হয়।
বিশেষ অতিথি ছিলেন অধ্যক্ষ প্রফেসর
ফারুকী, সেমিনারে মূখ্য আলোচক ছিলেন
প্রফেসর মোঃ মুতিয়ুর রহমান, আলোচক
ফিন্যান্স বিভাগের চেয়ারম্যান মোঃ নুর হো
আলোচনায় অংশ নেয় ছাত্র মাহমুদ হাসান
আশিকুর রহমান, মাহফুজুর রহমান,
হোসেন, ও ফরিদ উদ্দিন। সেমিনারের প্র
সভাপতিত্ব করেন জনাব মোঃ আবদুছ
মজুমদার ও দ্বিতীয় পর্বে সভাপতিত্ব করেন
অনুষদের ডীন জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম

পুরস্কার বিতরণ ও বার্ষিক ভে

নভেম্বরের শেষ দিকে ক্রীড়া ও সাং
প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মধ্যে আনুষ্ঠানি
পুরস্কার বিতরণ করা হবে এবং বিভাগীয় ছ
ও কলেজের সকল শিক্ষকদের জন্য বার্ষিক

হিসাব বিজ্ঞান বিভাগ আয়োজিত সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন
অতিথি অধ্যাপক মাহফুজুর রহমান

ব্যবস্থা করা হবে। এ দিনে 'দি একাউন্টে
একটি বিভাগীয় বার্ষিকী প্রথমবারের মত প্র
হবে।

মোঃ আফজাল

আমাদের সোনার ছেলেরা

ঢাকা কমার্স কলেজের অনন্য সাধারণ ফলাফল শুরু থেকেই। চলতি বছরও তার ব্যাত্যয় ঘটেনি। বরং আমাদের সোনার ছেলে-মেয়েরা কলেজের গত বছরের গৌরবদীপ্ত রেকর্ড ভেঙ্গে এবছর গড়েছে আরো দীপ্তিময় ও অহংকারী রেকর্ড। মেয়েদের মেধা তালিকায় দু'জন সহ এবছর মোট ১৩ জন ছাত্র-ছাত্রী ঢাকা কমার্স কলেজ থেকে ঢাকা বোর্ডের বাণিজ্য বিভাগে মেধা তালিকায় স্থান পেয়েছে।

উল্লেখ্য, ১৩ জনের মধ্যে মাত্র একজনই ১৯৯৪-এর এস. এস. সি. পরীক্ষায় মেধা তালিকায় স্থান পেয়েছিল। গত ১৭ই অক্টোবর তারিখে এইচ. এস. সি. পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হলে কলেজের মেধাবী ছাত্র ছাত্রীরা তাদের প্রিয় কলেজে এসে শিক্ষকদের সঙ্গে দেখা করে ; প্রকাশ করে তাদের অনুভূতি ; ব্যক্ত করে তাদের ইচ্ছা আর আকাঙ্খাগুলো।

বাণিজ্য বিভাগের সম্মিলিত মেধা তালিকায় প্রথম স্থান অধিকারী **মোঃ আবদুস সোবহান** তার গৌরবময় সাফেল্যের জন্য সর্বপ্রথম মহান আল্লাহর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। সোবহানের মোট নম্বর ছিল ৮২২। সে হিসাব বিজ্ঞান ও পরিসংখ্যানে লেটার নম্বর পায়। সে নিয়মিত ৫/৬ ঘন্টা পড়াশুনা করতো। বই পড়া ও গান শুনা সোবহানের শখের বিষয়। ঢাকা কমার্স কলেজ সম্পর্কে মন্তব্য করতে বললে সে বলে, "বাণিজ্য শিক্ষার একমাত্র প্রতিষ্ঠান হিসাবে ঢাকা কমার্স কলেজের ভূমিকা অপরিসীম। ঢাকা কমার্স কলেজের শিক্ষকদের আন্তরিকতা ও উন্নত শিক্ষাদান পদ্ধতিই আমার সাফল্যের প্রধান কারণ।" তার মতে ছাত্রদের রাজনীতি সচেতন থাকা উচিত, কিন্তু প্রত্যক্ষ রাজনীতি করা উচিত নয়। সোবহানের প্রিয় ব্যক্তিত্ব প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী। সে ভবিষ্যতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হয়ে দেশ সেবা করতে চায়। তার পিতা (মৃত) মোঃ মোসলেম আলী সিকদার ও মাতা মিসেস চাঁদবরু বিবি।

সাইফুল আলম (সেতু) মেধা তালিকায় সপ্তম হয়। সে হিসাব বিজ্ঞান ও শর্টহ্যাণ্ড বিষয়ে লেটার মার্কস পায়। মোট নম্বর ছিল ৮০৩। সেতু তার ফলাফলের জন্য বাবা, মা, বড় ভাই ও কলেজ শিক্ষকদের নিকট কৃতজ্ঞ। তার প্রিয় শখ বই পড়া ও মুদ্রা সংগ্রহ করা। ঢাকা কমার্স কলেজ সম্পর্কে সেতু বলল, "বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক শিক্ষাঙ্গনে নিয়মিত ও নির্বিঘ্নে সঠিক উপায়ে লেখাপড়ার জন্য ঢাকা কমার্স কলেজ একটি আদর্শ স্থান।" সেতু Business Administration-এ উচ্চতর ডিগ্রী অর্জন করতে ইচ্ছুক।

অষ্টম স্থান অধিকারী **মোঃ তৌফিকুল ইসলাম (শ্যামল)** দিনে গড়ে ৪ ঘন্টা লেখাপড়া করতো। তার মতে নিয়মিত পড়াশুনা করা এবং ভালো ক্লাশনোট তৈরি ও অনুসরণের মাধ্যমে ভালো ফলাফল করা সম্ভব। শ্যামল কমার্স কলেজ সম্পর্কে শ্যামল বলে, "ব্যতিক্রমধর্মী এ কলেজের প্রতিটি প্রেক্ষাপট শিক্ষার্জনে সহায়ক, সর্বোচ্চ সহযোগিতা করা এ কলেজের শিক্ষকদের সহজাত বৈশিষ্ট্য। এ প্রতিষ্ঠান তাই প্রকৃতই উজ্জ্বল শিক্ষা ক্ষেত্র।"

মেয়েদের মেধা তালিকায় তৃতীয় স্থান অধিকারী

উচ্চমাধ্যমিকে সারা দেশে বাণিজ্য বিভাগে প্রথম আব্দুস সোবহান

দারিদ্র্যের কঠিন শেকল ভেঙ্গেছে যে তরুণ

Sobhan aspires to be a teacher

Staff Correspondent

Sobhan wants to be a teacher

by Staff Reporter

প্রতিভার কাছে পরাভূত দারিদ্র্য

কৃতী ছাত্র সোবহান সম্বন্ধে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ

১ম : সোবহান

২টি লেটার সহ ৮০০ নম্বর পায়। ঢাকা

সারওয়াত আমিনা (রুবাব) বাণিজ্য বিভাগে সম্মিলিত মেধা তালিকায় দশম হয়। তার প্রাপ্ত নম্বর ছিল ৭৯১। রাজনীতি সচেতন হয়েও সে ছাত্ররাজনীতির বিরোধী। অবসর সময়ে রুবাব গল্পের বই পড়ে। মাটির তৈরি জিনিসে রং করা তার শখের কাজ। রুবার এর প্রিয় ব্যক্তিত্ব তার বাবা, মা এবং ড. আবদুল্লাহ আল মুতি শরফুদ্দিন।

মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন (মিলু) হিসাব বিজ্ঞান ও পরিসংখ্যানে লেটার সহ মোট ৭৮৯ নম্বর পেয়ে মেধা তালিকায় ১১ তম স্থান অধিকার করে। ভবিষ্যতে সে Business Administration-এর উপর উচ্চতর ডিগ্রী অর্জনের পাশাপাশি Economics-এ মাস্টার্স করতে ইচ্ছুক। বাংলাদেশে ছাত্র রাজনীতির নামে যে সন্ত্রাসবাদ এবং Nasty Politics চলছে তার বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছে জাহাঙ্গীর।

২টি লেটার সহ ৭৮৬ নম্বর পেয়ে মেধা তালিকায় ১৪ তম স্থান অধিকার করে **মোঃ শাহরিয়ার আকতার (বাবু)**।

১৬ - এর পাতায় দেখুন

৭ম : সাইফুল

৮ম : তৌফিকুল

১০ম : সারওয়াত

১১তম : জাহাঙ্গীর

১৪তম : শাহরিয়ার

১৫তম : ইমরান

১৭তম : মোর্তজা

১৮তম : তারিকুল

১৮তম : মঈনুল

১৯তম : শামীমা

৯ম (মেয়ে) : সাহিদা

১০ম (মেয়ে) : মালকা

পর্যটন মাস উপলক্ষ্যে

শিক্ষকদের উত্তরবঙ্গ ভ্রমণ

দেশকে জানার অসীম আগ্রহের আরো একধাপ অতিক্রম করলো ঢাকা কমার্স কলেজের শিক্ষকবৃন্দ। সুযোগ পেলেই কলেজ ছাত্র ও শিক্ষকরা বের হয়ে পড়েন প্রকৃতির দৃশ্য অবলোকনের জন্য, ঐতিহাসিক বা গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেখার জন্য।

অক্টোবর মাস পর্যটন মাস উপলক্ষে গত ৪ থেকে ৮ই অক্টোবর আমরা উত্তরবঙ্গ ভ্রমণে রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া, পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, লালমনিরহাট, নীলফামারী, গাইবান্ধা, জয়পুরহাট ও নওগাঁ জেলার বিভিন্ন আকর্ষণীয় ও ঐতিহাসিক স্থান ভ্রমণ করি। দলের নেতৃত্বে ছিলেন অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইসলাম ফারুকী। সমন্বয়কারী ছিলেন মার্কেটিং বিভাগের চেয়ারম্যান, মোঃ জাহিদ হোসেন সিকদার। দলের অন্যান্য সদস্যরা হলেন বাংলা বিভাগের প্রধান মোঃ রোমজান আলী, ইংরেজী বিভাগের সাদিক মোঃ সেলিম, ব্যবস্থাপনা বিভাগের শেখ বশির আহমেদ, মোঃ বদিউল আলম, মোঃ নূরুল আলম ভূঁঞা ও এস এম আলী আজম, হিসাব বিজ্ঞান বিভাগের মোঃ মোস্তাক আহমেদ, মার্কেটিং বিভাগের মোঃ কামরুজ্জামান আকন, পরিসংখ্যান বিভাগের প্রধান মোঃ ইলিয়াছ ও শমীমুল হক এবং সেক্রেটারিয়াল সাইন্স বিভাগের প্রধান মোঃ আবু তালেব।

তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্পে অধ্যক্ষসহ শিক্ষকবৃন্দ, সর্ব ডানে ড্রাইভারদয়

আমরা ৪ঠা অক্টোবর সকাল ৬টায় ঢাকা থেকে যাত্রা করি। রাতে রংপুরের দেওয়ানীস্থ তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্পের পরিদর্শন বাংলোতে থাকি। ৫ই অক্টোবর ইঞ্জিনিয়ার সাইদুর রহমান ও মোঃ আবদুল হাকিম ব্যারেজ প্রকল্প ঘুরিয়ে দেখান। বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সেচ প্রদান ও পানি নিস্কাশন এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য। তিস্তা নদীতে বাঁধ দিয়ে পানি প্রবাহের একটি অংশ সেচ খালের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত করিয়ে প্রায় ৫ লক্ষ ৪০ হাজার হেক্টর জমিতে খরা মৌসুমে সেচ প্রদান করা হয়। বৃহত্তর রংপুর, দিনাজপুর ও বগুড়া জেলার ৩৩টি থানা এই তিস্তা ব্যারেজের সেচ এলাকাভুক্ত। প্রকল্পটি উত্তরবঙ্গের জনগণের জন্য বাড়তি ফসল উৎপাদন, বনায়ন, কর্মসংস্থান, বিনোদন ও পর্যটন সুবিধা নিয়ে এসেছে। দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি প্রকল্পটি বিভিন্ন কারণে অর্থাৎ বিশ্ব ব্যাংক, ভারত সহ কয়েকটি দেশ ও সংগঠনের বিরোধীতার জন্য আজ হুমকির সম্মুখীন।

প্রকল্প স্থান থেকে আমরা চলে যাই ৪০ কি: মি: দূরে অবস্থিত দহগ্রাম অঙ্গরপোতা ছিটমহলে। এটি লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রামে অবস্থিত। তবে ছিটমহলে প্রবেশের জন্য রয়েছে ভারত নিয়ন্ত্রিত তিনবিঘা করিডোর। করিডোরটির দৈর্ঘ্য ১৭৮ মিটার ও প্রস্থ ৭৫ মিটার। সেখানের লোকজনের জীবনযাত্রা সম্পর্কে আমরা খোঁজ খবর নেই। অতঃপর সেখান থেকে চলে আসি রংপুরে। রংপুর থেকে ৪০ কি: মি: দূরে সৈয়দপুরে যাই। এবং বাংলাদেশের বৃহত্তম রেলওয়ে কারখানা পরিদর্শন করি। সৈয়দপুরে রয়েছে পুরানো দিনের রেলওয়ে ইঞ্জিন।

সৈয়দপুর থেকে পঞ্চগড় সুগারমিলে যাই। এটি ১৯৬৫ সালের ২৮ শে আগষ্ট স্থাপিত। কারখানা পরিদর্শন শেষে মিল ব্যবস্থাপক মীর্জা আজিম আহমেদের সৌজন্যে আমরা লাঞ্চ করি।

অতঃপর সেদিন চলে যাই বাংলাদেশের সর্ব উত্তর সীমান্ত পঞ্চগড় জেলার তেঁতুলিয়া থানায় বাংলা বান্ধা ইউনিয়নে। ঢাকা থেকে বাংলাবান্ধার দূরত্ব ৫৩২ কি: মি:। পরিষ্কার আকাশে এখান থেকে ভারতের কাঞ্চনজঙ্গা দেখা যায়।

৭ই অক্টোবর আমরা ঠাকুরগাঁও থেকে দিনাজপুরের পথে রওয়ানা হই। দিনাজপুর থেকে ২২ কি: মি: দূরের কান্তাজীর মন্দিরে যাই। আত্রাই ও ডেপা নদীর মোহনায় মনোরম এক পরিবেশে ১৭৫২ খ্রীস্টাব্দে রাজা প্রাণনাথ এ মন্দিরের নির্মাণ কাজ শুরু করেন এবং তার পুত্র বামনা নির্মাণ শেষ করেন। মন্দিরের দেয়ালের অতিসুক্ষ্ম টেরাকোটার নক্সা আপন হৃদয় কেড়ে নেয়। আমরা দিনাজপুর শহর থেকে ৮ কি: মি: দক্ষিণে রামসাগর দীঘি দেখতে যাই। বিশাল দীঘির চারিদিকে রয়েছে সবুজ প্রান্তর, পিকনিক কর্ণার, রেষ্ট হাউজ এবং ক্যাফেটেরিয়া। দীঘির পাশে শিশু পার্কে নির্মিত হচ্ছে ভাস্কর্য চিড়িয়াখানা। রামসাগর দীঘি খনন করেন রাজা রাম নাথ। খনন সময় হচ্ছে ১৭৫০-১৭৫৫ ইংরেজী সাল। এর দৈর্ঘ্য ১১৩৩ গজ এবং প্রস্থ ৪০০ গজ। এই দীঘিকে নিয়ে রয়েছে সুন্দর উপকথা।

রামসাগর থেকে আমরা দিনাজপুর কে. বি. এম কলেজ এবং দিনাজপুর সরকারী কলেজে যাই। সেখান থেকে আমরা চলে যাই বাংলা হিলি চেক পোষ্ট হয়ে জয়পুরহাট সরকারী কলেজ। কলেজ পরিদর্শনের পর পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহারের উদ্দেশ্যে আমরা রওনা হই। রাজা ধর্ম পাল কর্তৃক অষ্টম শতাব্দীতে এই বিহার নির্মিত হয়। বিহারটির উত্তর দক্ষিণে মিলে আয়তন ১২২ ফুট এবং পশ্চিমে ৯১৯ ফুট। বৌদ্ধ পণ্ডিত শ্রীজ্ঞান অতীশ দিপঙ্কর এখানে কয়েক বছর অবস্থান করেছিলেন। পাশেই রয়েছে বৌদ্ধ আমলের স্থাপত্যকীর্তি সমৃদ্ধ যাদুঘর, পাহাড়পুর সংলগ্ন মালঞ্চ গ্রাম। এখানে রয়েছে সত্যপীরের ভিটা।

পাহাড়পুর থেকে আমরা বগুড়া চলে আসলে কেউ কেউ নট্রামস হোস্টেলে কেউ কেউ সার্কিট হাউসে থাকি। নট্রামস এর বিশাল ভবন ও প্রকল্প দেখে মুগ্ধ হলাম।

৮ই অক্টাবর আমরা বগুড়া শহরের ১২ কি: মি: উত্তরে মহাস্থান গড়ে যাই। আমরা কৃত্রিম পাহাড়ের উপর অবস্থিত শাহ সুলতান শামী সাওয়ার বলখী (রহঃ) এর মাজার শরীফ জিয়ারত করি। পরে আমরা গোকুলে বেহুলা লক্ষিন্দরের লোহার বাসর ঘর ভ্রমণ করি। প্রত্নতত্ব বিভাগ এখানে ১৯৩৪-৩৬ সালে খনন কার্য চালায়। গোকুল থেকে আমরা বগুড়ার আজিজুল হক সরকারী কলেজ পরিদর্শনে যাই। এখানে বিভিন্ন ছাত্র/ছাত্রীর প্রশ্নের জবাব দেন আমাদের অধ্যক্ষ স্যার। এরপর আমরা এক মণ দই নিয়ে ঢাকায় ফিরে আসি।

মোঃ কামরুজ্জামান আকন
প্রভাষক, মার্কেটিং বিভাগ

ছাদ ঢালাই হয়েছে। একটি ২০ তলা বিশ্ববিদ্যালয় ভবন নির্মাণের জন্য দ্রুতগতিতে এর পাইলিং কাজ চলছে এবং নভেম্বরের প্রথম দিকেই পাইলিং শেষ হবে। নির্মাণ কার্যের সুবিধার্থে অক্টোবর মাসে ৮০ হাজার টাকা ব্যয়ে ১টি ক্রেন্ ক্রয় করা হয়েছে।

ডীপ টিউব্-ওয়েল্ স্থাপনের সিদ্ধান্ত

দর্পণ রিপোর্ট।। কলেজের ছাত্র-শিক্ষক – কর্মচারীদের পানি সমস্যা দূরীকরণ, বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ এবং নির্মাণ কাজের সুবিধার্থে কলেজে একটি ডীপ টিউব্-ওয়েল্ স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। গত ২৪শে অক্টোবর জিবি সভায় এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ইতোমধ্যে এ লক্ষ্যে কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এ প্রকল্প বাস্তবায়নে আনুমানিক ৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হবে।

রোলার্স স্কেটিং লীগে দেলোয়ার প্রথম

দর্পণ রিপোর্ট।। গত ৩১শে অক্টোবর '৯৬ রোলার্স স্কেটিং ক্লাব ঢাকা আয়োজিত লীগ পর্যায়ে দ্বিতীয় খেলায় হিসাব বিজ্ঞান সম্মান প্রথম বর্ষের ছাত্র মোঃ দেলোয়ার হোসেন দিলু জাতীয়ভাবে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। দেলোয়ার লীগের প্রথম খেলাতেও (৩১শে জুলাই '৯৬) প্রথম হয়েছিল।

মোঃ দেলোয়ার

দেলোয়ার ১৯৯৪ সালে পর্যটন মাস উপলক্ষে ১৪-১৬ বছর বয়সীদের মধ্যে রোলার স্কেটিং প্রতিযোগিতায় প্রথমবারের মতো জাতীয়ভাবে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। সে ১৯৯৫ সালের মে মাসে ৪র্থ ঢাকা স্পীড স্কেটিং প্রতিযোগিতায় রানার আপ হয়। একই সালের ২৯শে ডিসেম্বর পর্যটন মাস উপলক্ষে জাতীয়ভাবে চ্যাম্পিয়ন হয়।

উল্লেখ্য, দেলোয়ার ঢাকা কমার্স কলেজ সাইক্লিং ও স্কেটিং ক্লাবের আহ্বায়ক কমিটির সদস্য সচিব এবং স্কেটিং প্রশিক্ষক।

সফল শেয়ার ব্যবসায়ী কামরুল ও পারভেজ

দর্পণ রিপোর্ট।। লেখাপড়ার ফাঁকে ফাঁকে ক্লাস শেষে শেয়ার ব্যবসা করে প্রচুর লাভবান হয়েছে এ কলেজের ছাত্র কামরুল ও পারভেজ।

হিসাব বিজ্ঞান সম্মান প্রথম বর্ষের ছাত্র কামরুল ইসলাম মামুন অক্টোবর মাসে ২ লাখ টাকা বিনিয়োগ করে প্রায় ৬০ হাজার টাকা লাভ করেছে। একই সময়ে একই শ্রেণীর ছাত্র পারভেজ আজগর ১ লাখ টাকা খাটিয়ে ৫০ হাজার টাকা আয় করেছে।

কামরুল ও পারভেজ থেকে জানা গেল তারা ক্লাস শেষে বিকেলে ঘোরাফিরা করতো, বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিত। কিন্তু সম্প্রতি তারা ক্লাস শেষে বিকেলের অবসরে শেয়ার ব্যবসায়ে জড়িত হয়ে প্রচুর আয় করছে।

শেয়ার ব্যবসায়ে শিক্ষক পরিষদ

দর্পণ রিপোর্ট।। ঢাকা কমার্স কলেজ শিক্ষক পরিষদ শীঘ্রই শেয়ার ব্যবসায়ে অর্থ বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

মডেল সুস্মিতা

দর্পণ রিপোর্ট।। এম. কম (ব্যবস্থাপনা) ১ম পর্বের ছাত্রী সুস্মিতা রহমান সম্প্রতি গ্লোব এ্যারোসল-এর বিজ্ঞাপনে মডেল হিসেবে স্যুটিং সম্পন্ন করেছে। ডিসেম্বর '৯৬ থেকে টেলিভিশনে বিজ্ঞাপনটি প্রচারিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

সুস্মিতা ইতোপূর্বে পন্ডস ক্রীমের বিজ্ঞাপনে মডেল হয়েছে যা বিটিভিতে গত বছর থেকে প্রচারিত হচ্ছে।

ফ্যাশন শো-তে লিমা

দর্পণ রিপোর্ট।। হিসাব বিজ্ঞান সম্মান প্রথম বর্ষের ছাত্রী রোকসানা জাফর লিমা

জিয়াস ফ্যাশন ক্যাম্পেইন এ চারবার ফ্যাশন শোতে অংশ নিয়েছে।

শেরাটনে ফ্যাশন শো-তে মুনমুন

দর্পণ রিপোর্ট।। মার্কেটিং সম্মান প্রথম বর্ষের ছাত্রী মুনিরা বাশার মুনমুন গত ১০ই অক্টোবর '৯৬ হোটেল শেরাটনে এক বর্ণাঢ্য আকর্ষণীয় ফ্যাশন শোতে অংশগ্রহণ করে।

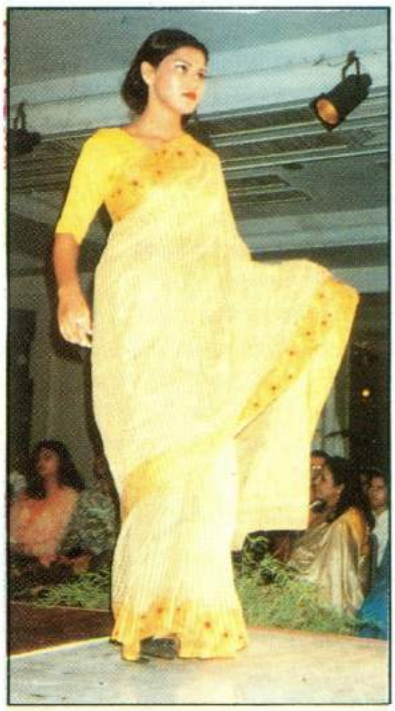

হোটেল শেরাটনে ফ্যাশন শো-তে মুনমুন

মুনমুন ১০ই অক্টোবর '৯৫ হোটেল পূর্বানীতে প্রথমবারের মতো বড় ধরনের কোন ফ্যাশন শোতে অংশগ্রহণ করে দৃষ্টি নন্দিত মডেল হিসেবে সুধীমহলের প্রশংসা লাভ করে। এছাড়া সে ডিসেম্বর '৯৫-এ হোটেল সোনারগাঁয়ে এক ফ্যাশন শো-তে অংশ নেয়।

বিতর্ক

"শিক্ষাঙ্গনে দলীয় ছাত্র রাজনীতি থাকা উচিত"

পক্ষে

রুমানা হক রিতা
বি. কম. (পাস) ১ম বর্ষ
রোল : ডি ৩৩১

সমাজ জীবনে ছাত্র রাজনীতি যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছে। শিক্ষাঙ্গনে রাজনীতি চর্চার পাশাপাশি ছাত্ররা সমাজের বিভিন্ন অন্যায়, দুর্নীতি, অবিচার ইত্যাদির বিরুদ্ধে সোচ্চার হচ্ছে এবং একই সাথে জনগণকে তাদের প্রাপ্য অধিকার সম্বন্ধে সচেতন করছে। দেশের স্বার্থে স্বৈরাচার ঠেকাতে ছাত্র সমাজই সর্বাগ্রে আসছে। ছাত্র সমাজই নিয়ে এসেছে মায়ের ভাষা, দেশের স্বাধীনতা। সুতরাং শিক্ষাঙ্গনে ছাত্র রাজনীতি থাকতে বাধা নেই। তদুপরি ছাত্র রাজনীতি যদি কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক দল সমূহেরই নীতি বাস্তবায়নে হয়, তাও প্রত্যাখ্যান করা যায় না। কারণ প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলই জনহিতকর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সংকল্পবদ্ধ। সুতরাং শিক্ষাঙ্গনে দলীয় ছাত্র রাজনীতি থাকা দরকার।

বিপক্ষে

দেওয়ান জোবাইদা নাসরীন
প্রভাষক, মার্কেটিং বিভাগ

স্বৈরশাসন থেকে গণতন্ত্রে উত্তরনের পরও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে সন্ত্রাসের ভয়াবহতা লোপ পায়নি। বহু অর্থ ব্যয়ে সংসদে আলোচনা, সকল মহলের সমন্বয়ে সম্মেলন, বিভিন্ন সেমিনার করেও শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস কাটেনি। বারুদের গন্ধে কলুষিত হচ্ছে পবিত্র শিক্ষাঙ্গন পরিবেশ। একশ্রেণীর কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠী দলীয় হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার লক্ষ্যে ছাত্রদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিচ্ছে কলম, ধরিয়ে দিচ্ছে অস্ত্র। অকালে ঝরে পড়ছে সদ্য প্রস্ফুটিত হাজার হাজার মেধাবী প্রাণ। ছাত্র রাজনীতির সোনালী অতীত আজ আর নেই। সুবিধাভোগী দলীয় নেতৃবৃন্দের ছত্রছায়ায় সন্ত্রাসীরা দিন দিন তাজা হচ্ছে আর শিক্ষার মান কমে যাচ্ছে। তাই আমি মনে করি এমতাবস্থায় শিক্ষাঙ্গন থেকে দলীয় ছাত্র রাজনীতি পরিহার করে সাধারণ ছাত্র সমাজের কল্যাণের জন্য সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সাধারণ ছাত্র কল্যাণ পরিষদ গঠন করা দরকার।

(এ বিষয়ে আগামী সংখ্যায়ও বিতর্ক প্রকাশিত হবে। ছাত্র শিক্ষকগণ বিতর্কে অংশগ্রহণ করতে পারেন।)

আন্তঃ কলেজ ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ছাত্রদের নাম প্রেরণ

নূরুল আলম ভূঁইয়া।। ঢাকা মহানগরী জোন আন্তঃ কলেজ ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য গত ২৮শে অক্টোবর ক্রিকেট, ব্যাডমিন্টন (একক ও দ্বৈত), দৌড়, হাইজাম্প, লংজাম্প, লৌহ গ্লোব নিক্ষেপ, চাকতি নিক্ষেপ, বর্ষা নিক্ষেপ ইত্যাদি ইভেন্টে ঢাকা কমার্স কলেজের ছাত্রদের নামের তালিকা প্রেরণ করা হয়েছে। নভেম্বরে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

উল্লেখ্য, ঢাকা কমার্স কলেজে প্রতি বছরই বার্ষিক অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। সম্প্রতি যুব ও ক্রীড়া সচিব এ. এস. এম. শাহজাহানের উদ্যোগে ক্রীড়া অধিদপ্তর থেকে ক্রিকেট সেট, ভলিবল, হ্যান্ড বল ও টেবিল টেনিস পাওয়া গিয়াছে যা ছাত্র-ছাত্রীদের অভ্যন্তরীণ খেলাধুলায় সহায়ক হচ্ছে। এছাড়া কলেজে দাবা, ক্রাম ও লুডু সরঞ্জাম রয়েছে।

সাধারণ জ্ঞান ক্লাশ

দর্পণ রিপোর্ট।। গত ৮ই সেপ্টেম্বর থেকে ঢাকা কমার্স কলেজের সকল শ্রেণীতে প্রত্যহ ১৫ মিনিট সাধারণ জ্ঞানের ক্লাস চালু হয়েছে। ইতোমধ্যে ছাত্র, অভিভাবক ও সুধীমহল থেকে এ জন্য যথেষ্ট প্রশংসা আসছে। ইতোপূর্বে এ কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য একটি সাধারণ জ্ঞান ক্লাব গঠিত হয়েছে। এ ক্লাবের আহবায়ক ইংরেজী বিভাগের প্রভাষক জনাব শামীম আহসান। সদস্যরা হলেন জনাব মোহাম্মদ সরওয়ার, জনাব এস এম আলী আজম ও জনাব নাঈম মোজাম্মেল।

আন্তঃ কলেজ সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতায় ঢাকা কমার্স কলেজ রানার আপ

*শামীম আহসান।।*গত ৩ থেকে ৫ই অক্টোবর ভিকারুননিসা নূন কলেজে ভিকারুননিসা নূন বিজ্ঞান ক্লাব আয়োজিত আন্তঃ কলেজ সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতায় ঢাকা কমার্স কলেজ দল রানার আপ হয়। প্রায় ২০টি কলেজ ও দল এ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। ঢাকা কমার্স কলেজ দলে যে সব ছাত্র-ছাত্রী ছিল তারা হল মোহাম্মদ মোফাজ্জল হুসাইন রোল ৩১৯৪, রাশেদুল আলম – রোল ৩৫৩৭ ও রুবাবা নাজনীন নূর – রোল ৩০৭৮। এরা সকলেই একাদশ শ্রেণীর নবীণ ছাত্র-ছাত্রী।

ডিবেটিং ক্লাবের সদস্য আহবান

দর্পণ রিপোর্ট।। ঢাকা কমার্স কলেজ ডিবেটিং ক্লাবের সদস্য আহবান করা হয়েছে। নতুন সদস্যদের নিয়ে নভেম্বরেই নতুন কার্যকরী কমিটি গঠন করা হবে। ৩১ শে অক্টোবর '৯৩ থেকে এ ক্লাব সফলতার সাথে কাজ করে যাচ্ছে। সদস্য ভর্তি সংক্রান্ত বিষয়ে ক্লাব সভাপতি জনাব মোঃ সাইদুর রহমান মিঞা ও মার্কেটিং বিভাগের প্রভাষক জনাব মোঃ কামরুজ্জামান আকনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে ক্লাব সূত্রে বলা হয়েছে।

আবৃত্তি পরিষদের ১ বছর পূর্তি

নাঈম মোজাম্মেল।। মেধা ও মননের বিকাশের মাধ্যমে আদর্শ মানুষ গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে আগষ্ট '৯৫-এ প্রতিষ্ঠিত হয় 'ঢাকা কমার্স কলেজ আবৃতি পরিষদ'। পরিষদ আগামী ১০ই নভেম্বর বর্ষপূর্তি উৎসব করতে যাচ্ছে। এ উপলক্ষ্যে আবৃত্তি পরিষদ 'অতনু' নামে একটি ম্যাগাজিন প্রকাশ করেছে।

নাট্য পরিষদ নিয়ে আসছে 'বিলাসী' ও 'লাঞ্চন'

দর্পন রিপোর্ট।। ঢাকা কমার্স কলেজ নাট্য পরিষদ ছাত্র ছাত্রীদের জন্য শীঘ্রই নিয়ে আসছে 'বিলাসী' ও লাঞ্চন' গল্পের নাট্যরূপ। অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টপাধ্যায়ের বিখ্যাত গল্প 'বিলাসী'কে নাট্যরূপ দেয়া হচ্ছে।

এজন্য গত দু'মাস ধরে পরিকল্পনা ও রিহার্সেল চলছে। নভেম্বর '৯৬-এ কলেজের নিজস্ব ভিডিওর মাধ্যমে ভিডিও ধারণ করা হবে বলে জানা গেছে। ডিসেম্বর '৯৬-এ শ্রেণীকক্ষে ছাত্র ছাত্রীদেরকে নাটকটি দেখানো যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

নাটকটির রিহার্সেল পর্বে প্রশিক্ষক, উপদেষ্টা হিসাবে কলেজে এসেছিলেন নাট্যকার জনাব মামুনুর রশীদ, গীতিকার জনাব মোহাম্মদ রফিকুজ্জামান ও অভিনেতা নাদের চৌধুরী।

নাটকে বিলাসী চরিত্রে অভিনয় করবে এম. কম (ব্যবস্থাপনা) ১ম পর্বের ছাত্রী ইলোরা ইমাম শম্পা। শম্পা শিশু একাডেমী প্রতিযোগিতা '৮৭ তে ক্ল্যাসিক্যাল নৃত্যে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। সে জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ '৯০-৯২ এ একাধারে ৩ বার নৃত্যে স্বর্ণপদক লাভ করে।

নাটকে মৃত্যুঞ্জয়ের চরিত্রে অভিনয় করবে ব্যবস্থাপনা সম্মান প্রথম বর্ষের ছাত্র নাসিমুল গনি। নাটকটির পরিচালনায় রয়েছেন বাংলা বিভাগের প্রভাষক জনাব হাসানুর রশীদ।

এছাড়া W. S. Maugham-এর ইংরেজী রসাত্মক গল্প 'Luncheon' এর টিভি নাট্যরূপ দেয়ার পরিকল্পনা ও রিহার্সেল শুরু হয়েছে।

সংগীত পরিষদ

দর্পণ রিপোর্ট।। ১লা জুলাই '৯৬ স্থাপিত হয়েছে ঢাকা কমার্স কলেজ সংগীত পরিষদ। প্রতি বুধবার ক্লাস ছুটির পর এখানে গান শেখানো হয়। সংগীত পরিষদ সূত্রে বলা হয়েছে ছাত্র ছাত্রীরা এর সদস্য হতে পারে এবং বিভিন্ন ধরনের সংগীত চর্চায় অংশগ্রহণ করতে পারে। এ পরিষদের সভাপতি ব্যবস্থাপনা বিভাগের প্রভাষক জনাব সৈয়দ আব্দুর রব থেকে সদস্য ফরম পাওয়া যায়।

সাইক্লিং ও স্কেটিং ক্লাবের সদস্য আহবান

দর্পণ রিপোর্ট।। গত ৩১শে অক্টোবর থেকে ঢাকা কমার্স কলেজ সাইক্লিং ও স্কেটিং ক্লাবের সদস্য হওয়ার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের আহবান করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, গত ১৭ই আগষ্ট '৯৬ 'ঢাকা কমার্স কলেজ সাইক্লিং এ্যান্ড স্কেটিং ক্লাব' প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতিতে পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট একটি আহবায়ক কমিটি গঠন করা হয়েছে। এ ক্লাবের লক্ষ্য হবে ছাত্র-ছাত্রীদের বিভিন্ন ধরণের সাইক্লিং ও স্কেটিং প্রশিক্ষণ দেয়া, সাইকেলে দেশ-বিদেশে ভ্রমণে প্রেরণ, বিভিন্ন জাতীয় সমস্যাকে সাইকেল র‍্যালীর মাধ্যমে তুলে ধরা এবং যানজট ও সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাস করতে সাইকেলের ব্যবহার বৃদ্ধিতে গণসচেতনতা সৃষ্টি। ছাত্র-ছাত্রীরা আগামী ২০শে নভেম্বর '৯৬ এর মধ্যে সদস্য হতে পারবে। ভর্তি ফি ৫০/= (পঞ্চাশ) টাকা এবং মাসিক চাঁদা ২(দুই) টাকা। নিয়মিত মাসিক চাঁদা প্রদান সাপেক্ষে আজীবন সদস্য পদ থাকবে। নতুন সদস্যদের সমন্বয়ে ২৫শে নভেম্বর '৯৬ ক্লাবের প্রথম কার্যকরী কমিটি গঠন করা হবে বলে ক্লাব সূত্রে জানা গেছে। ব্যবস্থাপনা বিভাগের প্রভাষক জনাব এস এম আলী আজম থেকে ৫০ টাকা (ভর্তি ফি) দিয়ে ভর্তি ফরম সংগ্রহ করা যাবে।

কম্পিউটার বিজ্ঞান বিভাগ

মোঃ আবদুর রহমান।। ঢাকা কমার্স কলেজ কম্পিউটার বিজ্ঞান বিভাগে বর্তমানে ৭টি কম্পিউটার, ১জন শিক্ষক, ১জন ইন্সট্রাক্টর, ১জন কর্মচারী ও ১৮০ জন ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে।

ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে ভালভাবে কম্পিউটার শিখতে পারে এবং ভবিষ্যতে যে কোন সময়ে কলেজ কম্পিউটার সেন্টারে প্র্যাকটিস করার সুযোগ লাভ করতে পারে--সে লক্ষ্যে নভেম্বরেই একটি কম্পিউটার ক্লাব গঠন করা হবে।

লাইব্রেরী

গোলাম কবীর।। ঢাকা কমার্স কলেজ লাইব্রেরীর জন্য অক্টোবর '৯৬-এ ৩০,৩১৫ টাকার বই ক্রয় করা হয়েছে। চলতি সালের ১লা জানুয়ারী থেকে ৩১শে অক্টোবর পর্যন্ত মোট ২,৩৬,৬৩০ টাকার বই ক্রয় করা হয়েছে। লাইব্রেরীতে বর্তমানে ২৩৮০টি বই, ১৯৮টি সাময়িকী, ৭টি জার্নাল, ৩৩ খণ্ড নিউ এনসাইক্লোপেডিয়া বৃটানিকা, ২০ খণ্ড গ্লোরিয়ার বিজনেজ লাইব্রেরী এবং DDC-এর ২০তম সংস্করণ রয়েছে।

গত ১৭ই জুলাই '৯৬ অধ্যক্ষ কাজী ফারুকী ঢাকা কমার্স কলেজ কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী উদ্বোধন করেন। সম্পূর্ণ মোজাইক মেঝে বিশিষ্ট এর ক্ষেত্রফল ৪,৬০৬ বর্গফুট। এখানে ছাত্র শিক্ষকদের পড়ার জন্য পৃথক দু'টি পাঠকক্ষ রয়েছে। আপাতত ছাত্র শিক্ষকদের বাড়ীতে পড়ার জন্য বই ধার দেয়া হয় না। তবে পরে বই ধার দেয়া হবে।

অক্টোবর '৯৬-এ যাঁরা এ বিশাল লাইব্রেরী পরিদর্শন করে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন তাঁরা হলেন—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি ডঃ মনিরুজ্জামান মিঞা, প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক ডঃ হুমায়ূন আহমেদ ও ঢাকা কলেজের হিসাব বিজ্ঞান বিভাগের প্রধান অধ্যাপক মাহফুজুর রহমান।

নির্মাণ

দর্পন রিপোর্ট।। ঢাকা কমার্স কলেজটিকে অচিরেই 'বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস এ্যান্ড টেকনোলজী' নামে বাণিজ্য শিক্ষার একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করা হবে। এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে শিক্ষা পরিবেশ ও অবকাঠামোগত সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে বর্তমানে (অক্টোবরে) প্রায় ১১ হাজার বর্গফুট মেঝে বিশিষ্ট একটি ১১ তলা প্রশাসনিক ভবনের ৭ম তলার এবং ৩ হাজার ৪শ' বর্গফুট মেঝে বিশিষ্ট ১টি ৮ তলা প্রশাসনিক ভবনের ৩য় তলার নির্মাণ কাজ চলছে। তাছাড়া ১১ তলা বিশিষ্ট ৩টি স্টাফ কোয়ার্টারের ১টির নির্মাণ কাজ চলছে। অক্টোবর মাসে এর ৪র্থ তলার

অধিকার করেছে।
৪র্থ পর্ব পরীক্ষায় ২য় হয়েছে সরকার আরিফ, প্রাপ্ত নম্বর ৪০৩; ৩য় হয়েছে শেখ হারুন অর রশীদ, প্রাপ্ত নম্বর ৪০১ চতুর্থ হয়েছে হাফসা বিনতে কাসেম, প্রাপ্ত নম্বর ৩৯৬। হাফসা মেয়েদের মধ্যে প্রথম হয়েছে। সে ৩য় পর্ব পরীক্ষায় ২য় স্থান অধিকার করেছিল।

বি. কম. (পাস) ১ম বর্ষ

গত ১৬ই অক্টোবর বি. কম. (পাস) ১ম বর্ষের ১ম পর্বের ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। পরীক্ষায় প্রথম হয়েছে এ. কে. এম. মুনির আহসান (D ৩৮৮) দ্বিতীয় জাহেদুল আলম, (D ৩৩৯) তৃতীয় আবুল বাশার (D ৩২১)।

ব্যবস্থাপনা (সম্মান) ১ম বর্ষ

ব্যবস্থাপনা (সম্মান) ১ম বর্ষের ১ম পর্ব পরীক্ষায় ১ম হয়েছে নাসরিন আক্তার (M ৫২) প্রাপ্ত নম্বর ১৫১, ২য় মোঃ মোবাশ্বের হাসান (M ৬৩) প্রাপ্ত নম্বর ১৫০, ৩য় গৌতম কুমার (M ১০৩) প্রাপ্ত নম্বর ১৪৮। উল্লেখ্য, ৫৩ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে সকল বিষয়ে পাস করেছে ২১ জন।

হিসাব বিজ্ঞান (সম্মান) ১ম বর্ষ

হিসাব বিজ্ঞান (সম্মান) ১ম বর্ষের ১ম পর্ব পরীক্ষায় ১ম হয়েছে শাকিলা বানু (A ৫৮) প্রাপ্ত নম্বর ১৫৮, ২য় মোহসেন আরা সালমা (A ৯৭) প্রাপ্ত নম্বর ১৫৬, ৩য় রুখসানা জাফর লিমা (A ৫৯) প্রাপ্ত নম্বর ১৫৪। মোট ৫১ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ২১ জন সকল বিষয়ে পাশ করেছে।

মার্কেটিং (সম্মান) ১ম বর্ষ

মার্কেটিং (সম্মান) ১ম বর্ষ ১ম টার্ম পরীক্ষায় ১ম হয়েছে মোঃ শহীদুল্লাহ (MKT৫), ২য় মোঃ আতাউর রহমান (MKT ৪), ৩য় মোঃ মিজানুর রহমান (MKT ১)। ৫১ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে কৃতকার্য হয়েছে ১৪ জন।

ফিন্যান্স (সম্মান) ১ম বর্ষ

ফিন্যান্স (সম্মান) ১ম বর্ষের ১ম পর্ব পরীক্ষায় ১ম হয়েছে মিনহাজ সহিদ (F ১৬); ২য় শামসুল আলম (F৬) ; ৩য় ফারজানা খাতুন (F ২৬)। মোট ৪৯ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে পাস করেছে ৩৩ জন।

ব্যবস্থাপনা (সম্মান) ২য় বর্ষ

ব্যবস্থাপনা (সম্মান) ২য় বর্ষ ৪র্থ পর্ব পরীক্ষায় ১ম হয়েছে ফারজানা মতিন (M ২১) প্রাপ্ত নম্বর ৩২১, ২য় মোঃ শাহরিয়ার কাবেজ (M ১৫) প্রাপ্ত নম্বর ৩১১, ৩য় শরমিন জাহাঙ্গীর (M ২৮) প্রাপ্ত নম্বর ৩১০। উল্লেখ্য পরীক্ষায় মোট নম্বর ছিল ৫০০।

হিসাব বিজ্ঞান (সম্মান) ২য় বর্ষ

হিসাব বিজ্ঞান (সম্মান) ২য় বর্ষ ৪র্থ পর্ব পরীক্ষায় ১ম হয়েছে মোঃ মনির হোসেন (A ৩৭) প্রাপ্ত নম্বর ২৮৪, ২য় মোঃ নাহিদ পারভেজ (A ৭) প্রাপ্ত নম্বর ২৪৭, ৩য় মোঃ সাহিদুল ইসলাম (A ৪৪) প্রাপ্ত নম্বর ২৪৬। মোট ৫০০ নম্বরের মধ্যে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ৪৪ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে সকল বিষয়ে পাশ করেছে ১৫ জন।

এম. কম. (ব্যবস্থাপনা) পার্ট-১

এম. কম. (ব্যবস্থাপনা) পার্ট-১ এর ৩য় পর্ব পরীক্ষায় ১ম হয়েছে সৈয়দ মোঃ মঈন চৌধুরী (MM ১৭) প্রাপ্ত নম্বর ২৪০, ২য় সাদিয়া জামাল (MM ০৭) প্রাপ্ত নম্বর ২৩২, ৩য় নুসরাত জাহান (MM ১২) প্রাপ্ত নম্বর ২৩১। মোট ৪২ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে কৃতকার্য হয়েছে ৩৬ জন।

এম. কম. (হিসাব বিজ্ঞান) পার্ট-১

এম. কম. (হিসাব বিজ্ঞান) পার্ট ১এর ৩য় পর্ব পর্ব পরীক্ষায় ১ম হয়েছে মোঃ আশেকুর রহমান (MA ১৯) ২য় সৈয়দ শাহাদাত আলী (MA ২৫) ৩য় আলী ফাতেমা কামরুননাহার (MA ২৬)। মোট ২৯ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে পাস করেছে ২৬ জন।

বিভাগীয় শিক্ষা সফর

দর্পণ রিপোর্ট।। ঢাকা কমার্স কলেজের ব্যবস্থাপনা বিভাগের ছাত্র শিক্ষকগণ নভেম্বর '৯৬-এ সিলেটে শিক্ষা ও শিল্প সফরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। একই সময়ে হিসাব বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র শিক্ষকগণ চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারে শিক্ষা সফরে যাওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

ছুটি

গত ২২শে অক্টোবর দুর্গাপূজা উপলক্ষে কলেজ ছুটি ছিল।
আগামী ৭ই নভেম্বর জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে কলেজ ছুটি থাকবে।

শিক্ষক নিয়োগ

দর্পণ রিপোর্ট।। গত ২রা অক্টোবর শিক্ষক কনফারেন্স কক্ষে শিক্ষক পরিষদের এক সভায় অধ্যক্ষ কাজী ফারুকী কলেজে নতুন যোগাদানকারী শিক্ষক জনাব **আবু আহমদ আবদুল্লাহকে** পরিচিত করিয়ে দেন এবং অধ্যক্ষ তাকে ফুলের শুভেচ্ছা দেন। জনাব আবদুল্লাহ গত ১লা সেপ্টেম্বর '৯৬ অর্থনীতি বিভাগে খন্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। জনাব আবু আহমদ আবদুল্লাহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে ১৯৬৩ সনে 'অর্থনীতি' বিষয়ে এম. এ. ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৬৯ ইং সনে তিনি উত্তর কলরেডো বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাষ্ট্র, হতে ই.ডি. এস. (স্পেশালিষ্ট ইন বিজিনসে এডুকেশান) ডিগ্রী অর্জন করেন।

এ. এ. আবদুল্লাহ

চাকরী জীবনে তিনি ১৯৬৫ ইং হইতে ১৯৮৪ ইং পর্যন্ত সিলেট কুমিল্লা, ঢাকা ও ফেনী সরকারী কমার্শিয়াল ইনষ্টিটিউটে অধ্যাপনা করেন। ১৯৮৪ ইং হতে ১৯৯২ ইং পর্যন্ত তিনি কুমিল্লা সরকারী বাণিজ্য মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ হিসাবে কর্মরত ছিলেন। ১৯৯২ ইং হতে ১৯৯৫ ইং পর্যন্ত তিনি 'জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের বিশেষজ্ঞ' (বাণিজ্য) হিসাবে কাজ করেন। ঢাকা কমার্স কলেজে যোগদানের পূর্বে তিনি ঢাকা গভঃ কমার্শিয়াল ইনষ্টিটিউট, ঢাকা-এর অধ্যক্ষ ছিলেন। ১৯৬৮ ইং হতে ১৯৯৬ ইং পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে তিনি পাকিস্তান, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, থাইল্যাণ্ড, অস্ট্রেলিয়া, নেদারল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, লুক্সেমবার্গ এবং ফ্রান্স-এ শিক্ষা সফরে ভ্রমণ করেন এবং ঐসকল দেশের বাণিজ্য শিক্ষা পর্যবেক্ষণ করেন।

শোক সংবাদ

আলহাজ্ব শাহ আলম

দর্পণ রিপোর্ট।। সেক্রেটারিয়েল সায়েন্স বিভাগের প্রভাষক জনাব মোঃ ইউনুছ হাওলাদারের পিতা বিশিষ্ট সমাজসেবী ও ধর্মপরায়ন জনাব আলহাজ্ব শাহ আলম হাওলাদার গত ২৮শে সেপ্টেম্বর '৯৬ তাঁর নিজ গ্রামের বাড়ী চরপষী, রায়পুর, লক্ষ্মীপুরে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে.... রাজেউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর।
মরহুম হাওলাদার হায়দরগঞ্জে তাঁর নানার নামে প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্যবাহী রচিম উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়ের সভাপতি ছিলেন। তিনি তাঁর আম্মার নামে প্রতিষ্ঠিত রোকেয়া হাসমতেরনেছা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে বিভিন্নভাবে সহায়তা করেন। তিনি চরপষী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সেক্রেটারী ছিলেন। মরহুম ভোলা জেলার চরফ্যাশনে ঈদগা মাঠের জন্য প্রায় ১০ বিঘা জমি বরাদ্ধ করেছেন। হায়দরগঞ্জ হাসপাতাল প্রতিষ্ঠায়ও তিনি সর্বাত্মকভাবে সহায়তা করেন। এছাড়া রাস্তাঘাট, সেতু ও বহু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নির্মাণ এবং সংস্কারে তিনি সহায়তা করেন।
গত ২রা অক্টোবর শিক্ষক কনফারেন্স কক্ষে শিক্ষক পরিষদের সভায় মরহুমের জন্য দোয়া করা হয়। মোনাজাত পরিচালনা করেন অধ্যক্ষ কাজী ফারুকী। পরে শিক্ষক পরিষদের পক্ষ থেকে শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করে মরহুমের পরিবারের নিকট এক শোক বাণী প্রেরণ করা হয়।

শুভ বিবাহ

দর্পণ রিপোর্ট।। গত ১১ই অক্টোবর ব্যবস্থাপনা বিভাগের প্রভাষক জনাব মোঃ ইসমাইল কাজীর সঙ্গে মরহুম এডভোকেট চিশতী তাহের জামিলের কন্যা মেহেরুন্নেসা চম্পার শুভ বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। লক্ষ্মীপুরস্থ কনের বাসভবনে এ বিবাহ অনুষ্ঠান হয়। উল্লেখ্য, মিসেস কাজী ইসলামী শিক্ষায় এম. এ. করেছেন।

২১ নভেম্বর

সংবাদ লিখন কর্মশালা

দর্পণ রিপোর্ট।। আগামী ২১ নভেম্বর '৯৬ ঢাকা কমার্স কলেজ দর্পণের সাথে সংশ্লিষ্ট ছাত্র-শিক্ষকদের জন্য এক সংবাদ লিখন কর্মশালা অনুষ্ঠিত হবে। কর্মশালায় সংবাদ কি, লিখন পদ্ধতি, উৎস, সংগ্রহ পদ্ধতি, সংবাদের মাধ্যম, ফিচার, আধুনিক গল্প, কবিতা ইত্যাদি লিখন পদ্ধতি সম্বন্ধে অত্যন্ত গুরু ত্বপূর্ণ ও তথ্যবহুল আলোচনা হবে। কর্মশালায় বক্তব্য রাখবেন দৈনিক ইত্তেফাকের তরুণকণ্ঠ বিভাগের সম্পাদক বিশিষ্ট নাট্যকার ও চলচ্চিত্রকার জনাব রেজানুর রহমান ও দৈনিক জনকণ্ঠের সম্পাদকীয় সহকারী জনাব শাকিল রিয়াজ। কর্মশালায় অংশগ্রহণে ইচ্ছুক ছাত্র-ছাত্রীদের আগামী ১৯ নভেম্বরের মধ্যে রিসিপশনিষ্টের নিকট ১০ (দশ) টাকা জমা দিয়ে নাম রেজিষ্ট্রেশন করতে বলা হয়েছে।

অস্ট্রেলিয়ান শিক্ষা সেমিনারে কলেজ শিক্ষক-ছাত্রবৃন্দের অংশগ্রহণ

দর্পণ রিপোর্ট।। গত ৩০ শ অক্টোবর বিকাল ৫-৯টায় সোনারগাঁ হোটেলের গ্র্যান্ড বলরুমে এ্যাপেক এন্টারপ্রাইজ (প্রাঃ) লিমিটেড আয়োজিত অষ্ট্রেলিয়ান শিক্ষা সেমিনারে কলেজ উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ মুতিয়ুর রহমান সহ ঢাকা কমার্স কলেজের ৬ জন শিক্ষক এবং কৃতী ছাত্র সোবহান সহ ৪ জন ছাত্র অংশগ্রহণ করে। এর আগে ২৮শে অক্টোবর এ সেমিনারের অন্যতম উদ্যোক্তা সিডনী সাউথ ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির একজন প্রফেসর ঢাকা কমার্স কলেজ পরিদর্শন করেন এবং ১০ জন শিক্ষক/ছাত্রকে সেমিনারে অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ পত্র দিয়ে যান। অষ্ট্রেলিয়ান হাইকমিশনার সেমিনার উদ্বোধন ও সম্বোধন করেন। সেমিনারে সিডনী সাউথ ওয়েষ্ট ইউনিভার্সিটিতে অনার্স, মাস্টার্স কোর্সে ভর্তি সংক্রান্ত আলোচনা ও ডকুমেন্টারী ফিল্ম প্রদর্শন হয়। সেমিনার শেষে কলেজ ছাত্র-শিক্ষকবৃন্দ এক ডিনার পার্টিতে অংশগ্রহণ করেন।

ডীন ও প্রফেসর ইনচার্জ নিয়োগ

দর্পন রিপোর্ট।। আন্তঃ বিভাগীয় সমন্বয় এবং কার্যে নির্ভুলতা ও গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে গত ১লা অক্টোবর ব্যবসায় (বাণিজ্য) এবং কলা অনুষদের জন্য দু'জন ডীন এবং শিক্ষা কার্যক্রম তরান্বিত করার লক্ষ্যে একজন প্রফেসর ইনচার্জ নিয়োগ করা হয়েছে।

শফিকুল ইসলাম

আব্দুল কাইয়ুম

বাহার উল্যা ভূঁইয়া

ব্যবস্থাপনা, হিসাব বিজ্ঞান, ফিন্যান্স, মার্কেটিং, পরিসংখ্যান এ পাঁচটি বিভাগ নিয়ে গঠিত ব্যবসায় অনুষদের ডীন নির্বাচিত হয়েছেন ব্যবস্থাপনা বিভাগের চেয়ারম্যান এবং এ কলেজ প্রতিষ্ঠার অন্যতম সদস্য জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম চুন্নু, বাংলা, ইংরেজী, অর্থনীতি ও ভূগোল বিভাগ নিয়ে গঠিত কলা অনুষদের ডীন নির্বাচিত হয়েছেন ইংরেজী বিভাগের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আব্দুল কাইয়ুম।

কলেজের শিক্ষা কার্যক্রম দেখাশুনা এবং গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে ভূগোল বিভাগীয় প্রধান জনাব মোঃ বাহার উল্যা ভূঁইয়াকে প্রফেসর ইনচার্জ (একাডেমিক) নিয়োগ করা হয়েছে। অধ্যাপক বাহারকে নিয়ে প্রফেসর ইনচার্জ দু'জন হলেন। অনেক পূর্ব থেকেই বাংলা বিভাগীয় প্রধান জনাব মোঃ রোমজান আলী প্রফেসর ইনচার্জ (এডমিনিষ্ট্রেশন) পদে দায়িত্ব পালন করছেন।

গত ২রা অক্টোবর কলেজ কনফারেন্স কক্ষে শিক্ষক পরিষদের এক সভায় অধ্যক্ষ কাজী ফারুকী ডীন ও প্রফেসর ইনচার্জকে ফুলের শুভেচ্ছা দিয়ে তাদের কার্যক্রমের ব্যাখ্যা দেন। এরপর নব নির্বাচিত ডীন ও প্রফেসর ইনচার্জের আমন্ত্রনে কলেজ শিক্ষকবৃন্দ এক চা চক্রে মিলিত হন।

সাবেক ভিসি ডঃ মনিরুজ্জামান মিঞার কলেজ পরিদর্শন

দর্পন রিপোর্ট।। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি ডঃ মনিরুজ্জামান মিঞা গত ২৯শে অক্টোবর '৯৬ ঢাকা কমার্স কলেজ পরিদর্শন করেন। অধ্যক্ষ কাজী ফারুকী, উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মুতিয়ুর রহমান ও ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক (প্রশাসন) মোঃ রোমজান আলী ভিসিকে বিভিন্ন ক্লাশ, বিভাগীয় কার্যালয়, লাইব্রেরী সহ কলেজের বিভিন্ন অংশ ঘুরিয়ে দেখান। ভিসি মনিরুজ্জামান ছাত্র-শিক্ষকদের সাথে অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে কথা বলেন। স্বল্প সময়ে কলেজের এ বিশাল ভবন, অত্যাধুনিক ডেকোরেশন দেখে এবং চমৎকার ফলাফলের কথা শুনে তিনি আনন্দিত হন। তিনি এজন্য অধ্যক্ষসহ সংশিষ্ট সকলকে অভিনন্দন জানান।

উল্লেখ্য ডঃ মনিরুজ্জামান কলেজের কার্যক্রমের শুরুতে ১৯৯০ সালে অতিথি হিসেবে পূর্বের ধানমন্ডীস্থ এ কলেজে এসেছিলেন। সে সময়ে তিনি কলেজের বিভিন্ন পরিকল্পনার কথা শুনে অধ্যক্ষকে বলেছিলেন, "বেসরকারী উদ্যোগে এ বিশাল পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কি সম্ভব" পাঁচ বছর পর দ্বিতীয় বারের জন্য এ কলেজে এসে কলেজের বিরাট সাফল্য দেখে তিনি অভিভূত হয়ে বলেন, "ইচ্ছা আর কর্মপ্রচেষ্টা থাকলে অনেক কিছুই সম্ভব। আর ঢাকা কমার্স কলেজই তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।"

পরিচালনা পরিষদের সভা

দর্পন রিপোর্ট।। গত ২৪শে অক্টোবর ঢাকা কমার্স কলেজ ভবনে পরিচালনা পরিষদের এক সভা হয়। সভায় এইচ. এস. সি. পরীক্ষায় কলেজের ফলাফলে সন্তোষ প্রকাশ করা হয় এবং জিবি সদস্যগণ কলেজ শিক্ষক, কর্মচারীদের অভিনন্দন জানান। সভায় কলেজের নির্মাণ কার্য, ভর্তি, পরীক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডঃ শহীদ উদ্দীন আহমেদ।

শিক্ষকদের ইনসেনটিভ বোনাস

দর্পন রিপোর্ট।। এইচ. এস. সি. পরীক্ষায় ভাল ফলাফলের জন্য ২৪ অক্টোবর পরিচালনা পরিষদের সভায় শিক্ষকবৃন্দকে একটি উৎসাহ বোনাস প্রদানের সিদ্ধান্ত হয়। উল্লেখ্য, এ কলেজের শিক্ষকদের গতিশীল কর্ম প্রচেষ্টাই কলেজে প্রতি বছর ভাল ফলাফল নিয়ে আসছে।

একাদশ শ্রেণী ভর্তি পরীক্ষা

দর্পন রিপোর্ট।। গত ১৬/৮/৯৬ তারিখে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি পরীক্ষা হয়। সাধারণ জ্ঞান, বাংলা ও ইংরেজী বিষয়ে এ পরীক্ষা হয়। ভর্তি পরীক্ষায় প্রথম হয়েছে সৈয়দ ফররুখ আহমেদ; দ্বিতীয় রুবাবা নাজনীন নূর, নাহিদা আক্তার, নাজির আরিফ হোসেন ও জান্নাতুল ফেরদোসী। অবশ্য কলেজে এ ফলাফল বিবেচনা না করে টার্ম পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে গ্রেড তৈরী করা হয় এবং পুরস্কার দেয়া হয়।

কলেজে একাদশ শ্রেণীতে যে সব ছাত্র ছাত্রী ভর্তি হয়েছে তাদের মধ্যে রুবাবা নাজনীন নূর (রোল ৩০৭৮) এসএসসি পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছে। রুবাবা এসএসসি পরীক্ষায় ৮৫৭ নম্বর পেয়েছে।

একাদশ শ্রেণীর ক্লাস শুরু

গত ৭ই সেপ্টেম্বর '৯৬ থেকে একাদশ শ্রেণীর ক্লাস শুরু হয়েছে।

এম. কম. ভর্তি

দর্পণ রিপোর্ট।। গত ২৪শে অক্টোবর ব্যবস্থাপনা, হিসাব বিজ্ঞান, মার্কেটিং ও ফিন্যান্স বিষয়ে স্নাতকোত্তর ১ম পর্বে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। পরে ২৬শে অক্টোবর মৌখিক পরীক্ষা এবং ২৮শে অক্টোবর অভিভাবকদের সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠিত হয়। ২৯শে অক্টোবর থেকে ভর্তি ফরম বিরতণ করা হচ্ছে। নভেম্বরের মাঝামাঝি ভর্তি প্রক্রিয়া শেষ করে ক্লাস শুরু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

উল্লেখ্য, ব্যবস্থপনা ও হিসাব বিজ্ঞান বিভাগে এবার নিয়ে দু'বার স্নাতকোত্তর কোর্সে ভর্তি চলছে। মার্কেটিং ও ফিন্যান্স বিভাগে এবারই প্রথমবারের মত স্নাতকোত্তর কোর্স চালু হয়েছে। কলেজে বর্তমানে এ চারটি বিষয়েই সম্মান ও মাষ্টার্স কোর্স রয়েছে। ফিন্যান্স ও মার্কেটিং-এ সম্মান কোর্স দেশের মধ্যে ঢাকা কলেজেই প্রথম চালু হয়।

মাসিক পরীক্ষা

কলেজে প্রতি মাসে সকল শ্রেণীতে সকল বিষয়ে ৩০ নম্বরের পরীক্ষা নেয়া হয়। অক্টোবর মাসের পরীক্ষা ২৮ তারিখ শুরু হয়ে ৩১ তারিখে শেষ হয়েছে।

ডিগ্রী (পাস) পরীক্ষা '৯৬

আগামী ৯ই নভেম্বর '৯৬ তারিখ থেকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৯৬ সালের ডিগ্রী (পাস) পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এবার ঢাকা কমার্স কলেজের ২৯ জন ছাত্র ছাত্রী বি.কম (পাস) পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে যাচ্ছে। পরীক্ষার সময়সূচী নিম্নরূপঃ ৯ই নভেম্বর - ব্যবসায়িক যোগাযোগ ও অফিস প্র্যাকটিস, ১১ই নভেম্বর - মার্কেটিং ১মপত্র, ১২ই নভেম্বর-মার্কেটিং ২য় পত্র, ১৩ই নভেম্বর-মার্কেটিং ৩য় পত্র, ২৬শে নভেম্বর-ব্যবস্থাপনা ১ম পত্র, ২৭শে নভেম্বর-ব্যবস্থাপনা ২য় পত্র, ২৮শে নভেম্বর - ব্যবস্থপানা ২য় পত্র, ৩রা ডিসেম্বর - হিসাব বিজ্ঞান ১ম পত্র, ৪ঠা ডিসেম্বর-হিসাব বিজ্ঞান ২য় পত্র, ৫ই ডিসেম্বর - হিসাব বিজ্ঞান ৩য় পত্র, ২৬শে ডিসেম্বর - ইংরেজী (অপসনাল)। সকল পরীক্ষাই সকাল ১০ টায় আরম্ভ হবে।

টার্ম পরীক্ষার ফলাফল

গত ১৫ ও ১৬ অক্টোবর বিভিন্ন শ্রেণীর টার্ম পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়।

দ্বাদশ শ্রেণী

দ্বাদশ শ্রেণীর ৪র্থ পর্ব পরীক্ষায় মোট ৫১৮ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১ম বিভাগ পেয়েছে ২৪ জন, ২য় বিভাগ ২২৭ ও ৩য় বিভাগ ৭৪ জন।

পরীক্ষায় প্রথম হয়েছে বরিশালের উজিরপুরের ছেলে খোপন বেপারী। তার শ্রেণী রোল ২৫০০। মোট ৬০০ নম্বরের মধ্যে তার প্রাপ্ত নম্বর ৪১৩। খোকন সকল পর্ব পরীক্ষায় ১ম হয়েছে। সে এস.এস.সি পরীক্ষায় যশোর বোর্ডে মানবিক বিভাগে ৭ম স্থান

ঢাকা ইউনিভার্সিটির নতুন চ্যান্সেলর ও ভাইস চ্যান্সেলর

দর্পণ রিপোর্ট।। সাবেক প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ গত ৯ অক্টোবর গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্রপতি আবদুর রহমান বিশ্বাসের নিকট থেকে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর হন। বর্তমান ধ্বংসাত্মক ছাত্র রাজনীতির ঘোর বিরোধী চ্যান্সেলর সাহাবুদ্দীন বলেন, সরকারী ও বিরোধী দল উভয়েরই উচিত তাদের নিজ নিজ ছাত্র সংগঠন হতে নিজেদের বিমুক্ত করা।

তিনি বলেন, ছাত্রদের শিক্ষাঙ্গনে রাজনীতি করার কোন মৌলিক অধিকার নেই।

অধ্যাপক আবুল কালাম আজাদ চৌধুরী গত ১ অক্টোবর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩তম উপাচার্য হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। নতুন ভাইস চ্যান্সেলর আজাদ চৌধুরী ১৯৭৬ সালে যুক্তরাজ্যের ম্যানচেষ্টার ইউনিভার্সিটি হতে ফার্মেসীতে পিএইচডি ডিগ্রী লাভ করেন, ডঃ চৌধুরী মৌলিক গবেষণার জন্য '৭৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক 'রব চৌধুরী স্বর্ণপদক' লাভ করেন। তিনি ১৯৯৫-৯৬ সালে প্যারিসের ন্যাশনাল হেলথ ইনষ্টিটিউট কর্তৃক ইইসি ফেলো মনোনীত হন। নয়া ভিসি চৌধুরী বলেন, আর যাতে সেশনজট না হয় সে লক্ষ্যে সকল প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ভিসি

গত ২০ অক্টোবর ডঃ আমিনুল ইসলাম জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় উপাচার্য হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। কুমিল্লার ডঃ আমিন আমেরিকার মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রেকর্ড সংখ্যক নম্বর পেয়ে পিএইচডি ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান, জীববিজ্ঞান অনুষদের ডীন এবং সিণ্ডিকেট ও সিনেট সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ডঃ আমিন ১৯৮৭ সালে ফাও (FAO) এর মৃত্তিকা গবেষণা বিশেষজ্ঞ, ১৯৮৪ সালে বিশ্বব্যাংক এর কৃষি তত্ত্ব বিশেষজ্ঞ, ১৯৮৮ সালে একই প্রতিষ্ঠানের কৃষি গবেষণা বিশেষজ্ঞ এবং ১৯৯৩ সালে ফাও-এর মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ ছিলেন। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক জার্ণালে তাঁর ১১৫টি গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভিসি ছিলেন ডঃ এম. এ. বারী।

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ভিসি

গত ২০ অক্টোবর ডঃ এম. আমিনুল ইসলাম উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় উপাচার্য হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ঝিনাইদহের ডঃ এম. আমিন ১৯৬৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ক্লার্ক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান অনুষদের ডীন, শহীদুল্লাহ হলের প্রভোষ্ট, সিণ্ডিকেট ও সিনেট সদস্য, শিক্ষক সমিতির সভাপতি, বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির সভাপতি ও ন্যাশনাল কমিটি অব জিওগ্রাফির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর তিনটি গ্রন্থ এবং দেশ বিদেশের বিভিন্ন জার্নালে প্রায় অর্ধশত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য ছিলেন ডঃ এম. শমশের আলী।

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে নবম আর টি সি

গত ৪ থেকে ৯ অক্টোবর বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে নবম রোটার‍্যাক্টিক ট্রেনিং ক্যাম্প (RTC) অনুষ্ঠিত হয়। এর আয়োজনে ছিল আন্তর্জাতিক সমাজসেবা সংগঠন রোটার‍্যাক্ট জেলা ৩২৮০ বাংলাদেশ। প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে দেশের প্রায় ১২০টি ক্লাবের মধ্যে ৫৬টি ক্লাবের ৬১ জন রোটার‍্যাক্টস অংশগ্রহণ করে।

আর টি টি সি হল আত্ম উন্নয়নের প্লাটফরম। পেশা উন্নয়ন, সমাজ সেবা, ক্লাব সেবা, বন্ধুত্ব গড়া, সর্বপরি নিজেকে সচেতন ও আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে তরুণদের মধ্যে এ প্রশিক্ষণ হয়। সমাপনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডিজি রোটারিয়ান জামাল উদ্দিন, প্রফেসর ডঃ মোহাম্মদ হোসেন, প্রফেসর ডঃ আমির হোসেন, জনাব ওবায়দুর রহমান, রোটারিয়ান সুবোধ বণিক, ডি আর আর, রোটার‍্যাক্ট ক্লাব অব ঢাকা নর্থের প্রাক্তন সভাপতি জনাব জহিরুদ্দিন বাবর।

রোরাট্যাক্টর মাসুদ ইবনে মাহবুব
বি. কম (পাস) ১ম বর্ষ, ঢাকা কমার্স কলেজ

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

১৬ জনকে পিএইচডি ও ৬ জনকে এম ফিল ডিগ্রী প্রদান

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা পরিষদের সুপারিশক্রমে সম্প্রতি ১৬ জনকে পিএইচডি ও ৬ জনকে এমফিল ডিগ্রী প্রদান করা হয়েছে। পিএইচডি ডিগ্রী লাভ করেছেন—বাংলার মনিরা কায়েস, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতিতে আশীয়ারা খাতুন, প্রাণিবিদ্যায় আব্দুল মালেক ভূঁইয়া, রসায়নে সুভাষ চন্দ্র পাল, উদ্ভিদ বিজ্ঞানে এম. আব্দুস শহীদ, মোঃ আব্দুল কাইয়ুম ও আতহার-উজ-জামান, গণিতে সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন, পরিসংখ্যানে মোঃ নূরুল ইসলাম, ব্যবস্থাপনায় মোখলেসুর রহমান, ভাষায় কানাই লাল রায়, আইবিএস এর গবেষক কাজী মাহবুব হোসেন, গুলনাহার বেগম, জুলফিকার আলী ইসলাম এবং আইবিএসসি'র গবেষক জিএম শাহিনুজ্জামান ও আব্দুর রাজ্জাক শাহ।

শহীদুল ইসলাম
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে

শাকসু ভিপি রুবনসহ সদস্যদের দায়িত্ব গ্রহণ

গত ১০ অক্টোবর শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (শাকসু)'র ভিপি রুবনসহ অন্যান্য সদস্যবৃন্দ দায়িত্ব গ্রহণ করেন। দায়িত্ব হস্তান্তরকালে ভিসি ডঃ সৈয়দ মহিব উদ্দিন বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনামকে কেন্দ্র করেই যেন নির্বাচিত সংসদ কার্যক্রম আবর্তিত হয় সেই প্রত্যাশা আমার।

দায়িত্ব গ্রহণকারীদের মধ্যে রয়েছেন ভিপি কে. এম. আশরাফুল আজিম রুবন, জিএস বররুদ্দোজা শাহীন, এজিএস দেবজিৎ কুমার বনিক ও অন্যান্য সদস্যবৃন্দ।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

ব্যাংকিং বিষয়ে সিম্পোজিয়াম

গত ৩ অক্টোবর জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগের উদ্যোগে 'Banking in Bangladesh : Operation, Management, Performance' শীর্ষক সিম্পোজিয়াম অনুষ্ঠিত হয়। সিম্পোজিয়ামের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ভিসি অধ্যাপক আমিরুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, ব্যাংকিং-এর সফলতায় পুঁজি বাজারে অর্থায়ন, বিনিয়োগ, উপদেশনা ও মুক্তবাজার অর্থনীতিতে সংস্কার সাধিত হয়েছে।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিশ্ববিদ্যালয় ট্রেজারার অধ্যাপক আব্দুল কায়েস। বক্তব্য রাখেন জনতা ব্যাংকের জি. এম মোঃ হোসাইন, ন্যাশনাল ব্যাংকের এম.ডি কাজী আব্দুল মজিদ, সিটি ব্যাংকের এম.ডি এম. তাহের উদ্দিন, অগ্রণী ব্যাংকের এম.ডি খন্দকার ইব্রাহীম খালেদ প্রমুখ।

মোঃ আজিজুর রহমান
পরিসংখ্যান, শেষ বর্ষ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

কৌতুক

১। একজন ইংরেজ বিশেষজ্ঞ গ্রামের কৃষকদের অবস্থা দেখতে এসেছেন। ধানক্ষেতে কর্মরত একজন কৃষককে দেখে ইংরেজ ভদ্রলোক বললেন— How do you do? কৃষক শুনে বলল—'হাতে বহুত কাম। অহন হাডুডু খেলতে পারুম না।"

২। শিক্ষক : এখন থেকেই যদি পড়াশোনায় মনোযোগী না হও তবে তোমার ভবিষ্যৎ অন্ধকার।
ছাত্র : চিন্তার কিছু নেই স্যার। পিডিবি-র ডাইরেক্টর আমার মামা। চাইলেই বিদ্যুৎ লাইন দিয়ে দেবেন।

৩। ভূগোল শিক্ষক : আমি এখন তোমাদের যে তারকাটা দেখাব, সেটার আলো পৃথিবীতে পৌছতে চার ঘন্টা সময় লাগে।
ছাত্র : কিন্তু আমি এতক্ষণ বসে থাকলে আম্মু যে খুব চিন্তা করবেন।

সংগ্রহে : সোহানী ইসলাম, একাদশ শ্রেণী, রোল-৩০৫৯

ধর্ম

বিশ্ব নবীর দৈহিক গঠন

আকারঃ বেশী লম্বা কিংবা খাটো ছিলেন না। দৈহিক গঠন ছিল মধ্যম আকৃতির।

চেহারাঃ লাবণ্যময় উজ্জ্বল, ঝলমলে নূরানী চেহারা, যেন পূর্ণিমার চাঁদ। একেবারে গোলাকারও নয় আবার ক্ষুদ্রও নয়। মধ্যম আকৃতির ছিল।

মাথা ঃ অপেক্ষাকৃত একটু বড় আকারের ছিল।

চুলঃ কিঞ্চিত কোঁকড়ানো। তিনি মাথার মধ্যভাগে সিথি করতেন। চুলে প্রায়ই তৈল এবং সুগন্ধী ব্যবহার করতেন। তিনি কখনো কখনো কানের লতি পর্যন্ত আবার কখনো কখনো ঘাড় পর্যন্ত বাবরী রাখতেন।

স্কন্ধঃ দুই স্কন্ধের মাঝখানে নব্যুয়তের সীল বা মোহর ছিল।

ললাটঃ অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত ছিল।

চক্ষুঃ চক্ষুদ্বয় ছিল সুপ্রশস্ত। চোখের মণি ছিল ঘনকাল। তিনি চোখে সুরমা ব্যবহার করতেন। তিনি কখনো বাঁকা চোখে কারো দিকে তাকাতেন না।

নাসিকাঃ খুব সুন্দর উচ্চ নাসিকা ছিল। চেহারাতে নসিকা ছিল উত্তম মানানসই।

দাঁতঃ দাঁত ছিল খুব সুন্দর। হাসির সময় মুক্তার মত চমকাত।

বক্ষঃ প্রশস্ত এবং কিছুটা উঁচু। বক্ষস্থল হতে নাভি পর্যন্ত হালকা লোমের সরু একটা রেখা ছিল। এছাড়া প্রায় সমস্ত শরীরই ছিল পশমে ভরা।

দাড়িঃ ঘন, কাল, লম্বা প্রায় বক্ষ পর্যন্ত প্রসারিত ছিল।

হাতঃ হাত ও আঙ্গুল ছিল লম্বা। কব্জী হতে কনুই পর্যন্ত পশম ছিল। হাতের তালু ছিল প্রশস্ত।

পেটঃ মোটা, সুন্দর ও সমান ছিল। ভুড়ি ছিল না।

চামড়াঃ মসৃণ ও নরম ছিল।

পাঃ পায়ের গোড়ালি পাতলা ছিল। পায়ের তলার মধ্যভাগ ছিল খালি। চলার সময় পা দাবিয়ে দিতেন না। মাটির দিকে দৃষ্টি রেখে হাঁটতেন।

তিনি ছিলেন সত্যবাদী, সাহসী, দানশীল, ক্ষমাশীল, উদার, দায়িত্বজ্ঞা সম্পন্ন এবং মিশুক। ইমাম তিরমিজী (রঃ) বিশ্বনবী (সাঃ) এর দৈহিক গঠন, চাল চলন, পোশাক পরিচ্ছদ, খাওয়া দাওয়া প্রভৃতি বিষয়ে ৪ শত হাদিস সংকলন করে 'সামায়েলে তিরমিজী' নামক গ্রন্থখানা রচনা করেছেন। ঐ কিতাবে মোটামুটিভাবে বিশ্বনবী (সাঃ) এর দৈহিক গঠন বর্ণনা করা হয়েছে।

"Islamic Knowledge and Diary"
থেকে সংগৃহীত।

আল্ কোরআনের কয়েকটি পরিসংখ্যান

পারার সংখ্যা	৩০ টি
সূরার সংখ্যা	১১৪ টি
মক্কী সূরার সংখ্যা	৮৬ টি
মাদানী সূরার সংখ্যা	২৮ টি
রুকর সংখ্যা	৫৪০ টি
আয়াত সংখ্যা	৬৬৬৬ টি
শব্দ সংখ্যা	৭৬৪৩০ টি
তেলাওয়াতের সেজদা	১৪ টি
অক্ষর	৩২৩৬৭১ টি
যবর	৫৩১৪৩ টি
যের	৩৯৫৮২ টি
পেশ	৮৮০৪ টি
মদ্	১৭৭১ টি
তাশদীদ	১২৭৪ টি
নোক্তা	১০৫৬৮৪ টি
'আল্লাহ' শব্দ	২৫৮৪ বার
'রহমান' শব্দ	৫৭ বার
'রাহীম' শব্দ	১১৪ বার

ক্রীড়া

জাতীয় ক্রীড়া সম্মেলন '৯৬ সমাপ্ত

গত ১৬ থেকে ১৮ অক্টোবর সাভারের জিরানীস্থ বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনুষ্ঠিত হয় জাতীয় ক্রীড়া সম্মেলন '৯৬। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় আয়োজিত এই সম্মেলনের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

ক্রীড়া সম্মেলনে বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনের বিভিন্ন সমস্যার উপর খোলামেলা আলোচনা, সমালোচনা ও বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের সার্বিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব দেয়া হয় জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ ও বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপর। বাংলাদেশের তৃণমূল পর্যায় অর্থাৎ থানা পর্যায় থেকে শুরু করে জাতীয় ক্রীড়া ফেডারেশনসমূহের ক্রীড়া সংগঠক ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব ও ক্রীড়া সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা এই জাতীয় ক্রীড়া সম্মেলনে অংশ নেন।

শেখপুরা টেস্টে ছক্কার ঝড়!

ওয়াসিম আকরামের বিশ্ব রেকর্ড

ওয়াসিম আকরাম দৃঢ়তাপূর্ণ ব্যাটিংয়ের আরেকটি সুন্দর নজীর স্থাপন করলেন। ১৭ থেকে ২১ অক্টোবর পাকিস্তানের শেখপুরায় অনুষ্ঠিত প্রথম টেষ্টে জিম্বাবুয়ে প্রথম ইনিংসে ৩৭৫ রান সংগ্রহ করে। কিন্তু পাকিস্তান প্রথম ইনিংসের সূচনাতেই বিপদের সম্মুখীন হয়। মাত্র ১৮৩ রানের মাথায় পাকিস্তানের ৬টি উইকেটের পতন ঘটে। ঠিক সেই মুহূর্তে ব্যাট হাতে রুখে দাঁড়ান অধিনায়ক ওয়াসিম আকরাম। ৬ উইকেটে ১৮৩ থেকে দলকে টেনে নিয়ে যান ৫৫৩ রান পর্যন্ত। এ সময়ে তিনি নিজে অপরাজিত থাকেন ২৫৭ রান সংগ্রহ করে এবং দু'দুটো বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারী হন। টেস্ট ক্রিকেটে এক ইনিংসে একজন ব্যাটসম্যানের পক্ষে সর্বাধিক ছক্কা (১২টি) হাঁকানোর কৃতিত্ব অর্জন করেন এবং ৮ম উইকেট জুটিতে সাকলায়েন মুশতাককে সাথে নিয়ে নতুন রেকর্ড (৩১৩ রান) স্থাপনের গৌরব অর্জন করেন।

টেনিস তারকা সাবাতিনির অবসর গ্রহণ

সুন্দরের রাণী—গ্যাব্রিয়েলা সাবাতিনি। মাত্র ২৬ বছরের সাবাতিনি ৭ বছর বয়সে খেলা শুরু করে ১৩ বছর বয়সে পেশাদার টেনিসে পা রেখে সবাইকে অবাক করে দিয়েছিলেন। ১৯৮৫ সালে সবচেয়ে কম বয়সী খেলোয়াড় হিসাবে গ্যাবি ফ্রেঞ্চ ওপেনের ফাইনালে উঠেছিলেন। এরপর জয় পরাজয়ের মধ্য দিয়ে তার খেলোয়াড়ী জীবন এগিয়ে যায়। অসম্ভব জনপ্রিয় এই টেনিস তারকা ৫ই নভেম্বর তার অবসর গ্রহণের ঘোষণা দিয়েছেন।

ঢাকা কমার্স কলেজ যাদুঘর

অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী ফারুকীর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 'ঢাকা কমার্স কলেজ যাদুঘর'। আপনার কাছে কি ঢাকা কমার্স কলেজ সংক্রান্ত কোন তথ্য, দলিলাদি, কাগজপত্র, জিনিসপত্র, ছবি বা সংগ্রহণ উপযোগী কোন দ্রব্য রয়েছে? তবে তা কলেজ যাদুঘরে জমা দিতে পারেন। আমরা তা সাদরে গ্রহণ ও স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করবো। জমা দেয়ার ঠিকানা :

মোঃ নূরুল আলম
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
ঢাকা কমার্স কলেজ

আমাদের সোনার ছেলেরা *২৩–এর পৃষ্ঠার পর*

তার মতে ঢাকা কমার্স কলেজ "এক ব্যতিক্রমধর্মী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান"। বাবুর মতে প্রতিদিনের পড়া প্রতিদিন শেষ করলেই ভালো ফলাফল করা সম্ভব। সে মোল্লা মো: শফিউল্লাহ ও মিসেস আক্তার জাহান এর পুত্র।

মেধা তালিকায় ১৫ তম স্থান অধিকার করেছে **ইমরান মজিদ (শান্তনু)**। সে ২টি লেটার সহ মোট ৭৮৫ নম্বর পায়। সে দৈনিক ৬/৭ ঘণ্টা লেখাপড়া করতো। শান্তনু ভবিষ্যতে চার্টার্ড একাউন্ট্যান্ট হতে চায়। ঢাকা কমার্স কলেজ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে শান্তনু বলে—"আসলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বলতে যা বুঝায় তা সত্যিকার অর্থেই এ কলেজে রয়েছে এবং কলেজের পরিবেশ ভাল ফলাফলের জন্য সহায়ক।"

চার্টার্ড একাউনটেন্ট হতে ইচ্ছুক **মোঃ গোলাম মোর্তজা (রাজিব)** এইচ. এস. সি পরীক্ষা '৯৬-এ ঢাকা বোর্ডে বাণিজ্য বিভাগে মেধা তালিকায় ১৭ তম স্থান লাভ করে। সে ২টি লেটার সহ মোট নম্বর পায় ৭৭৯। তার শখ ক্রিকেট খেলা, বই পড়া এবং ভ্রমণ করা। রাজিবের প্রিয় ব্যক্তিত্ব তার বাবা, মা এবং ডঃ মাহাথির বিন মোহাম্মদ। রাজীব ছাত্র রাজনীতি পছন্দ করে ; তবে তা অবশ্যই হতে হবে সন্ত্রাসমুক্ত। ঢাকা কমার্স কলেজ সম্পর্কে সে বলে—"অবশ্যই ব্যতিক্রমধর্মী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। যার সকল শিক্ষক, কর্মচারী ও ছাত্র-ছাত্রী ব্যতিক্রমধর্মী।"

মোহাম্মদ তারিকুল আলম (নাসিম) ৭৭৬ নম্বর পেয়ে মেধা তালিকায় ১৮তম হয়। বই পড়া ও বাগান পরিচর্যা করা তার শখ। নাসিম ভবিষ্যতে হিসাব বিজ্ঞানে উচ্চতর ডিগ্রী নিতে ইচ্ছুক। ফলাফলের জন্য সে আল্লাহ তায়ালার নিকট কৃতজ্ঞ।

জনাব মমিনুল হক ও মনোয়ারা হকের পুত্র **মঈনুল হক সিরাজী (নদী)**-ও এবার মেধা তালিকায় ১৮ তম হয়। নদীর প্রিয় শখ ক্রিকেট খেলা। প্রিয় ব্যক্তিত্ব তার বাবা। নদী'র মতে ভালো ফলাফলের জন্য অধ্যবসায় ও উত্তম পরিবেশের পাশাপাশি আত্মবিশ্বাস অপরিহার্য।

সম্মিলিত মেধা তালিকায় ১৯তম এবং মেয়েদের মেধা তালিকায় ৫ম **শামীমা সিদ্দিকা (লুনা)** ভবিষ্যতে শিক্ষক হতে ইচ্ছুক। লুনা মোট ৭৭৫ নম্বর পায়। তার শখ ঘুমানো ও গান শোনা। তার পিতা ডাঃ আবু বকর সিদ্দিকী, মাতা ফজিলা খাতুন। লুনা নিতান্তই কৌতুহলবশত কমার্স পড়েছে।

মেয়েদের মেধা তালিকায় নবম **সাহিদা আক্তার (সনিয়া)** মোট ৭৬১ নম্বর পায়। সনিয়া দৈনিক ৫/৬ ঘণ্টা লেখাপড়া করতো। অবসর সময়ে সে গান শুনে। ভালো ফলাফলের জন্য সে বাবা, মা, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও আত্মীয়গণের নিকট কৃতজ্ঞ।

মেয়েদের মেধা তালিকায় ১০ম **মালকা তারান্নুম(বাবু)** দুটি লেটার সহ মোট ৭৫৯ নম্বর পায়। ভবিষ্যতে শিক্ষা সচিব হতে ইচ্ছুক বাবু'র মতে অধ্যবসায় ও মনোবল থাকলে ভালো ফলাফল করা সম্ভব।

ঢাকা কমার্স কলেজের ক্রম উদ্দীপনামূলক এ ফলাফল আগামী দিনে হবে আরো প্রদীপ্ত। শিক্ষা ও ফলাফলের ক্ষেত্রে যে ব্যতিক্রমী অনন্য ধারা এ কলেজের শিক্ষার্থীরা শুরু করেছে তা অনুপ্রাণিত করবে আগামী দিনের শিক্ষার্থীদের। গৌরবদীপ্ত ফলাফলের মতো ছাত্র ছাত্রীদের ভবিষ্যত জীবনও হবে সাফল্যমণ্ডিত। এ বিশ্বাস আমাদের সবার।

মোহাম্মদ সরওয়ার

প্রতিশ্রুতি দাও

কবিতা

মোঃ মনির হোসেন

(ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে
ঢাকা কমার্স কলেজের ছাত্র ছাত্রীদের প্রতি)

হে তরুণ—
এখানে বারুদের গন্ধ খুঁজো না
গোলাপের সৌরভ নাও।
প্রতিশ্রুতি দাও—
পাপ তোমাদের তারুণ্যকে স্পর্শ করবে না।
বিভৎস হিংস্র দাবানলে নয়,
মেধার শাণিত আঘাতে
জর্জরিত করো
অভিশপ্ত সন্ত্রাসীকে।

হাইজ্যাকার

তারিকুল ইসলাম শান্ত

থাকে তারা ঘাপটি মেরে
ফুটপাতে আর গলির ধারে
ছায়ায় ঢাকা লেকের পাড়ে।

সুযোগ মত আসে তেড়ে
কিল-ঘুষি আর চাক্কু মারে
ঝটপটিয়ে কাজটি সারে।

চোখ পাকিয়ে দেয় ঠ্যাক ;
চলছে তো বেশ হাইজ্যাক !

হাইজ্যাকারের উপদ্রবে
অরক্ষিত ঢাকা,
আর যাবে না নিরাপদে
এই শহরে থাকা।

মোহাম্মদ ইলিয়াছ

তানভীর-উল-ইসলাম

তিনি এক শান্ত ছেলে
নাম 'ইলিয়াছ'
বুঝেন শুধু দিন-রাত
কাজ আর কাজ।
পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক তিনি
ঢাকা কমার্স কলেজের
তত্ত্বাবধায়ক তিনি 'ক্লাব অব
জেনারেল নলেজ'-এর
এমনি করে আরো আছে
কতো শতো দিক্
কষ্ট করে সাধন করেন
সবই ঠিক্ ঠিক্।
ভালোবাসা তাঁর কলেজের জন্য
একশোতে একশো
দায়িত্ব আর কর্মে আন্তরিক
কোন কিছুতে নেই শো।
তাই সবার ভালোবাসায়
ইলিয়াছ ভাই আজ ধন্য
প্রিয় তিনি, প্রিয় আমার
তিনি যে অনন্য।

[প্রতি সংখ্যায় কলেজের ছাত্র-শিক্ষকদের পরিচিতি ছড়ায় ছড়ায় তুলে ধরা হবে।]

থাইল্যান্ড

বিচিত্র সংবাদ

থাইল্যান্ড শব্দের অর্থ মুক্তভূমি। অর্থাৎ এই দেশটি কখনো পরাধীন ছিল না। রাজধানীর নাম ব্যাংকক সবাই জানি। কিন্তু ব্যাংককের প্রকৃত নাম--"কুরঙ্গহোপ মাহা নার্কোন আমরনে, রাত্তানাকোসিন্দ্রা, মাহিন্দ্রে উদ্ধা মহাদিলোকপপ নপোরত্ন রাজধানী মহামাথন আমরন পিমান আভাতরন সতিত সাক্কাতুলতিয়া বিষ্ণুকর্ণ প্রসিত"।—ব্যাংকক হচ্ছে এই ভয়াবহ নামের সংক্ষিপ্ত রূপ।

সবচেয়ে বেঁটে মানুষ

বিশ্বের সবচেয়ে বেঁটে মানুষটি হচ্ছে পর্তুগালের অ্যান্তোনিও ফেরেইরা। উচ্চতা সাড়ে ২৯ ইঞ্চি। তিনি কিন্তু একজন পটু ড্রাম বাজিয়ে।

অলস নারী

বিশ্বের সবচেয়ে অলস নারী ছিলেন ফ্রান্সের ভিউ এন ডেইরোমীর অধিবাসী দুই বোন মারিয়ন ব্রিলাত সাভারিন ও প্যাপন ব্রিলাত সাভারিন। জীবনের শেষ আটচল্লিশ বছর এই দুই বোন প্রত্যেক পহেলা সেপ্টেম্বর থেকে তিরিশে জুন পর্যন্ত বিছানায় শুয়ে কাটাতেন। অর্থাৎ বছরের দশ মাসই থাকতেন বিছানায়।

ছোট, সে কত ছোট !

আমেরিকায় একটি পত্রিকা বেরোয় যার নাম 'Daily Inch' মানে 'দৈনিক ইঞ্চি'। পত্রিকাটির দৈর্ঘ্য সাধারণ পত্রিকার এক কলাম এবং প্রস্থ মাত্র এক ইঞ্চি। পত্রিকাটি প্রতিদিন প্রকাশিত হয়।

সংগ্রহ : তানিয়া সুলতানা
একাদশ শ্রেণী, রোল-৩০৭০

কুইজ-১

১। বাংলাদেশের ক্রীড়া সঙ্গীতের প্রথম দু'চরণ কি?
২। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত কত সালে?
৩। ১৯৯৬-৯৭ বর্ষে শিক্ষাখাতে মোট রাজস্ব বরাদ্দ কত?
৪। ইসরাইলের বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর নাম কি?
৫। বিচারপতি সাহাবুদ্দিন বাংলাদেশের কত তম প্রেসিডেন্ট?

উপরোক্ত কুইজের সঠিক উত্তরদাতাদের নাম পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশ করা হবে। ২৮ শে নভেম্বরের মধ্যে নিম্ন ঠিকানায় উত্তর পাঠানো যাবে :

কুইজ-১, ঢাকা কমার্স কলেজ দর্পণ
ঢাকা কমার্স কলেজ ক্যাম্পাস
মিরপুর, ঢাকা-১২১৬।

মুখোমুখী-১

মোঃ জাহিদ হোসেন সিকদার

ঢাকা কমার্স কলেজ দর্পণ-এর আগামী সংখ্যায় ছাত্র শিক্ষক অভিভাবকদের মুখোমুখী হবেন মার্কেটিং বিভাগের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ জাহিদ হোসেন সিকদার। ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক যে কেউ জনাব সিকদারের নিকট শিক্ষা বা অন্য যে কোন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আকর্ষণীয় ও প্রাঞ্জল প্রশ্ন করতে পারেন।

মুখোমুখী-১, ঢাকা কমার্স কলেজ দর্পণ,
ঢাকা কমার্স কলেজ ক্যাম্পাস, মিরপুর,
ঢাকা-১২১৬ এই ঠিকানায় লিখুন।

লেখা আহ্বান

ঢাকা কমার্স কলেজ দর্পণ-এ প্রকাশের জন্য ছাত্র শিক্ষক, অভিভাবক, পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ, কর্মকর্তা, কর্মচারীগণ তাদের যে কোন ধরনের সফলতা, স্বীকৃতির কথা লিখতে পারেন। এছাড়া প্রকাশনা, ভ্রমণ, শোক, বিয়ে, প্রবন্ধ, রচনা, ছোট গল্প, কবিতা, ছড়া, কৌতুক, কার্টুন ইত্যাদি বিষয়েও লিখতে পারেন। কলেজের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড যেমন - বিভিন্ন উৎসব, প্রতিযোগিতা, সেমিনার, ভর্তি, পরীক্ষা, ফলাফল, ছুটি, ক্লাস রুটিন, নিয়োগ, নির্মাণ ও উন্নয়ন, বিভাগীয় কার্যক্রম ইত্যাদি নিয়ে সংশ্লিষ্ট যে কেউ লিখলে তা সাদরে গ্রহণ করা হবে।

কাগজের এক পৃষ্ঠায় চার পাশে পর্যাপ্ত মার্জিন রেখে স্পষ্টাক্ষরে লিখবেন এবং লেখা শেষে লেখকের স্বাক্ষর, নাম ও ঠিকানা দিবেন। লেখার সাথে প্রামাণ্য দলিল ও ছবি প্রেরণ বাঞ্ছনীয়। ছবির অপর পৃষ্ঠায় কিংবা সংযুক্তি কাগজে ক্যাপশন লিখে দিবেন।

সংক্ষিপ্ত ও তথ্যবহুল লেখা প্রকাশে গুরুত্ব পায়। অপ্রকাশিত লেখা ফেরত দেয়া হয় না। লেখা যত দ্রুত সম্ভব প্রেরণ করবেন।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা
সম্পাদক, ঢাকা কমার্স কলেজ দর্পণ
ঢাকা কমার্স কলেজ ভবন, মিরপুর,
ঢাকা-১২১৬। ফোন : ৮০ ৫৬ ১০

বিজ্ঞান

স্বপ্নের রহস্য

আমরা যখন ঘুমাই তখন স্বপ্ন দেখি, বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন যে, প্রতিটি লোকই প্রতিরাতে প্রায় দু'তিনবার স্বপ্ন দেখে। যারা বলে যে আমরা স্বপ্ন দেখি না; তারা প্রকৃতপক্ষে ঘুম থেকে জাগার পর স্বপ্নের কিছুই মনে করতে পারে না। তবে কেউ কেউ স্বপ্নের প্রতিটি অংশই মনে রাখতে পারে। স্বপ্ন কখনও আনন্দময়, কখনও ঘটনাবহুল আবার কখনওবা ভীতিপ্রদ হয়।

আমাদের সকল স্বপ্নই আবেগ, রোমাঞ্চ, ভয়, কামনা, ইচ্ছা প্রভৃতির সাথে কোন না কোনভাবে জড়িত থাকে। কেউ যদি ক্ষুধার্ত বা তৃষ্ণার্ত থাকে, তাহলে তার স্বপ্নের বিষয় ঐ সব অনুভূতির সাথে জড়িত থাকতে পারে। মনোবিজ্ঞানীদের মতে—আমাদের সকল অপূর্ণ ইচ্ছা বা কামনা স্বপ্নের মাধ্যমে পরিপূর্ণতা লাভ করে। স্বপ্ন আমাদের অবদমিত ইচ্ছাকে বের করে দেয়ার পথ করে দেয়।

যখন কেউ স্বপ্ন দেখে, তখন তার চোখের নড়া-চড়ার গতি অতি দ্রুত হয়। মনে হয় যেন সে স্বপ্নের ঘটনাবলীকে অবলোকন করছে, ১৫ থেকে ২০ মিনিট পর্যন্ত চোখের এই নড়াচড়ার গতি স্থায়ী হয়। এই সময়ে মস্তিষ্কের তরঙ্গের প্রকৃতিও পরিবর্তিত হয়। বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য কখনও কখনও ঐ তরঙ্গ প্রকৃতি রেকর্ড করা হয়। এই রেকর্ড করাকে বলা হয় 'ইলেকট্রো এনসিফালোগ্রাম'।

মনোবিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন যে, আমাদের যে সমস্ত ইছা সত্যে রূপ নেয়নি, স্বপ্ন হলো সেই সব ইচ্ছারই প্রকাশ। কোন কোন মনোবিজ্ঞানী মনে করেন, স্বপ্ন দেখার মাধ্যমে আমাদের মস্তিষ্ক তার রেকর্ডকৃত কার্যাবলী শেষ করে পরবর্তী দিনের সচেতন কার্যাবলীর জন্য নিজেকে তৈরি করে রাখে।

কেউ কেউ বলেন যে, তাঁদের অনেক সমস্যার সমাধান হয়েছে স্বপ্নের মাধ্যমে। বিখ্যাত রাসায়নবিদ 'কেকুলি' শুধুমাত্র একটি স্বপ্ন দেখার পরই বেনজিন অনুর গঠন প্রকৃতি প্রদান করেন। বেনজিনের আনবিক গঠনের স্বপ্ন দেখাকালীন তিনি দেখেছিলেন যে, একটি সাপ ঘূর্ণায়মান অবস্থায় তার নিজের লেজ কামড়িয়ে চলেছে।

কেউ কেউ বিশ্বাস করেন যে, ভবিষ্যতে কি ঘটবে স্বপ্ন তা বলে দিতে পারে। স্বপ্ন দেখার ব্যাপারটি বিজ্ঞানীরা এখনও পর্যন্ত পুরোপুরিভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেন নি। তবে এটাই বিশ্বাস করা হয় যে স্বপ্ন দেখা স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী।

সংগ্রহে : আজাদুল ইসলাম
এম. কম (ব্যবস্থাপনা) ১ম বর্ষ, রোল : এম এম ৪২

গল্প

ঘুড়ি

ঘুড়িটা অনেকক্ষণ পড়ে আছে উঠোনে। কাটা পড়েছে, কিন্তু অনেকক্ষণ পর্যন্ত কোন ছোট্ট ছেলে দৌড়ে আসলো না ঘুড়িটা ফেরত নেবার জন্য। ঘরে নিয়ে রাখলাম ধব ধবে সাদা ঘুড়িটাকে। বিকেলে উঠোনে হাঁটছিলাম একা একা, আমার শিকলে বাঁধা কুকুরটা হঠাৎ ডেকে উঠলো। গেইটের দিকে তাকিয়ে দেখি দুটো জীর্ণ, মলিন পা দেখা যাচ্ছে। গেইট খুলে দেখি অপরাধীর মত দাঁড়িয়ে আছে একটা ছোট্ট ছেলে, দশ এগারো হবে বয়স। ওর শ্যামলা কপালে জমাট বাঁধা শুকনো রক্ত। পরনে একটা খাটো লুঙ্গি। ওকে দেখেই আমার ঘুড়িটার কথা মনে পড়লো। ও-ই কি তবে ঘুড়িটার মালিক? আমার জিজ্ঞাসু দৃষ্টির জবাবে ও বললো, "আপনাগো এইহানে একটা ঘুড্ডি পড়ছে?" আমি বললাম, 'ঘুড়িটা কি তোমার?' "জে-না, আমার সাবের পোলার।" ঘুড়িটি ওর হাতে দিতেই ও চলে যাচ্ছিল। আমি হঠাৎ বলে উঠলাম, 'শোনো, তোমার কপালে রক্ত কেন?' "ওইডা কিছু না" বলে চলে যাচ্ছিল ছেলেটা। 'আরে বাবা, আমি রক্ত দেখতে পাচ্ছি, আর তুমি বলছো কিছুনা। বলনা কি হয়েছে তোমার।' "আমার সাবেরে কইয়া দিবেন না তো?" আমি তোমার সাহেবকে চিনিই না, তো আবার বলব কি করে?' আশ্বস্ত হয়ে ছেলেটা একটা টানাদীর্ঘশ্বাস ছাড়লো। অপেক্ষা করে বললো, ঘুড্ডিটা কোনহানে না পাইয়া বাসায় গেছিলাম ঘুড্ডি ছাড়া। হেইনা দেইখ্যা সাবের পোলায় হাতের কাছের ফুলদানি দিয়া মারলো এক বাড়ি। রক্তারক্তি হইয়া গেল। হেরপর কইলো, "সারা পাড়ায় খুজবি, না পাইলে এই বাড়িতে আর ঢুকবি না।" "দেখছেন আফা, কত বড়লোক অথচ এক টাকার ঘুড্ডির লাইগ্যা আমার মাথাডা ফাটাইয়া দিল।"—কথাটা বলেই ওর মলিন পাদুটো বাড়িয়ে চলে গেল ওর পথে, আমার মুখে আর কোন রা নেই। অবাক হয়ে ভাবলাম, সত্যিইতো একটা টাকার জন্য ওর মাথাটা ফাটিয়ে দিল! বিকেলের ঘটনাটা আমার সামনে ফুটে উঠলো আমাদের সমাজ চিত্র হয়ে।

শুভ্রা রহমান

রূপকথা

পরীর রাজ্যে

অনেক আগের কথা। এক যে ছিল পরীর রাজ্য। সেই রাজ্যের রাজার দুই মেয়ে। বড় মেয়ের নাম সৌ আর ছোট মেয়ের নাম মৌ। সৌ দেখতে ভাল নয় আর মৌ দেখতে খুব সুন্দর। একদিন সৌ বললো, মৌ তুমি এই পরীর রাজ্য ছেড়ে চলে যাও। মৌ বললো, কেন? সৌ বললো, আমি তোমাকে সহ্য করতে পারি না। মৌ বললো, ঠিক আছে আমি আজকে রাতেই রাজ্য ছেড়ে চলে যাব। রাত হলে মৌ উড়তে উড়তে চলে গেল এক বনে। সকাল বেলায় মৌ কাঠ যোগাড় করতে বের হলো। সে কতগুলো কাঠ এনে কাঠগুলোর ওপর হাত রেখে একটি মন্ত্র পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে কাঠগুলো বাড়িতে পরিণত হলো। তিনদিনের দিন মৌয়ের পাখাগুলো খসে পড়ে গেল, সেজন্য মৌ অনেকক্ষণ কাঁদলো। তারপর সে তার গয়নাগুলো বেচে চার শ' টাকা পেল। সে এই চার 'শ টাকা থেকে দুই শ' টাকার খাবার দাবার ও দুই 'শ টাকার উল কিনল। তারপর সেই উল দিয়ে মৌ একটি ঝুলি বানাল। সে ঝুলি নিয়ে যায় বনে। বন থেকে প্রতিদিন ফল নিয়ে আসে। একদিন এক রাজকুমার শিকারে এসে মৌকে ফল পাড়তে দেখে। তারপর রাজকুমার আর মৌয়ের পরিচয় হলো। মৌ রাজকুমারকে সব কথা খুলে বললো। রাজকুমার মৌকে তাদের বাড়ি নিয়ে গেল এবং তাদের ধুমধাম করে বিয়ে হয়ে গেল।

সেলিনা আক্তার

ম্যাজিক

দেশলাই-এর বাক্স থেকে কাঠি উধাও !

পকেট থেকে একটি দেশলাই-এর বাক্স বের করলেন ম্যাজিশিয়ান। বাক্সটি খুলে দর্শকদের দেখালেন—ভেতরে বেশ কিছু কাঠি আছে।

'আপনাদের চোখের সামনে থেকে কাঠিগুলো উধাও হয়ে যাবে'—বলে ম্যাজিশিয়ান বাক্সটি বন্ধ করে বিড় বিড় করে কী সব মন্ত্র আওড়ালেন। তারপর একসময় বাক্সটি খুললেন। সত্যিই তো! একটি কাঠিও নেই। দর্শকরা অবাক।

আপনি দেশলাই-এর যে বাক্স দিয়ে এই ম্যাজিকটি দেখাবেন তার দু'দিকে একই রকম কাগজ লাগিয়ে নিতে হবে। এরপর বাক্সের ভেতর থেকে কাঠি রাখার পাতলা কাঠের বা কাগজের ড্রয়ারটি বের করে তার তলাটি ছিঁড়ে ফেলুন। এখন তলাহীন ড্রয়ারটির মাঝামাঝি জায়গায় ঐ তলাটিই আঠা দিয়ে লাগিয়ে দিন। এর ফলে একসাথে বিপরীতমুখী দুটি ড্রয়ারের সৃষ্টি হল। একটি ড্রয়ারে দেশলাই এর কাঠি রেখে অন্যটি খালি রাখুন। ম্যাজিক দেখানোর সময় যেদিকে কাঠি আছে সেই দিকটি দর্শকদের দেখাবেন। তারপর বাক্সটি বন্ধ করে মন্ত্র পড়ার ছলে কৌশলে উল্টিয়ে খালি ড্রয়ারটি দর্শকদের দেখাবেন। লক্ষ্য রাখতে হবে দেশলাই এর দুদিকে ড্রয়ার আছে—এটা যেন দর্শক বুঝতে না পারে।

মুন্নি কিবরিয়া

এফবিসিসিআই নির্বাচন
আবদুল্লাহ হারুণ প্রেসিডেন্ট

গত ১৭ অক্টোবর অনুষ্ঠিত এফবিসিসিআই নির্বাচনে প্রখ্যাত চার্টার্ড একাউন্ট্যান্ট জনাব ইউসুফ আবদুল্লাহ হারুন ১৯৯৬-৯৮ সালের জন্য প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন। ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন এসোসিয়েশন গ্রুপের জনাব কাজী মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম। ফেডারেশনের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী এ নির্বাচনে চেম্বার গ্রুপ প্রেসিডেন্ট এবং এসোসিয়েশন গ্রুপ ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করার সুযোগ পায়।

এম. হারুন

অরাজনৈতিক ফোরাম এফবিসিসিআই'র নির্বাচন ছিল মূলত ব্যক্তিত্বের লড়াই। জনাব হারুন পেয়েছে ১৭১ ভোট এবং তাঁর একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী জনাব লতিফুর রহমান পেয়েছেন ৭০ ভোট। ১৯৯৪ সালে ব্যাপক প্রচার ও আলোড়ন সৃষ্টি করে এফবিসিসিআই প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন জনাব সালমান. এফ. রহমান। ১৮৭৩ সালে এফবিসিসিআই গঠিত হয়।

এফবিসিসিআই সংবিধান অনুযায়ী কার্যনির্বাহী পরিষদের চেম্বার গ্রুপ থেকে ১৫ জন এবং এসোসিয়েশন গ্রুপ থেকে ১৫ জন করে মোট ৩০ জন সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। জনাব আবদুল্লাহ হারুন পূর্ণ প্যানেলসহ জয়লাভ করে রেকর্ড সৃষ্টি করেছেন। ইসি সদস্য পদে এবারও এসোসিয়েশন গ্রুপের জনাব মোহাম্মদ আলী সর্বোচ্চ ভোট লাভ করেন।

বাটেক্সপো '৯৬

গত ৩ থেকে ৫ অক্টোবর বাংলাদেশ এ্যাপারেল এ্যাণ্ড টেক্সটাইল এক্সপোজিশন (বাটেক্সপো) '৯৬ অনুষ্ঠিত হয়। উদ্যোক্তা, আমদানীকারক ও রপ্তানিকারকদের বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে হোটেল সোনারগাঁও'র বলরুমের সুবিশাল চত্বর ও তার করিডোর জুড়ে দেশের সর্ববৃহৎ এ প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়।

বিজেএমইএ'র উদ্যোগে আয়োজিত এ মেলায় প্রায় ৪ শ' বিদেশী Buyer (ক্রেতা) অংশ নেন। ১৯৯০ সাল থেকে প্রতি বছর বাটেক্সপো অনুষ্ঠিত হচ্ছে। প্রদর্শনী থেকে প্রায় ৩ কোটি ১০ লাখ ডলারের তাৎক্ষণিক রপ্তানী অর্ডার পাওয়া গেছে। আগামী ৩ মাসের মধ্যে আরো ২০ কোটি ডলারের রপ্তানি অর্ডার পাওয়া যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

এবারের মেলার সবচেয়ে আকর্ষণীয় ও গুরত্বপূর্ণ দিক হল, অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিরোধী দলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া। বিজিএমইএ প্রেসিডেন্ট জনাব রেদোয়ান আহমেদ বলেন, দুই নেত্রীর ঐক্যতা ও উপস্থিতি বৈদেশিক বাণিজ্যে সহায়তা করবে।

ইউরোপীয় ফ্যাশন শো-তে আড়ং

দেশীয় বস্ত্রের ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের জন্য আড়ং সম্প্রতি সুইজারল্যাণ্ডের জুরিখ শহরে ইউরোপীয় ফ্যাশন শো-তে অংশগ্রহণ করেছে। আড়ং ব্র্যাক প্রতিষ্ঠিত একটি আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন উপহার বিপণি।

জাতীয় রপ্তানী ট্রফি বিতরণ

গত ১৩ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে ৬৯ জন কৃতি রপ্তানীকারকদের মধ্যে 'জাতীয় রপ্তানী ট্রফি' ও ১৯৯০-৯৩ সনদপত্র বিতরণ করেন। ট্রফি লাভকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে এক্সপোর্ট ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল, এ্যাপেক্স টেনারী, লকপুর ফিস প্রসেসিং, ইস্পাহানী লিঃ, কেডিএস গার্মেন্টস, কোর-দি জুট ওয়ার্কস, মুন্নু সিরামিক ইত্যাদি।

ফিন্যান্সিয়াল টার্মস

হিসাব চক্র (Accounting Cycle) :
হিসাব রক্ষণ ও হিসাব বিজ্ঞান একটি বিধিবদ্ধ কর্মপ্রক্রিয়া। তাই স্বীকৃত নির্দিষ্ট রীতি অনুযায়ী হিসাব প্রক্রিয়া চক্রাকারে অবিরত চলতে থাকে। যেমন-লেনদেনের জাবেদাকরনের মাধ্যমে হিসাব রক্ষণের কাজ আরম্ভ হয়ে পুনরায় জাবেদাতে এসে কাজটি শেষ হয়। এবং এভাবে চক্রাকারে ধারাবাহিকভাবে হিসাবে কাজ চলতে থাকে। তাই হিসাব রক্ষণ ও হিসাব বিজ্ঞানের কার্যাবলীর পর্যায়ক্রমিক আবর্তনকে 'হিসাব চক্র' বলে।

আর্থিক বাজার (Financial Market) :
আর্থিক বাজার বলতে মুদ্রা ও পুঁজি বাজারকে বুঝানো হয়, এ বাজার থেকে কোম্পানী তার স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী মূলধন তুলতে পারে।

মুদ্রা বাজার (Money Market) :
যে বাজারে স্বল্প মেয়াদী ঋণপত্র সমূহ আদান প্রদান হয়।

বিনিয়োগ ফাঁক (Investment Gap) :
অনুন্নত দেশগুলোতে এ ধরনের ফাঁক বেশি দেখা যায়। কোন দেশের অভ্যন্তরীণ জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে যে ধরনের বিনিয়োগ প্রয়োজন সেটা যদি জাতীয় সঞ্চয় থেকে উঠে না আসে তবে বিনিয়োগ ও সঞ্চয়ের মধ্যে একটা দূরত্ব সৃষ্টি হয়। অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগ যখন অভ্যন্তরীণ সম্পদ থেকে পূরণ করা সম্ভব না হয় তখন বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভর করতে হয়।

মোঃ আকতার হোসেন

বাণিজ্যিক শব্দাবলী
(Commercial Terms)

Above par (অধিক মূল্যে বা উচ্চ হারে) :
বাজারে পণ্যদ্রব্য প্রচলিত মূল্যের চেয়ে বেশি মূল্যে বেচা-কেনাকে বুঝাবার জন্যে 'অধি মূল্য' শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

Advice Note (নির্দেশ চিঠা) :
আমদানীকারকের নিকট পণ্য রপ্তানী সম্বন্ধে রপ্তানীকারক প্রেরিত বিবরণীকে বুঝায়।

Bank rate (ব্যাংক হার) :
যে হারে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর বিলসমূহ পুনঃ বাটা করে বা কর্জের উপর সুদ দেয় ও নেয় তাকে ব্যাংকের হার বলে।

Charter Party (নৌ-ভাটক) :
পণ্য প্রেরণের জন্যে জাহাজের মালিক বা প্রতিনিধির সাথে পণ্য প্রেরকের জাহাজ ভাড়া করার চুক্তিকে নৌ ভাটক বলে।

Dumping (কম দামে বিক্রয়) :
দেশীয় পণ্যের তুলনায় বাজারে বিদেশী পণ্যের আমদানী বেশী হলে এবং কম দামে বিক্রি হলে ঐ অবস্থাকে Dumping বলে।

Earnest Money (বায়না অর্থ) :
প্রতিশ্রুতি/চুক্তি পালনে বাধ্য করার জন্যে যে অগ্রিম অর্থ গ্রহণ করা হয় তাকে Earnest Money বলে।

বাণিজ্য-পরিভাষাকোষ
(Terminology of Commerce)

Abate (অ্যাবেইট) : হ্রাস, বাদ, বাট্টা, কমানো।

Acceptance (অ্যাকসেপট্যান্স) :
গ্রহণ, স্বীকার, স্বীকারপত্র, শর্ত অনুমোদন।

Account (অ্যাকাউন্ট) : হিসাব।

Accountancy (অ্যাকাউন্ট্যান্সি) :
হিসাব রক্ষণ বিদ্যা।

Accountant (অ্যাকাউন্ট্যান্ট) :
হিসাবক, হিসাবরক্ষক।

Accounting (অ্যাকাউন্টিং) :
হিসাবনিকাশ।

Bankrupt (ব্যাংক্রাপ্ট) :
দেউলিয়া, ঋণশোধে অক্ষম ব্যক্তি।

বাণিজ্যিক শব্দ সংক্ষেপ
(Commercial Abbreviations)

@ = for ; At the rate of = (জন্য, তে, প্রতি, হারে)

A/A = Articles of Association = (পরিমেল নিয়মাবলী)

A/C = Account Current (চলতি হিসাব)

A.C. A/C = Account (হিসাব)

Amt = Amount (পরিমাণ)

C/o. D = Cash on Delivery (সরবরাহের সাথে নগদ দেয়)

ঢাকা কমার্স কলেজ দর্পণ-এর প্রকাশনা উৎসব অনুষ্ঠিত

ঢাকা কমার্স কলেজ দর্পণ প্রকাশনা উৎসবে বক্তব্য রাখছেন ইনকিলাব মহাসম্পাদক এ কে এম মহিউদ্দীন, মঞ্চে উপবিষ্ট (বাম থেকে) বিশেষ অতিথি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস পত্রিকার সম্পাদক এম হেলাল, কলেজ অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী ফারুকী এবং উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মুতিয়ুর রহমান

মোহাম্মদ সরওয়ার ।। গত ১৩ নভেম্বর ঢাকা কমার্স কলেজ ভবনে ঢাকা কমার্স কলেজ দর্পণ-এর প্রকাশনা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা কমার্স কলেজের এ মুখপত্রের প্রকাশনা উৎসবে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন দৈনিক ইনকিলাবের মহাসম্পাদক, প্রখ্যাত গ্রন্থকার, প্রাবন্ধিক ও সফল সংবাদপত্র ব্যবস্থাপক জনাব এ কে এম মহিউদ্দীন, বিশেষ অতিথি ছিলেন 'বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস' পত্রিকার সম্পাদক, প্রাক্তন ছাত্র নেতা জনাব এম হেলাল এবং কলেজ উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ মুতিয়ুর রহমান। অনুষ্ঠানের আহবায়ক ছিলেন ঢাকা কমার্স কলেজ দর্পণ সম্পাদক, ব্যবস্থাপনা বিভাগের প্রভাষক ও ফ্রীল্যান্স সাংবাদিক জনাব এস এম আলী আজম। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কলেজ অধ্যক্ষ, বিশিষ্ট গ্রন্থকার ও জাতীয় পত্রিকায় এক সময়ের নিয়মিত লেখক, প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী।

ছাত্র শিক্ষকদের করতালিতে মুখরিত কলেজ হল রুমে স্বাক্ষর করে দর্পণ-এর উদ্বোধন ঘোষণা করেন প্রধান অতিথি জনাব মহিউদ্দীন। তিনি বলেন, 'আমি এই প্রকাশাটির সর্বাঙ্গীন অঙ্গসৌষ্ঠব ও ধারাবাহিকতা কামনা করি।' সাংবাদিকতায় 'মাওলানা আকরাম খাঁ স্বর্ণপদক' প্রাপ্ত জনাব **মহিউদ্দীন বলেন, 'ঢাকা কমার্স কলেজ আজ এক পূর্ণাঙ্গ ও অধিক সম্ভাবনাময় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।'**

বিশেষ অতিথি জনাব হেলাল দর্পণ সম্বন্ধে বলেন, 'বিষয় নির্বাচন, তথ্যের প্রাচুর্যতা ও শ্রেণী বিন্যাসগত দিকসহ সামাগ্রিক ক্ষেত্রেই প্রথম সংখ্যা হওয়া সত্ত্বেও এটি হয়েছে যথেষ্ট মান সম্পন্ন।' তিনি ছাত্র শিক্ষক সকলকে তাদের এই নিজস্ব পত্রিকাটিতে লেখা, বিজ্ঞাপন ইত্যাদি দিয়ে এর নিয়মিত প্রকাশনায় সহযোগিতার আহবান জানান। বিশেষ অতিথি প্রফেসর মুতিয়ুর রহমান কলেজের নিজস্ব পত্রিকা দর্পণ-এর উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করেন। দর্পণ সম্পাদক জনাব আজম স্বগত ভাষণে বলেন, 'তথ্য ও তত্ত্ববহুল ঢাকা কমার্স কলেজ দর্পণ কলেজের ভবিষ্যত ছাত্রছাত্রীদের নিকট এক প্রামাণ্য দলিল রূপে পরিগণিত হবে বলে বিশ্বাস।' সভাপতির ভাষণে অধ্যক্ষ কাজী ফারুকী বলেন, দর্পণ প্রকাশনা উপলক্ষে আজকের দিনটি ঢাকা কমার্স কলেজের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন হয়ে থাকবে। **অধ্যক্ষ এ দিনটিকে Red Letter Day আখ্যা দিয়ে বলেন, দর্পণের প্রকাশনা ঢাকা কমার্স কলেজের আর এক মাইল ফলক।** তিনি জোর দিয়ে বলেন, ইনশাআল্লাহ 'ঢাকা কমার্স কলেজ দর্পণ' একদিন দৈনিকে রূপান্তরিত হবে।

পরে ঢাকা কমার্স কলেজ দর্পণ-এর পক্ষ থেকে অধ্যক্ষ প্রধান অতিথিকে এবং প্রধান অতিথি অধ্যক্ষকে ক্রেষ্ট উপহার দেন। দর্পণ-এর পক্ষ থেকে প্রধান অতিথি বোর্ডে প্রথম স্থান অধিকারী আবদুস সোব্‌হানকে ফুলের শুভেচ্ছা দেন। শেষে অধ্যক্ষ দর্পণ সম্পাদককে ফুল দিয়ে অভিনন্দন জানান।

কবীর ALAB এর সাংগঠনিক সম্পাদক

দর্পণ রিপোর্ট ।। সম্প্রতি শিক্ষা বিভাগীয় কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সংগঠন 'একাডেমিক লাইব্রেরি এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ' বা ALAB-র ১১ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী পরিষদ গঠন করা হয়েছে। ঢাকা কমার্স কলেজের লাইব্রেরিয়ান জনাব এইচ. এম. গোলাম কবীর ALAB-র সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। পরিষদের নির্বাচিত সভাপতি হলেন নায়েম-এর লাইব্রেরিয়ান এম. হারুণ-অর-রশীদ।

আবৃত্তি পরিষদের প্রথম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদ্‌যাপিত

আমানত বিন হাশেম মিথুন ।। গত ১৩ নভেম্বর ঢাকা কমার্স কলেজ আবৃত্তি পরিষদের প্রথম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে এক মনোজ্ঞ আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন দৈনিক ইনকিলাবের মহাসম্পাদক এ কে এম মহীউদ্দিন, বিশেষ অতিথি ছিলেন কলেজ অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী ফারুকী ও বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস পত্রিকার সম্পাদক এম হেলাল। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলা বিভাগের প্রভাষক নাঈম মোজাম্মেল।

প্রধান অতিথি পরিষদের বার্ষিক ম্যাগাজিন 'অতনু' এর উদ্বোধন করেন। অতঃপর অতিথিদের পরিষদের মনোগ্রাম খচিত ক্রেষ্ট উপহার দেয়া হয়। প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন, 'ত্বমানুষের দৈনন্দিন জীবনে আবৃত্তির প্রয়োজন অনস্বীকার্য। সংস্কৃতির অন্যতম মাধ্যম হিসেবে আবৃত্তি শিল্পের একটি ব্যবহারিক গুরুত্ব রয়েছে।'

উল্লেখ্য, ১৯৯৫ সালের ৯ আগষ্ট ঢাকা কমার্স কলেজ আবৃত্তি পরিষদ আত্মপ্রকাশ করে। এ যাবৎ পরিষদ কলেজে বিভিন্ন সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের সাংস্কৃতিক চাহিদা পূরণ করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

আবৃত্তি পরিষদের প্রথম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে প্রধান অতিথি এ কে এম মহিউদ্দীন-কে ক্রেষ্ট দিচ্ছেন অধ্যাপক নাঈম মোজাম্মেল, বাম থেকে দ্বিতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস সম্পাদক এম হেলাল ও সর্ব ডানে অধ্যক্ষ কাজী ফারুকী

সম্পাদক : এস. এম. আলী আজম, ব্যবস্থাপনা সম্পাদক : মোঃ সাইদুর রহমান মিঞা, নির্বাহী সম্পাদক : মোঃ নূরুল আলম ভূঁইয়া, সহযোগী সম্পাদক : সাদিক মোহাম্মদ সেলিম, সহকারী সম্পাদক : শামীম আহ্‌সান, বার্তা সম্পাদক : মোহাম্মদ সরওয়ার, ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক : আমানত বিন হাশেম মিথুন। ঢাকা কমার্স কলেজ, চিড়িয়াখানা রোড, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬ কর্তৃক প্রকাশিত এবং জ্যোতি প্রেসেস ও প্রভাতী প্রিন্টার্স, ২৭ গোপীমোহন বসাক লেন, নবাবপুর, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ফোন : ৮০ ৫৬ ১০ (কলেজ)।